ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সঙ্কলিত

মহাভারত



আদিপর্ব্ব

অনুক্রমণিকা ও পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়

বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত, টীকা ও সমালোচনাসহ

শ্রীভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদিত

কলিকাতা

৩০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী হইতে

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৯১১

মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র।

কলিকাতা ঃ
৬৪।১ ও ৬৪।২ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট, "লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্" হইতে
শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



বিজ্ঞাপন

—:০:—

মহাভারতের উপক্রমণিকাভাগ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা পৃথক্ প্রচারিত হয় আমার এরূপ অভিলাষ ছিল না। অবশেষে কতিপয় বন্ধুর সবিশেষ অনুরোধে পুস্তকাকারে প্রচারিত হইল। পুস্তকাকারে প্রচারিত করিতে গেলে পরিশ্রমসহকারে সংশোধনাদি করা আবশ্যক, কিন্তু অবকাশবিরহাদি কারণ বশতঃ তাহা সম্যক্ সমাহিত হইয়া উঠে নাই; সুতরাং বিশেষজ্ঞ মহাশয়েরা স্থানে স্থানে অশেষ দোষ দর্শন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

মহাভারতে নির্দ্দেশ আছে, কেহ প্রথম অবধি, কেহ আস্তীকপর্ব্ব অবধি, কেহ উপরিচর রাজার উপাখ্যান অবধি, ভারতের আরম্ভ বিবেচনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা শেষ কল্প অবলম্বন করেন, তাঁহাদের মতে উপরিচর রাজার উপাখ্যান অবধি ভারতের প্রকৃত আরম্ভ; সুতরাং তন্মতে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় সকল তদীয় উপক্রমণিকা স্বরূপ। এই পুস্তক ঐ অংশের অনুবাদ মাত্র; এই নিমিত্ত শেষ কল্প অবলম্বন করিয়া অনুবাদিত অংশ উপক্রমণিকাভাগ বলিয়া উল্লিখিত হইল।

মূলগ্রন্থের অবিকল অনুবাদ প্রকাশ করাই তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্য ছিল, আমিও অনুবাদকালে তদনুরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলাম। কিন্তু সভার অভিপ্রায় রক্ষা বিষয়ে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারা যায় না। যাহা হউক, মূলের সহিত ঐক্য করিয়া দেখিলে অনেক স্থলে অর্থগত ও তাৎপর্য্যনিষ্ঠ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবেক, তাহার সংশয় নাই। মূলগ্রন্থে অনেক স্থান এরূপ আছে যে,

সহজে মর্ম্মবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ হওয়া দুর্ঘট। সেই সকল স্থল, অনুধাবন করিয়া অথবা টীকাকারদিগের ব্যাখ্যা দেখিয়া পূর্ব্বাপর যেরূপ বোধ হইয়াছিল, তদনুসারেই অনুবাদিত হইয়াছে; সুতরাং তত্তৎস্থলের অনুবাদ সর্ব্বসম্মত হওয়া সম্ভাবিত নহে। ফলতঃ নানা কারণ বশতঃ মহাভারতের অনুবাদ নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়।

যাহা হউক, এই পুস্তক পাঠ করিয়া সকলে প্রীত হইবেন, এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না। যদি ইহা পাঠকবিশেষের পক্ষে কিঞ্চিৎ অংশেও প্রীতিপ্রদ হয়, তাহা হইলেই শ্রম সফল বোধ করিব।

কলিকাতা।
সংবৎ ১৯১৬। ১লা মাঘ।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।



ভূমিকা।

বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত।

মুখবন্ধ।

বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের জন্মদাতা দয়ার সাগর প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম কাহারও অবিদিত নাই। বঙ্গদেশের প্রতি গৃহে, প্রতি পল্লীতে, প্রতি নগরে, পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম চিরকাল ঘোষিত হইবে, চিরকালই সেই দেবপ্রতিম মহাপুরুষের নাম শ্রবণে বাঙ্গালী তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার উদ্দেশে শতকোটী প্রণিপাত করিবে। এরূপ মহাজনের জীবন-চরিত সংক্ষেপে বিবৃত করিবার চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র, তবে কেবল মাত্র তাঁহার জীবনের কয়েকটী প্রধান প্রধান ঘটনা সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ জন্য এই প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইলাম।

জন্ম ও বাল্যজীবন।

১২২৭ বঙ্গাব্দের (১৮২০ খৃঃ) ১২ই আশ্বিন তারিখের পুণ্যমুহূর্ত্তে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী মাত্রেরই সেই পবিত্র তীর্থ বীরসিংহ গ্রাম তাঁহার জন্মকালে হুগলী জেলার অন্তর্গত ছিল, পরে মেদিনীপুরের সীমানাভুক্ত হইয়াছে। তাঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভগবতী দেবী। বাস্তবিকই ভগবতী দেবী ভিন্ন আর এরূপ দেবকল্প পুত্রের জননী হইতে কে সমর্থা? ঠাকুরদাস কলিকাতায় মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে সামান্য কর্ম্ম করিতেন। সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকাল গ্রাম্য পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের

নিকটেই কাটিয়া গিয়াছিল। ৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি পিতার সহিত কলিকাতা আগমন করেন ও ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। পিতার অতি সামান্য আয় নিবন্ধন ঈশ্বরচন্দ্রকে স্বহস্তে পাক, কদর্য্যস্থানে বাস, সামান্য দ্রব্য ভোজন ও অপকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিতে হইত। এমন কি, তাঁহাকে তাঁহার পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের জন্যও রন্ধনাদি সমুদয় কার্য্য করিতে হইত। কিন্তু এই সমস্ত অসুবিধার মধ্যেও স্বকীয় মেধা ও ধীশক্তির প্রভাবে তিনি অতি অল্পকাল-মধ্যেই সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া পড়িলেন। ১৮৪০ সালের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য ও হিন্দুব্যবস্থা শাস্ত্রে বিশারদ হইয়া কলেজের অধ্যাপকবর্গ কর্ত্তৃক "বিদ্যাসাগর" এই উপাধি লাভ করিলেন। এই উপাধি উত্তর কালে আরও দুই এক মহাত্মা পাইয়াছেন বটে, কিন্তু "হরির্যথৈকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃতঃ, মহেশ্বরস্ত্র্যম্বক এব নাপরঃ" সেইরূপ "বিদ্যাসাগর" বলিলে ঈশ্বরচন্দ্রকেই বুঝায়, আর কাহাকেও বুঝায় না।

সরকারি চাকুরি।

ফোর্টউইলিয়ম কলেজের তদানীন্তন সম্পাদক মাননীয় জি, টি, মার্শেল সাহেব বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নকালে তথাকারও সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। মার্শেল সাহেব বিদ্যাসাগরকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, সুতরাং তাঁহার ছাত্রজীবন শেষ হইবামাত্রই ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে ৫০৲ টাকা বেতনে ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ প্রদান করেন। মার্শেল সাহেবেরই চেষ্টায় তিনি ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং নানা অসুবিধা স্বত্বেও অচিরকাল-মধ্যেই উক্তভাষায় দক্ষতা লাভ করিলেন। অতঃপর ১৮৪৬খৃষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন, কিন্তু সম্পাদক বাবু রসময় দত্তের সহিত মনোমালিন্য প্রযুক্ত কর্ম্ম-

ত্যাগ করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ৮০৲ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান কেরাণীর পদ প্রাপ্ত হন এবং ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মাসিক ৯০৲ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অবস্থানকালে মার্শেল সাহেবের সাহায্যে শিক্ষা-সমিতির তদানীন্তন সভাপতি বেথুন সাহেব ও সম্পাদক মৌএট্ সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগরের আলাপ হইয়াছিল এবং কর্ম্মজীবনে তিনি ইঁহাদিগের নিকট যথেষ্ট পৃষ্ঠ-পোষকতা পাইয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের তাৎকালিক শিক্ষাপ্রণালী বিশেষ সন্তোষজনক ছিল না বলিয়া তাহার কিরূপ পরিবর্ত্তন করিলে ভাল হইতে পারে, সে বিষয়ে রিপোর্ট দিবার জন্য শিক্ষা সমিতির সদস্য-গণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর ভার দেন। বোধ হয় এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সম্পাদক রসময় বাবু কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন এবং উক্ত পদে বিদ্যাসাগর মহাশয় মাসিক ১০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন। ইহার একমাস পরেই সমিতির সদস্যগণ তাঁহার প্রদত্ত রিপোর্ট পাঠে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ উঠাইয়া দিয়া মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে প্রিন্সিপ্যালের পদ সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাকেই উক্ত পদে প্রথম নিযুক্ত করিলেন। তিনি অল্পদিন মধ্যেই সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাপ্রণালীর আমূল সংস্কার করিলেন। বেথুন কলেজের পরিচালনার সংস্রবে বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎকালীন লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর হ্যালিডে সাহেবের নিকট পরিচিত হন। সুতরাং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে যখন মফঃস্বলে সরকারী-সাহায্য-প্রাপ্ত ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন করিবার আবশ্যক হইল তখন হ্যালিডে সাহেব, বিদ্যাসাগরকে, কি নিয়মে বাঙ্গালা শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে একটী রিপোর্ট দিতে আদেশ করেন। তদনুসারে তিনি যে রিপোর্ট দেন তাহা অনুমোদিত হইল এবং তিনি সংস্কৃত কলেজের

অধ্যক্ষতা ব্যতিরিক্ত হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া এই চারি জেলার বিদ্যালয়সমূহের অতিরিক্ত ইন্‌স্পেক্টরের পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই কার্য্যের জন্য তিনি মাসিক দুইশত টাকা পাইতেন। এই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকার কালে তিনি বঙ্গদেশে অনেক বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের সূত্রপাত করেন। এই সকল বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতির জন্য যে ব্যয় হইয়াছিল,তাহার বিল্ পাশ করার ব্যাপার লইয়া তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার ইয়ং সাহেবের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটে। এই সময় তিনি সংস্কৃত কলেজ হইতে ৩০০৲ টাকা ও ইন্‌স্পেক্‌টারের কার্য্যে ২০০৲ টাকা,মোট পাঁচশত টাকা প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর যথেচ্ছ ব্যবহার নীরবে সহ্য করিয়া দাসত্ব করিবার তিনি পাত্র নহেন, সুতরাং তিনি অনায়াসে মাসিক পঞ্চশত মুদ্রার মায়া কাটাইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন।

সাহিত্য চর্চ্চা ও পুস্তক রচনা।

যদিও বিদ্যাসাগর কর্ম্মত্যাগ করিয়া আপাততঃ অনেক টাকা আয় নষ্ট করিলেন, কিন্তু ইহাই তাঁহার এবং দেশের পক্ষে মঙ্গলকর হইল। তিনি চাকুরী ছাড়িয়া একেবারে সাহিত্য-চর্চ্চাতে সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিলেন এবং তাঁহার প্রধান প্রধান গ্রন্থ সমূহ এই সময়েরই রচিত। কর্ম্মত্যাগ না করিলে আজি বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাণ্ডারে তাঁহার প্রণীত অমূল্য গ্রন্থরাজি এরূপ অতুলনীয় ভাবে শোভা পাইত কি না সন্দেহ। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ অবলম্বনে লিখিত 'বাসুদেব চরিত', এবং মহাকবি কালিদাসের সুবিখ্যাত প্রীতিপ্রদ নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' অবলম্বনে লিখিত 'শকুন্তলা' তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি হিন্দী 'বৈতাল পঁচিশি' নামক গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদিগের জন্য 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' নামধেয় একটী বাঙ্গালা পুস্তক রচনা করেন।

ইহার পরবৎসর Marshman's History of Bengal অবলম্বনে "বাঙ্গালার ইতিহাস" দ্বিতীয় ভাগ বিরচিত হয় এবং ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে Chamber's Biography নামক গ্রন্থ হইতে তিনি'জীবন চরিত'নামক পুস্তক সঙ্কলন করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রচিত 'বোধোদয়' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহা Chamber's Rudiments of Knowledge নামক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল। এই সময়েই তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থ 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' 'ব্যাকরণ কৌমুদী' প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ (১৮৫৩।৫৪ খৃষ্টাব্দে) এবং 'ঋজুপাঠ,' ১ম, ২য়, ও ৩য় ভাগ রচনা করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে 'বর্ণপরিচয়' ১ম ও ২য় ভাগ, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে 'চরিতাবলি', 'সংস্কৃত ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব' ও 'কথামালা' রচিত ও প্রকাশিত হয়। তিনি কিছু-কাল তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন; সেই সময়ে তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায় মহাভারতের প্রথমাংশ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি সমগ্র মহাভারতের বঙ্গানুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার অভিপ্রায়ে পত্রিকায় প্রকাশিত আদিপর্ব্বের অংশটুকু ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিলেন; এই সময়ে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে উক্ত কার্য্যে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করায় তিনি আর মহাভারতে হস্তক্ষেপ করিলেন না। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি রামায়ণের উত্তরকাণ্ড ও ভবভূতি প্রণীত 'উত্তর চরিত' অবলম্বনে 'সীতার বনবাস' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে 'ব্যাকরণ কৌমুদী'র ৪র্থ ভাগ, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে 'বিধবা বিবাহ বিচার', ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে 'আখ্যান-মঞ্জরী', এবং সেক্সপীয়ারের Comedy of Errors অবলম্বনে 'ভ্রান্তিবিলাস' ও ১৮৭১।৭২ খৃষ্টাব্দে 'বহুবিবাহ' বিষয়ক ১ম ও ২য়

পুস্তক প্রকাশিত হয়। তিনি মল্লিনাথ টীকা সহ মেঘদূতের পাঠাদি বিবেক এবং উত্তর রামচরিত ও অভিজ্ঞান শকুন্তলের টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইংরাজীতে তাঁহার Poetical Selections এবং Selections from Goldsmith নামক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল প্রকাশিত পুস্তক ভিন্ন তাঁহার রচিত অনেক অপ্রকাশিত পুস্তক আছে। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহের মোট সংখ্যা ৫২, তন্মধ্যে ৩০ খানি বাঙ্গালা, ১৭ খানি সংস্কৃত ও ৫ খানি ইংরাজী।

বিধবা বিবাহ।

বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের প্রধান ঘটনাবলীর মধ্যে অন্যতম। হিন্দু বিধবাদিগের ক্লেশ ও দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদাই ব্যথিত হইত। হিন্দুধর্ম্মে বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয় বিধি আছে কি না তাহা অন্বেষণ করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইলেন এবং পরাশর সংহিতায় "নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥" এই স্পষ্ট বচন এবং "কলৌপরাশরা স্মৃতাঃ" এই বচনাংশ দৃষ্টি করিয়া তাঁহার চিরাভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন করিবার পক্ষে স্থির-নিশ্চয় হইলেন। অতঃপর তিনি নানাবিধ যুক্তিতর্ক ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ উল্লেখ করিয়া বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রচার করিলেন। ইহাতে গোঁড়া হিন্দুগণ এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ তাঁহাকে নাস্তিক খৃষ্টান বলিয়া গালাগালি করিতে লাগিলেন। সংবাদ পত্র সমূহেও তাঁহার প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ হইতে লাগিল। এমন কি অনেকে তাঁহার জীবননাশের সংকল্প করিয়া তজ্জন্য চেষ্টা করিতেও ক্রুটী করেন নাই। কিন্তু মহামনা বিদ্যাসাগর এ সমুদায়ে ভ্রুক্ষেপ পর্য্যন্তও করিলেন না; বরং তাঁহার প্রস্তাবের উত্তরে যে সকল প্রতিবাদ হইয়াছিল, তিনি ধীরভাবে সেই সমস্ত প্রতিবাদ শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিধবা বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয়

পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর অনেক কুসংস্কারাবিষ্ট ব্যক্তির মনেও ইহার যৌক্তিকতা বিষয়ে ধারণা হইল। অতঃপর তিনি ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং পাছে বিধবা বিবাহে উৎপাদিত সন্তানগণের উত্তর কালে ধনাধিকার বিষয়ে কোন রূপ গোলযোগ ঘটে তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট দ্বারা একটী আইন বিধিবদ্ধ করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৮৫৬খৃষ্টাব্দের ১৫ আইন অনুসারে ব্যবস্থা হইয়া গেল যে বিধবা বিবাহে উৎপন্ন সন্তানগণ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ধনাধিকারী হইবে। তিনি কেবল এইপর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি স্বয়ং আপনার একমাত্র পুত্র নারায়ণ চন্দ্রের সহিত একটী বালবিধবার বিবাহ দিয়া মানসিক বলের পরিচয় দিলেন এবং এ বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন।

শেষজীবন।

কর্ম্মত্যাগ করার পর বিদ্যাসাগরকে অস্বাস্থ্যজন্য অনেক সময় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। এদিকে সেই সময়ে নানা কারণে তাঁহার নিকট বহুলোকের সমাগম হইতে লাগিল। সুতরাং তাঁহার নির্জ্জনবাসের প্রয়োজন হইয়া উঠিল। এই কারণে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কর্ম্মাটাঁড় নামক ষ্টেশনে একটী স্বাস্থ্যনিবাস নির্ম্মাণ করাইয়া জীবনের শেষাংশ সেই থানেই অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই রাত্রি ২টার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার আত্মীয়স্বজন পরিবারবর্গকে এবং সমুদয় বঙ্গবাসীকে শোক পারাবারে নিক্ষিপ্ত করিয়া ও বঙ্গভাষাকে অনাথা করিয়া অমরধামে গমন করিলেন। কলিকাতাতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর দিন বাঙ্গালীর ও বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় দিন বলিয়া গণ্য হইবে।

বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর ছিলেন। তিনি পুস্তক বিক্রয় ও মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার

মধ্যে এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় করিতে পারেন নাই; বরং মৃত্যুকালে তাঁহার যথেষ্ট ঋণ ছিল। গত বৎসর সেই ঋণের দায়ে তাঁহার অমূল্য পুস্তকাগার নীলামে বিক্রয় হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সুখের বিষয় লালগোলার দানবীর রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর মহাজনের টাকা শোধ দিয়া এই পুস্তকালয়কে নীলামের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং ইহা সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-মন্দিরে রক্ষিত আছে। দরিদ্রের সেবায় তিনি যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া ফেলিতেন বলিয়াই এরূপ হইয়াছিল। তিনি স্বগ্রামে মাতৃদেবীর নামে "ভগবতী বিদ্যালয়" বলিয়া অভিহিত একটী অবৈতনিক উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কলিকাতায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ও বহুব্যয়ে পরিচালিত "মেট্রোপলিটান কলেজ" বেসরকারী কলেজের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম। এতদ্ভিন্ন তিনি চিকিৎসালয়, বালিকা বিদ্যালয়. অনাথাশ্রম, প্রভৃতির জন্য মুক্তহস্তে দান করিতেন। তিনি অসংখ্য নিরাশ্রয় বালককে অন্নবস্ত্র দিয়া লেখাপড়া শিখাইতেন, অসংখ্য বিপন্ন নরনারীকে সাহায্য করিতেন, দুর্ভিক্ষের সময় অন্ন-বস্ত্র বিতরণ করিতেন, এমন কি অনেক অভাবগ্রস্ত ভদ্রপরিবারের জন্য তিনি গোপনে সাহায্য পাঠাইতেন। কর্ম্মাটাঁড়ের সাঁওতাল বালকবালিকাগণ পর্য্যন্তও তাঁহার দয়ায় মুগ্ধ হইয়াছিল ও তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া হাহাকার করিয়াছিল। তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি, আই, ই, উপাধি দিয়াছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তির সংখ্যা নাই, তাঁহার দয়ার সীমা নাই, তাঁহার মহাপ্রাণতা, হিতৈষণা ও সৎসাহসের তুলনা নাই; প্রাতে উঠিয়া তাঁহার নাম স্মরণ করিলে দিন সার্থক হয়। তাঁহার জীবনচরিত পাঠ করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়; আমরাও তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া ধন্য হইলাম।

বিদ্যাসাগরের দয়া।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থ বঙ্গদেশে বহুলরূপে প্রচলিত ও আদৃত। সুতরাং সে সমুদায়ের বিস্তৃত সমালোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। সংস্কৃত ভাষার শব্দ-সমুদ্র মন্থন করিয়া,তাহা হইতে অমৃতকল্প সুমধুর শব্দসকল উত্তোলন করতঃ তৎসহ-যোগে সুশ্রাব্য বাক্য রচনা করিয়া বঙ্গভাষার কলেবর ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির মূল বিদ্যাসাগর মহাশয়। তাঁহার বেতাল পঞ্চবিংশতির রচনা যেরূপ কোমল, মনোহর ও মধুবর্ষিণী অন্য কোন পুস্তকের সেরূপ নহে। বেতাল পঞ্চবিংশতির রচনা যেরূপ মধুর, জীবন চরিতের রচনা সেইরূপ ওজস্বিনী। বিদ্যাসাগরের উপক্রমণিকা ব্যাকরণ ও কৌমুদী দ্বারা দেশে সংস্কৃত শিক্ষার যুগান্তর হইয়াছে। পূর্ব্বে পাণিনি বা বোপদেবের ব্যাকরণ আয়ত্ত করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত, কিন্তু তিনি তাঁহার ব্যাকরণ দ্বারা সংস্কৃত শিক্ষা বহুপরিমাণে সহজসাধ্য করিয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস পাঠ করিলে পাষাণেরও হৃদয় দ্রবীভূত হয়। করুণ রসের উদ্দীপনে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় এক সীতার বনবাসেই পাওয়া যায়। কথামালা, বোধোদয়, চরিতাবলী, আখ্যানমঞ্জরী প্রভৃতি বিদ্যাসাগরের সরল রচনার দৃষ্টান্ত স্থল। ফলতঃ কি সরল কি মধুর কি ওজস্বিনী যে কোন রচনায় তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও আদর্শ-স্থানীয় হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় যুক্তি তর্কাদি দ্বারা শাস্ত্রীয় বিচারে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহা বিধবা বিবাহ ও বহু বিবাহ-বিচার পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এই সকল কারণেই "সুধীরঞ্জনের" বঙ্গভাষা বলিয়াছেন, "একাকী ঈশ্বর মম বিদ্যার সাগর॥ তার যদি জননীর প্রতি থাকে টান। ত্বরায় উঠিবে মম যশের তুফান॥"—বঙ্গভাষার এই ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছে।

গ্রন্থ সমালোচনা।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনার মৌলিকতা সম্বন্ধে স্বর্গীয় পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" হইতে কয়েকটী ছত্র এস্থলে উদ্ধৃত হইল।—"কেহ কেহ কহেন 'বিদ্যাসাগরের বাঙ্গালা রচনা নৈপুণ্য বিষয়ে অদ্বিতীয়তা জন্মিয়াছে সত্য, কিন্তু বিদ্যাসাগরের মৌলিকতা (originality) নাই অর্থাৎ বিদ্যাসাগর অনুবাদ ভিন্ন মূল গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন না।' বিদ্যাসাগর রচিত যে সকল পুস্তকের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই কোন না কোন পুস্তকের অনুবাদ, মূলগ্রন্থ তাহাদের মধ্যে অল্পই আছে, একথা অযথার্থ নহে। কিন্তু এস্থলে ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে বিদ্যাসাগরের রচনা প্রণালীর প্রাদুর্ভাবের সময়ই বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে অন্ধকারাবস্থা হইতে আলোকে প্রবিষ্ট হইবার প্রায় প্রথম উদ্যম কাল; ঐরূপ কালে সকল ভাষাতেই মূলগ্রন্থ অপেক্ষা অনুবাদ গ্রন্থই অধিক হইয়া থাকে ইহা এক সাধারণ নিয়ম। বিদ্যাসাগর সে নিয়মের অনধীন হইতে পারেন নাই সুতরাং তাঁহাকে মূলগ্রন্থ অপেক্ষা অনুবাদ গ্রন্থই অধিক করিতে হইয়াছে। কিন্তু যিনি উপক্রমণিকা, কৌমুদী, বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত ১ম ও ২য় পুস্তক, সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, সীতার বনবাস ও বহুবিবাহ বিচার রচনা করিয়াছেন, তাঁহাকে মূল রচনা করিবার শক্তি বিহীন বলা নিতান্ত ধৃষ্টতার কার্য্য হয়।"

বিদ্যাসাগরের মৌলিকতা।

আমরা বিদ্যাসাগরের বাঙ্গালা ভাষার কয়েকটী বিশেষত্বের উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার অতি দুরবস্থা ছিল। সুতরাং ভারতীয় সকল ভাষার জননী সংস্কৃত ভাষা হইতে কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ করিয়া বঙ্গ ভাষাকে পুষ্ট করা আব-

বিদ্যাসাগরের ভাষার বিশেষত্ব।

শুক হইয়া পড়িয়াছিল। এই জন্য তিনি স্বকীয় রচনায় বিস্তর সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। "হা হতোঽস্মি" "ষৎপরোনাস্তি" "কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ়" প্রভৃতি শব্দ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত ভাষার অনুকরণে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যেও সুদীর্ঘ সমাস যুক্ত শব্দের বহুল ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ সমূহে এই শ্রেণীর সমস্ত শব্দের ভুরি ভুরি উদাহরণ দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ তিনি বেতাল পঞ্চবিংশতির প্রথম সংস্করণে যেরূপ সুদীর্ঘ সমাস সমন্বিত শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পরে যখন তিনি দেখিলেন যে এরূপ রচনা বাঙ্গালা ভাষায় থাকা উচিত নহে, তখন পরিবর্ত্তন করিয়া অপেক্ষাকৃত সরল ভাষায় লিখিলেন।

বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন।

এ স্থলে বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতির ক্রমপরিবর্ত্তন সম্বন্ধে সংক্ষেপে গুটী-কতক কথা বলিলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা শুদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁহার রচনার মধ্যে ব্যাকরণদুষ্ট অথবা দেশজ, গ্রাম্য, কথিত ভাষার স্থান নাই। মহাকবি কালিদাসও তাঁহার অভিজ্ঞান শকুন্তলে অনেকপাত্র পাত্রীর মুখে প্রাকৃত ভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু বিদ্যাসাগরএরূপ স্থলেও কথিত ভাষার ব্যবহার করেন নাই। ভাষাকে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ করিবার জন্য তিনি সৌন্দর্য্যের হানি হইলে তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। ক্রমশঃ লেখক ও পাঠকের প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। বঙ্গ সাহিত্যাকাশের পূর্ণচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র ভাষাকে সৌন্দর্য্যময়ী করিবার জন্য অনুষ্ঠানের ক্রটী করিলেন না। তিনি বিদ্যাসাগর ব্যবহৃত অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সমাসসমন্বিত শব্দ সকলের পরিবর্ত্তে শ্রুতিমধুর সরল কথিত ভাষা অতি সাবধানতার সহিত প্রয়োগ করিলেন, মার্জ্জিত ও নির্দ্দোষ হাস্যরসোদ্দীপক বাক্য যথা স্থানে সন্নিবেশিত করিলেন; এইরূপ

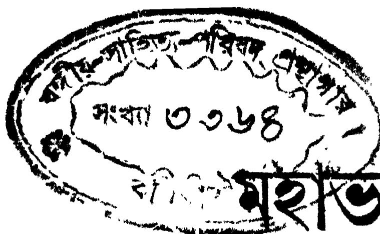
নানা উপায়ে তিনি ভাষাকে নানা অলঙ্কারে ভূষিতা করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিলেন। তাঁহার ভাষার সৌন্দর্য্য দর্শনে অনেকেরেই দৃষ্টি সেই দিকে নিপতিত হইল। তৎপরবর্ত্তী লেখকেরাও ভাষাকে তাঁহার ছাঁচেই ঢালিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বঙ্কিম বাবু লিখিত ও কথিত উভয় ভাষাকেই তাঁহার রচনায় স্থান দিয়াছিলেন, কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে একটা ব্যবধান রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং কথিত ভাষাকে অতি সংযত ভাবে ব্যবহার করিয়া ছিলেন। পরবর্ত্তী লেখকেরা কিন্তু কথিত ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি করিয়া ফেলিলেন এবং কালক্রমে লিখিত ও কথিত ভাষার মধ্যে যে গণ্ডী ছিল তাহা বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে বর্ত্তমানকালে এই দুই ভাষার মধ্যে কোনও প্রভেদই দৃষ্ট হয় না, তাহারা জাতিভেদ ভুলিয়া গিয়া পরস্পর আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হইয়া নির্ব্বিবাদে একত্র বাস করিতেছে। বঙ্কিম বাবু তাঁহার ভাষার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিতে গিয়াও শুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য হারান নাই। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা ক্রমশঃ এরূপ সংক্রামক হইয়া পড়িল যে তাহার স্পর্শে শুদ্ধির সমূলে বিনাশ আরম্ভ হইল এবং অধুনাতন অনেক লেখকদিগের মধ্যে ব্যাকরণের অনুশাসন স্থান প্রাপ্ত হয় না। এস্থলে বিখ্যাত সাহিত্যসেবী স্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর বাহাদুর সি, আই, ই মহোদয়ের একটী মন্তব্য উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।—"* * * যখন প্রথম বাঙ্গালা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখন মনে বড়ই ভয় ছিল। গুরু যেরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহাতে বুঝিয়াছিলাম যে বাঙ্গালা একটা সম্ভ্রান্ত ভাষা; বাঙ্গালায় কিছু বলিতে কিংবা লিখিতে হইলে উহার শব্দ প্রয়োগে সাবধান হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তার পর যখন আপনাদিগের মত

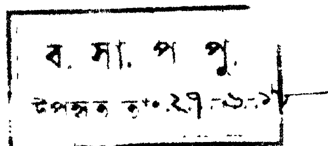
বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি।

সুযোগ্য ও সৌখীন গ্রন্থকারদিগের মুখে শুনিতে লাগিলাম যে, বাঙ্গালা ভাষায় কোন ব্যাকরণ নাই, কোনরূপ পরিচিত নিয়মের শাসন নাই, যিনি যাহা লিখিয়া প্রকাশ করিবেন তাহাই উৎকৃষ্ট পুস্তক, * * * তখন আমিও একেবারে নির্ভয় হইলাম। তখন ভাবিলাম যে এমন বেওয়ারিশী বিশৃঙ্খল ভাষায় শব্দ প্রয়োগে আর ভয় কি? * * * বাঙ্গালা ভাষার ইদানীং অহরহঃ যেরূপ বিড়ম্বনা ঘটিতেছে তাহাতে বিজ্ঞলোকের কথা দূরে থাকুক, আমরাও লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া থাকি। বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্প্রতি সকলেই লেখক, সকলেই, লেখিকা * * * *।" (১) এই মন্তব্য পাঠ করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ভাষার প্রকৃতি ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন কিরূপ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা ভাষার অনেক সৌসাদৃশ্য ছিল; ক্রমে তাহা কম হইয়া আসিয়াছে এবং এখন প্রায় নাই বলিলেও চলে। বর্ত্তমানকালে দীর্ঘশব্দের ব্যবহার একেবারে কমিয়া গিয়াছে, সমাসের বিশেষ আবশ্যকতা নাই, ছোট ছোট সহজ ও চলিত কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিলেই উত্তম সাহিত্য হয়। এখন আবার অনেকে, বাঙ্গালা-ভাষা যে সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন নহে পরন্তু একটী সম্পূর্ণ স্বাধীনা-ভাষা, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এরূপ হইবার কারণ আর কিছুই নহে, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও শব্দশাস্ত্রের অনাদর বশতঃ এরূপ হইয়াছে। প্রথমে শব্দ ব্যাকরণ ও অলঙ্কার রীতিমতভাবে অধ্যয়ন করিয়া এই সকল শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী রচনা করিলে এই দোষের নিরাকরণ হইতে পারে।

---

(১) 'বান্ধব' প্রকাশিত 'রসিকিনী' নামক একটী প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।





মহাভারত

আদিপর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়—অনুক্রমণিকা।

নারায়ণ, সর্ব্বনরোত্তম নর, (১) এবং সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করিয়া জয় (২) উচ্চারণ করিবেক।

---

(১) বিষ্ণুর অবতার ঋষিবিশেষ। বিষ্ণু ধর্ম্মের ঔরসে দক্ষকন্যা মূর্ত্তির গর্ভে নর ও নারায়ণ এই মূর্ত্তিদ্বয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই ঋষিরূপে ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন। যথা

ধর্ম্মস্য দক্ষদুহিতর্য্যজনিষ্ট মূর্ত্ত্যাং নারায়ণো নর ইতি স্বতপঃপ্রভাবঃ॥ ভাগবত ২।৭।৭।

তুর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী।
ভূত্বাত্মোপশমোপেতমকরোদ্দুশ্চরং তপঃ॥ ভাগ ১।৩।৭।

পুরাণান্তরে নর নারায়ণের উৎপত্তি প্রকারান্তরে নির্দ্দিষ্ট আছে। মহাদেব সরভরূপ পরিগ্রহ করিয়া দন্তাগ্রভাগপ্রহার দ্বারা বিষ্ণুর নরসিংহমূর্ত্তি দুই খণ্ড করেন, তাহার নরভাগ দ্বারা নর ও সিংহভাগ দ্বারা নারায়ণ এই দুই দিব্যরূপী ঋষি উৎপন্ন হয়েন। যথা

তত্তো দেহপরিত্যাগং কর্ত্তুং সমভবদ্যদা।
তদা দংষ্ট্রাগ্রভাগেন নরসিংহং মহাবলম্।

কুলপতি (৩) শৌনক নৈমিষারণ্যে (৪) দ্বাদশ বার্ষিক

সরভো ভগবান্ ভর্গো দ্বিধা মধ্যে চকার হ॥
নরসিংহে দ্বিধাভূতে নরভাগেন তস্য তু।
নর এব সমুৎপন্নো দিব্যরূপী মহানৃষিঃ॥
তস্য পঞ্চাস্যভাগেন নারায়ণ ইতি শ্রুতঃ।
অভবৎ স মহাতেজা মুনিরূপী জনার্দ্দনঃ॥
নরো নারায়ণশ্চোভৌ সৃষ্টিহেতু মহামতী।
যয়োঃ প্রভাবো দুর্দ্ধর্ষঃ শাস্ত্রে বেদে তপঃসু চ॥ কালিকাপুরাণ।

(২) রামায়ণ মহাভারতাদি ইতিহাস ও অষ্টাদশ পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে সংসার জয় হয়, অর্থাৎ জীব জন্মমৃত্যুপরম্পরারূপ সংসারশৃঙ্খলা হইতে মুক্ত হয়, এই নিমিত্ত তত্তৎ শাস্ত্রের নাম জয়। যথা

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতং তথা।
কার্ষ্ণং বেদং পঞ্চমঞ্চ যন্মহাভারতং বিদুঃ॥
তথৈব শিবধর্ম্মাশ্চ বিষ্ণুধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।
জয়েতি নাম তেষাঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥
সংসারজয়নং গ্রন্থং জয়নামানমীরয়েৎ॥ ভবিষ্যপুরাণ।

(৩) আশ্রমের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মুনি।

(৪) ভগবান্ গৌরমুখ ঋষিকে কহিয়াছিলেন যে, আমি এই অরণ্যে এক নিমিষে দুর্জ্জয় দানবসৈন্য ধ্বংস করিলাম, এই নিমিত্ত ইহা নৈমিষ নামে প্রসিদ্ধ হইবেক। যথা

এবং কৃত্বা ততো দেবো মুনিং গৌরমুখং তদা।
উবাচ নিমিষেণেদং নিহতং দানবং বলম্।
অরণ্যেঽস্মিংস্ততস্ত্বেতন্নৈমিষারণ্যসংজ্ঞিতম্॥

যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে এক দিবস ব্রতপরায়ণ মহর্ষিগণ দৈনন্দিন কর্ম্মাবসানে একত্র সমাগত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে কালযাপন করিতেছেন, এমন সময়ে সূতকুলপ্রসূত (৫) লোমহর্ষণতনয় (৬) পৌরাণিক (৭) উগ্রশ্রবাঃ বিনীত ভাবে তাঁহাদের

---

(৫) ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে উৎপন্ন প্রতিলোমজ সঙ্কীর্ণ জাতি। যথা

ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতঃ। যাজ্ঞবল্ক্য ১ অধ্যায়।

(৬) লোমহর্ষণ ব্যাসদেবের বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন। মহর্ষি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে স্বপ্রণীত সমস্ত পুরাণ সংহিতা সমর্পণ করেন। এই নিমিত্ত তিনি পুরাণবক্তা। লোমহর্ষণ সর্ব্বত্র সূত নামে প্রসিদ্ধ, কিন্তু ইহা তাঁহার কুলানুযায়ী নাম, প্রকৃত নাম নহে, যে হেতু কল্কিপুরাণে সূতপুত্র বলিয়া লোমহর্ষণের বিশেষণ আছে; এবং লোমহর্ষণ নামও তাঁহার আদি নাম নহে, তাঁহার নিকট পৌরাণিক কথা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গের লোমহর্ষ অর্থাৎ লোমাঞ্চ হইত, এই নিমিত্ত তাঁহার লোমহর্ষণ নাম হয়। যথা

প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ।
পুরাণসংহিতাস্তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ ॥ বিষ্ণু ৩। ৬।১৬।
তথা ক্ষেত্রে সূতপুত্রো নিহতো লোমহর্ষণঃ।
বলরামাস্ত্রযুক্তাত্মা নৈমিষেঽভূৎ স্ববাঞ্ছয়া ॥ কল্কি ২৭ অ।
লোমানি হর্ষয়াঞ্চক্রে শ্রোতৄণাং যঃ স্বভাষিতৈঃ।
কর্ম্মণা প্রথিতস্তেন লোমহর্ষণসংজ্ঞয়া ॥ কূর্ম্মপুরাণ।

(৭) উগ্রশ্রবার পিতা লোমহর্ষণ ব্যাসাসনে আসীন হইয়া নৈমিষা

সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বিগণ, দর্শনমাত্র অদ্ভুত কথা শ্রবণবাসনাপরবশ হইয়া, তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন। উগ্রশ্রবাঃ বিনয়নম্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক সেই সমস্ত মুনিদিগকে তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও যথোচিত অতিথিসৎকারান্তে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। পরে সমুদয় ঋষিগণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে তিনিও নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর, তাঁহার শ্রান্তি দূর হইলে, কোন ঋষি কথা-প্রসঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পদ্মপলাশলোচন সূতনন্দন! তুমি এক্ষণে কোথা হইতে আসিতেছ, এবং এত কাল কোথায় কোথায় ভ্রমণ করিলে বল।

রণ্যবাসী ঋষিদিগকে পুরাণ শ্রবণ করাইতেছেন, এমন সময়ে বলদেব তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে তথায় উপস্থিত হইলে ঋষিগণ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার সংবর্দ্ধনা ও সৎকার করিলেন, কিন্তু লোমহর্ষণ গাত্রোত্থানাদি করিলেন না। বলদেব তদ্দর্শনে তাঁহাকে গর্ব্বিত বোধ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া করস্থ কুশাগ্রপ্রহার দ্বারা তাঁহার প্রাণদণ্ড করিলেন। পরে ঋষিদিগের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া কহিলেন, ইহার আর পুনর্জীবন হইবেক না, ইহার পুত্র উগ্রশ্রবাঃ আপনাদিগকে পুরাণ শ্রবণ করাইবেন। তদবধি উগ্রশ্রবাঃ পুরাণবক্তা হইলেন। যথা

তমাগতমভিপ্রেত্য মুনয়ো দীর্ঘজীবিনঃ।
অভিনন্দ্য যথান্যায়ং প্রণম্যোত্থায় চার্চ্চয়ন্॥ ১৩॥
অনভ্যুত্থায়িনং সূতমকৃতপ্রহ্বনাঞ্জলিম্।
অধ্যাসীনঞ্চ তান্ বিপ্রান্ চুকোপোদ্বীক্ষ্য মাধবঃ॥ ১৫॥

এই রূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বাগ্মী উগ্রশ্রবাঃ সেই সভাস্থ প্রশান্তচিত্ত মুনিগণকে সম্ভাষণ করিয়া যথানিয়মে পরিশুদ্ধ বচনে এই উত্তর দিলেন, হে মহর্ষিগণ! প্রথমতঃ মহানুভাব রাজাধিরাজ জনমেজয়ের সর্পসত্র (৮) দর্শনে গমন করিয়াছিলাম। তথায় বৈশম্পায়নমুখে কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত (৯) মহাভারতীয় পরমপবিত্র বিবিধ অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিলাম। অনন্তর, তথা হইতে প্রস্থান করিয়া, নানা তীর্থ পরিভ্রমণ ও অশেষ আশ্রম দর্শন পূর্ব্বক. বহুব্রাহ্মণসমাকীর্ণ সমন্ত পঞ্চক তীর্থে উপস্থিত হইলাম। ঐ সমন্ত পঞ্চকে পূর্ব্বে পাণ্ডব ও কৌরব এবং উভয়পক্ষীয় নরপতিগণের যুদ্ধ হইয়াছিল। তথা হইতে, মহাশয়দিগের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া, এই পরমপবিত্র আশ্রমে উপনীত হইয়াছি। আপনারা আমাদিগের ব্রহ্মস্বরূপ। হে তেজঃপুঞ্জ মহাভাগ ঋষিগণ! আপনারা স্নান আহ্নিক অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা পূত হইয়া সুস্থ মনে

এতাবদুক্ত্বা ভগবান্ নিবৃত্তোঽসদ্বধাদপি।
ভাবিত্বাত্তং কুশাগ্রেণ করস্থেনাহনৎ প্রভুঃ ॥ ১৯ ॥
আত্মা বৈ পুত্র উৎপন্ন ইতি বেদানুশাসনম্।
তস্মাদস্য ভবেদ্বক্তা আয়ুরিন্দ্রিয়সত্ত্ববান্ ॥ ২৭ ॥ ভাগ ১০।৭৮।

(৮) সর্পযজ্ঞ। সর্পকুলধ্বংসের নিমিত্ত ঐ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। ইহার সবিশেষ বিবরণ কিঞ্চিৎ পরে মূলেই প্রাপ্ত হইবেক।

(৯) বেদব্যাসের প্রকৃত নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, পরে বেদ বিভাগ করিয়া ব্যাস, বেদব্যাস, ইত্যাদি নাম প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন এই নিমিত্ত কৃষ্ণ, আর যমুনার দ্বীপে জন্মিয়াছিলেন এই নিমিত্ত দ্বৈপায়ন। এই দুই শব্দ সমষ্টি, ব্যষ্টি, উভয়থাই ব্যাসবোধক হয়।

আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, আজ্ঞা করুন, ধর্ম্মার্থসম্বন্ধ পরমপবিত্র পৌরাণিকী কথা, অথবা মহানুভব নরপতিগণ ও ঋষিগণের ইতিহাস, কি বর্ণনা করিব ?

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূতনন্দন ! ভগবান্ ব্যাসদেব যে ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন, সুরগণ ও ব্রহ্মর্ষিমণ্ডল যাঁহা শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে বহু প্রশংসা করেন, এবং দ্বৈপায়নশিষ্য মহর্ষি বৈশম্পায়ন তদীয় আদেশানুসারে সর্পসত্রসময়ে রাজা জনমেজয়কে যাহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন, আমরা সেই ভারতাখ্য পরমপবিত্র বিচিত্র ইতিহাস শ্রবণে বাসনা করি। ভারত বেদচতুষ্টয়ের সার সমাকর্ষণ পূর্ব্বক সঙ্কলিত এবং শাস্ত্রান্তরের সহিত অবিরুদ্ধ ; ভারতে অনির্ব্বচনীয় অতর্কণীয় আত্মতত্ত্বাদি বিষয়ের সবিশেষ মীমাংসা আছে ; ভারত পাঠ ও শ্রবণ করিলে পাপভয় নিবারণ হয়।

ঋষিগণের প্রার্থনা শুনিয়া উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, যিনি নিখিল জগতের আদিভূত, যিনি অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি স্বীয় অনন্তশক্তিপ্রভাবে স্থূল, সূক্ষ্ম, স্থাবর, জঙ্গম, নিখিল পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাজ্ঞিক পুরুষেরা যে অনাদি পুরুষের প্রীতি উদ্দেশে হুতাশনমুখে আহুতি প্রদান করেন, শত শত সামগ ব্রাহ্মণ যাঁহার গুণ গান করিয়া থাকেন, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান মায়াপ্রপঞ্চরূপ অতাত্ত্বিক বিশ্ব যাঁহার বিরাটমূর্ত্তি, লোকে ভোগাভিলাষে ও পরম পুরুষার্থ মুক্তি পদার্থ প্রার্থনায় যাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে, সেই অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত,

কালত্রয়ে অবিকৃত, সকল-মঙ্গল-নিদানভূত, মঙ্গলমূর্ত্তি, ত্রিলোক-পাতা, যজ্ঞফলদাতা, চরাচরগুরু হরির চরণারবিন্দ বন্দনা করিয়া সর্ব্বলোকপূজিত মহর্ষি বেদব্যাসের অশেষ মত নিঃশেষে কীর্ত্তন করিব।

অনেকানেক অতীতদর্শী মহাশয়েরা নরলোকে এই বিচিত্র ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান কালে অনেকে কীর্ত্তন করিতেছেন, এবং উত্তর কালেও অনেকে কীর্ত্তন করিবেন। দ্বিজাতিরা দৃঢ়ব্রত হইয়া সংক্ষেপে ও বাহুল্যে যাহা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বজ্ঞানের অদ্বিতীয় আকর বেদশাস্ত্র এই পরম পবিত্র ইতিহাসরূপে আবির্ভূত। এই বিচিত্র গ্রন্থ অশেষবিধ শাস্ত্রীয় ও লৌকিক সময়ে (১০) বহুতর মনোহর শব্দে ও নানা ছন্দে অলঙ্কৃত, এই নিমিত্ত পণ্ডিতমণ্ডলীতে সবিশেষ আদরণীয় হইয়াছে।

প্রথমে এই জগৎ ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত হইয়া একান্ত অলক্ষিত ছিল। অনন্তর সৃষ্টিপ্রারম্ভে সকলব্রহ্মাণ্ডবীজভূত এক অলৌকিক অণ্ড প্রসূত হইল। নিরাকার, নির্ব্বিকার, অচিন্তনীয়, অনির্ব্বচনীয়, সর্ব্বত্রসম, সনাতন, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম সেই অণ্ডে প্রবিষ্ট হইলেন। সর্ব্বলোকপিতামহ (১১) দেবগুরু ব্রহ্মা তাহাতে জন্ম গ্রহণ করিলেন।

(১০) নীলকণ্ঠমতে সময় শব্দের অর্থ সঙ্কেত, অর্জুনমিশ্রমতে আচার।

(১১) স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার আদেশানুসারে মনুষ্য ও অন্যান্য জীব জন্তু প্রভৃতি সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি সর্ব্ব লোকের

অনন্তর রুদ্র, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রাচেতস, দক্ষ, দক্ষের সপ্ত পুত্র, ও একবিংশতি প্রজাপতি উৎপন্ন হইলেন। যাহাকে সমস্ত ঋষিগণ যোগদৃষ্টিতে দর্শন করেন, সেই অপ্রমেয় পুরুষ, বিশ্বদেব-গণ, একাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, যমজ অশ্বিনীকুমারযুগল, যক্ষগণ, সাধ্যগণ, শাচগণ, গুহ্যগণ, ও পিতৃগণ জন্মিলেন। তদনন্তর ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্মর্ষিগণ ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন অনেকানেক রাজর্ষিগণ উৎপন্ন হইলেন। আর জল, বায়ু, পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, দিন, রাত্রি, ও বিশ্বান্তর্গত অন্যান্য যাবতীয় পদার্থ সৃষ্ট হইল।

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ প্রলয়কালে পুনর্ব্বার স্বাধিষ্ঠানভূত পরব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। যেমন পর্য্যায়কাল উপস্থিত হইলে ঋতুগণ স্ব স্ব অসাধারণ লক্ষণ সকল প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যুগপ্রারম্ভে সমুদায় পদার্থ স্ব স্ব নাম, রূপ, ও স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বভূত-সংহারকারী সংসারচক্র এইরূপে পরিভ্রমণ করিতেছে।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র, ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত, ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা সংক্ষেপে সৃষ্ট হইলেন (১২)। আর বৃহদ্ভানু, চক্ষু, আত্মা, বিভাবসু,

---

পিতৃস্বরূপে পরিগণিত। ব্রহ্মা সেই আদিপিতা স্বায়ম্ভুব মনুর পিতা এই নিমিত্ত তিনি সর্ব্বলোকপিতামহ।

(১২) ত্রয়স্ত্রিংশৎসহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতানি চ।
ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ দেবানাং সৃষ্টিঃ সংক্ষেপলক্ষণা॥

এই মূলের যথাশ্রুত অর্থ লিখিত হইল। শতসহস্রাদি সংখ্যা পরস্পর বিরুদ্ধ বোধ হইতেছে। এই পরস্পরবিরুদ্ধ ত্রিবিধ সংখ্যার

সবিতা, ঋচীক, অর্ক, ভানু, আশাবহ, রবি, ও মহ্য, দিবের (১৩) এই একাদশ পুত্র জন্মিলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ মহ্যের পুত্র দেবভ্রাজ্, তৎপুত্র সুভ্রাজ্। সুভ্রাজের দশজ্যোতিঃ, শত জোতিঃ, সহস্র জ্যোতিঃ নামে তিন পুত্র হইলেন। দশজ্যোতির দশ সহস্র পুত্র, শতজ্যোতির লক্ষ পুত্র, ও সহস্র জ্যোতির দশ লক্ষ পুত্র হইল। ইহাদিগের হইতেই কুরুবংশ, যদুবংশ, ভরতবংশ, যযাতি-বংশ, ইক্ষ্বাকুবংশ ও অন্যান্য রাজর্ষিবংশের উদ্ভব হইল।

মহর্ষি বেদব্যাস যোগবলে প্রাণীদিগের অবস্থিতি স্থান (১৪) ত্রিবিধ রহস্য (১৫), বেদ, যোগশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, ধর্ম্ম, অর্থ,

---

টীকাকার নীলকণ্ঠ এই সমন্বয় করিয়াছেন যে, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র, ও প্রজাপতি এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা। ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত অথবা ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র সংখ্যা তাহাদিগের পরিবারাদি সহ গণনাভি-প্রায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই বাহুল্য সংখ্যাও সংক্ষেপসৃষ্টি অভিপ্রায়ে উল্লিখিত। বিস্তারিত সৃষ্টি অভিপ্রায়ে পুরাণান্তরে ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি সংখ্যার উল্লেখ আছে। অর্জ্জুনমিশ্র প্রথমতঃ এইরূপ ব্যাখ্যা লিখিয়া পরিশেষে যথাশ্রুত গ্রন্থার্থ সামঞ্জস্য সংস্থাপনে ব্যগ্র হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ এই তিনের সমষ্টি করিয়াছেন, অর্থাৎ ৩৩৩৩৩ দেবতাদিগের সংক্ষেপ সৃষ্টি।

(১৩) অর্জ্জুনমিশ্রমতে দিব্ শব্দের অর্থ স্বর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবতা অথবা অদিতি।

(১৪) গ্রাম, নগর, দুর্গ, তীর্থ, আশ্রম প্রভৃতি।

(১৫) ধর্ম্মরহস্য, অর্থরহস্য, কামরহস্য। রহস্য শব্দের অর্থ গূঢ়তত্ত্ব, অর্থাৎ যাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না।

কাম, ও তত্তৎপ্রতিপাদক বিবিধ শাস্ত্র লোকযাত্রাবিধান, (১৬) এতৎ সমুদায় অবগত ছিলেন। এই ভারত গ্রন্থে ব্যাখ্যা সহিত সমস্ত ইতিহাস ও অশেষবিধ বেদার্থ যথাক্রমে কথিত হইয়াছে। লোকে কেহ কেহ সংক্ষেপে কেহ কেহ বা বাহুল্যে জানিতে বাসনা করে, এই নিমিত্ত মহর্ষি এই জ্ঞানশাস্ত্রকে সংক্ষেপে ও বাহুল্যে কহিয়াছেন। কোনও কোনও ব্রাহ্মণেরা প্রথম মন্ত্র (১৭) অবধি, কেহ কেহ আস্তীকপর্ব্ব অবধি, কেহ কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যান অবধি, এই ভারতের আরম্ভ বিবেচনা করিয়া অধ্যয়ন করেন। মনীষিগণ অশেষ প্রকারে এই পবিত্র সংহিতার ভাবার্থ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ গ্রন্থব্যাখ্যা বিষয়ে পটু, কেহ কেহ বা গ্রন্থার্থধারণা বিষয়ে নিপুণ।

ভগবান্ সত্যবতীনন্দন, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য-প্রভাবে সনাতন বেদশাস্ত্র বিভাগ করিয়া তদীয় সারসঙ্কলন পূর্ব্বক মনে মনে এই পরমাদ্ভুত পবিত্র ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। রচনানন্তর মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিরূপে এই গ্রন্থ শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইব। ভূতভাবন ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ, পরাশরতনয়ের উৎকণ্ঠার বিষয় অবগত হইয়া, তাঁহাকে ও নরলোককে চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে স্বয়ং তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। ব্যাসদেব দর্শনমাত্র গাত্রোত্থান করিয়া কৃতার্থম্মন্য ও বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে

---

(১৬) সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের বিধিদর্শক নীতিশাস্ত্র বিশেষ

(১৭) নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন এবং স্বহস্তদত্ত আসনে উপবেশন করাইয়া অঞ্জলিবদ্ধ পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহাকে আসন পরিগ্রহের অনুমতি প্রদান করিলে তিনি প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে তদীয় আসনসন্নিধানে উপবিষ্ট হইয়া বিনয়-বচনে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমি মনে মনে এক পরম পবিত্র কাব্য রচনা করিয়াছি, তাহাতে বেদ বেদাঙ্গ ও উপনিষদ্ সমুদায়ের ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও পুরাণের অর্থ সমর্থন, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ের নির্ণয়, জরা মৃত্যু ভয় ব্যাধি ভাব অভাব নিরূপণ, নানাবিধ ধর্ম্ম ও আশ্রমের লক্ষণ নির্দ্দেশ, চাতুর্ব্বর্ণ্য মীমাংসা, পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র ও চতুর্যুগের বিবরণ, নারায়ণ যে যে কারণে যে যে দিব্য ও মানব যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহার কীর্ত্তন, এবং অশেষ পবিত্র তীর্থ, নানা দেশ, নদ, নদী, বন, পর্ব্বত, সাগর, গ্রাম, নগর, দুর্গ, সেনা, ব্যূহরচনা, যুদ্ধকৌশল, বক্তৃবিশেষে কথনবৈচিত্র্য, লোকযাত্রা-বিধান, এই সমস্ত ও অপরাপর যাবতীয় বিষয়ের সবিশেষ নিরূপণ করিয়াছি, কিন্তু ভূতলে তদুপযুক্ত লেখক দেখিতেছি না।

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! এই ভূমণ্ডলে অনেকানেক মহা-প্রভাব ঋষি আছেন, কিন্তু রহস্যজ্ঞানশালিতা প্রযুক্ত তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। জন্মাবধি তুমি কখনও বিতথ বাক্য উচ্চারণ কর নাই; এক্ষণে তুমি স্বরচিত গ্রন্থকে কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, অতএব তোমার এই গ্রন্থ কাব্য বলিয়া বিখ্যাত হইবেক। যেমন গৃহস্থাশ্রম অন্যান্য সমস্ত আশ্রম অপেক্ষা

উৎকৃষ্ট, সেইরূপ তোমার এই কাব্য অন্যান্য যাবতীয় কবির কাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এক্ষণে তুমি গণেশকে স্মরণ কর, তিনি তোমার কাব্যের লেখক হইবেন।

ইহা বলিয়া ব্রহ্মা স্বস্থানে প্রস্থান করিলে সত্যবতীতনয় গণপতিকে স্মরণ করিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ গণনায়ক স্মৃতমাত্র ব্যাসদেবসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি যথোপযুক্ত পূজা প্রাপ্তি পূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করিলে বেদব্যাস নিবেদন করিলেন, হে গণেশ্বর ! আমি মনে মনে ভারত নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছি, আমি বলিয়া যাই, আপনি লিখিয়া যান। ইহা শুনিয়া বিঘ্নরাজ কহিলেন, হে তপোধন ! লিখিতে আরম্ভ করিলে যদি আমার লেখনীকে বিশ্রাম করিতে না হয়, তবে আমি লেখক হইতে পারি। ব্যাসও কহিলেন, কিন্তু আপনি অর্থগ্রহ না করিয়া লিখিতে পারিবেন না। গণনায়ক তথাস্তু বলিয়া লেখকতা অঙ্গীকার করিলেন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন এই নিমিত্তই কৌতুক করিয়া মধ্যে মধ্যে দুরূহ গ্রন্থগ্রন্থি রচনা করিয়াছেন, এবং প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিয়াছেন, এই গ্রন্থে এরূপ অষ্ট সহস্র অষ্ট শত শ্লোক আছে যে, কেবল শুক ও আমি তাহার অর্থ বুঝিতে পারি ; অপরের কথা দূরে থাকুক, সঞ্জয় বুঝিতে পারেন কি না সন্দেহ। অস্ফুটার্থতা প্রযুক্ত সেই সকল ব্যাসকূটের অদ্যাপি কেহ ব্যাখ্যা করিতে পারে না। গণেশ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও সে সকল স্থলে অর্থবোধানুরোধে মন্থর হইতেন, ব্যাসদেব সেই অবকাশে বহুতর শ্লোক রচনা করিতেন।

জীবলোক অজ্ঞানতিমিরে অভিভূত হইয়া ইতস্ততঃ অনর্থ ভ্রমণ করিতেছিল, এই মহাভারত জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা মোহাবরণ নিরাকরণ করিয়া তাহাদের নেত্রোন্মীলন করিয়াছেন। এই ভারতরূপ দিবাকর সংক্ষেপে ও বাহুল্যে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ রূপ বিষয় সকল প্রকাশ ও মানবগণের মোহান্ধকার নিরাশ করিয়াছেন। পুরাণরূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় দ্বারা বেদার্থরূপ জ্যোৎস্না প্রকাশিত হইয়াছে, এবং মনুষ্যের বুদ্ধিরূপা কুমুদ্বতী বিকাশ পাইয়াছে। এই ইতিহাসরূপ মহোজ্জ্বল প্রদীপ মোহান্ধকার নিরাকরণ পূর্ব্বক সংসাররূপ মহাগৃহ আলোকময় করিয়াছে। যেমন জলধর সকল জীবের উপজীব্য, সেইরূপ এই অক্ষয় ভারতবৃক্ষ ভবিষ্য কবিদিগের উপজীব্য হইবেক। সংগ্রহাধ্যায় এই মহাদ্রুমের বীজ, পৌলোম ও আস্তীকপর্ব্ব মূল, সম্ভবপর্ব্ব স্কন্ধ (১৮), সভা ও বনপর্ব্ব বিটঙ্ক (১৯), অরণ্যপর্ব্ব পর্ব্ব (২০), বিরাট ও উদ্যোগপর্ব্ব সার, ভীষ্মপর্ব্ব মহাশাখা, দ্রোণপর্ব্ব পত্র, কর্ণপর্ব্ব পুষ্প, শল্যপর্ব্ব সৌরভ, স্ত্রীপর্ব্ব ও ঐশিকপর্ব্ব ছায়া, শান্তিপর্ব্ব মহাফল, অশ্বমেধপর্ব্ব অমৃতরস, আশ্রমবাসিকপর্ব্ব আধারস্থান, আর মৌষলপর্ব্ব অত্যুচ্চ শাখান্তভাগ। এই নিরুক্ত ভারতদ্রুমের পরমপবিত্র সুরস ফল পুষ্প বর্ণনা করিব।

পূর্ব্বকালে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, স্বীয় জননী সত্যবতী

(১৮) মূল অবধি শাখানির্গম-স্থান পর্য্যন্ত বৃক্ষভাগ, গুঁড়ি।
(১৯) পক্ষীর উপবেশনযোগ্য স্থান।
(২০) গ্রন্থি, গাঁটি।

ও পরমধার্ম্মিক ধীরবুদ্ধি ভীষ্মদেবের নিয়োগানুসারে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে অগ্নিত্রয়তুল্য (২১) তেজস্বী পুত্রত্রয় উৎপাদন করিয়াছিলেন। মহর্ষি ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, ও বিদুরকে জন্ম দিয়া অপস্যানুরোধে পুনর্ব্বার আশ্রমপ্রবেশ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা বৃদ্ধ হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইলে তিনি নরলোকে ভারত প্রচার করিলেন। পরে সর্পসত্রকালে স্বয়ং রাজা জনমেজয় ও সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ভারতশ্রবণার্থে ঔৎসুক্য ও আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করাতে, স্বশিষ্য বৈশম্পায়নকে ভারত কীর্ত্তনের আদেশ প্রদান করিলেন। বৈশম্পায়ন সদস্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী হইয়া দৈনন্দিন কর্ম্মাবসানে ভারত শ্রবণ করাইতে আরম্ভ করিলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস ভারতে কুরুবংশের বৃত্তান্ত, গান্ধারীর ধর্ম্মশীলতা, বিদুরের প্রজ্ঞা, কুন্তীর ধৈর্য্য, বাসুদেবের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবদিগের সাধুতা, ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের দুর্ব্বৃত্ততা, এই সকল বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি ভারতসংহিতাকে চতুর্বিংশতিসহস্রশ্লোকময়ী রচনা করিয়াছিলেন। উপাখ্যানভাগ পরিত্যাগ করিলে ভারতের সংখ্যা ঐরূপ হয়। অনন্তর সংক্ষেপে সর্ব্বার্থসঙ্কলন পূর্ব্বক সার্দ্ধশত শ্লোক দ্বারা অনুক্রমণিকা রচনা করিলেন।

ব্যাসদেব ভারত রচনা করিয়া সর্ব্বাগ্রে আপন পুত্র শুকদেবকে

---

(২১) দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য, আহবনীয়। কোনও যজ্ঞীয় অগ্নি অথবা গার্হপত্য অগ্নি হইতে উদ্ধৃত করিয়া যাহা দক্ষিণ ভাগে স্থাপিত করা যায়, তাহার নাম দক্ষিণাগ্নি। গৃহস্থ ব্যক্তি চির কাল অবিচ্ছেদে যে অগ্নি গৃহে রাখে, তাহার নাম গার্হপত্য। গার্হপত্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া হোমার্থ যে অগ্নির সংস্কার করা যায়, তাহার নাম আহবনীয়।

তৎপরে শুশ্রূষাপরায়ণ অন্যান্য বুদ্ধিজীবী শিষ্যদিগকে, অধ্যয়ন করাইলেন। তন্মধ্যে দেবলোকে ত্রিংশৎ, পিতৃলোকে পঞ্চদশ, গন্ধর্ব্বলোকে চতুর্দ্দশ, আর নরলোকে এক লক্ষ শ্লোক প্রতিষ্ঠিত আছে। নারদ দেবতাদিগকে, অসিত দেবল পিতৃগণকে, শুকদেব গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, ও রাক্ষসদিগকে শ্রবণ করান, আর ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন নরলোকে প্রচার করেন। তিনিই পরীক্ষিৎপুত্র রাজাধিরাজ জনমেজয়কে শ্রবণ করান। ইহাঁরা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ সংহিতা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমি এক্ষণে নরলোক-প্রতিষ্ঠিত শতসহস্রশ্লোকময়ী সংহিতা কীর্ত্তন আরম্ভ করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। দুর্য্যোধন অধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি শাখা, দুঃশাসন পুষ্প ও ফল, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জ্জুন তাহার স্কন্ধ, ভীমসেন শাখা, মাদ্রীপুত্র নকুল সহদেব পুষ্প ও ফল, কৃষ্ণ বেদ ও ব্রাহ্মণ-গণ তাহার মূল। যুধিষ্ঠিরের চরিতকীর্ত্তনে ধর্ম্মবৃদ্ধি, ভীমসেনের চরিতকীর্ত্তনে পাপপ্রণাশ, ও অর্জ্জুনের চরিতকীর্ত্তনে শৌর্য্যবৃদ্ধি হয়, আর নকুল সহদেবের চরিতকীর্ত্তনে রোগের সম্ভাবনা থাকে না।

রাজা পাণ্ডু, বুদ্ধিবলে ও বিক্রমপ্রভাবে নানা দেশ জয় করিয়া, পরিশেষে মৃগয়ানুরাগপরবশ হইয়া ঋষিগণের সহিত অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি দৈবদুর্বিপাকবশতঃ সম্ভোগাসক্ত মৃগ বধ করিয়া ঘোরতর আপদে (২২) পতিত হইয়া-

---

(২২) অপুত্রত্বরূপ আপদ্। মৃগয়াকালে পাণ্ডু মৃগরূপধারী ঋষির সম্ভোগসময়ে প্রাণবধ করিয়াছিলেন। ঋষি তাঁহাকে এই শাপ দেন

ছিলেন। তথাপি শাস্ত্রবিধানানুসারে ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র, ও অশ্বিনী-কুমারযুগলের সমাগম দ্বারা পাণ্ডবদিগের জন্মলাভ ও সদাচারাভ্যাসাদি যাবতীয় ব্যাপার সম্পন্ন হইল। কুন্তী ও মাদ্রী পরম পবিত্র অরণ্যে ঋষিদিগের আশ্রমে তাহাদিগের লালন পালন করিতে লাগিলেন।

কিছু কাল পরে, ঋষিগণ সেই ব্রহ্মচারিবেশে, অশেষশাস্ত্রজ্ঞ, সর্ব্বগুণসম্পন্ন রাজকুমারদিগকে রাজধানীতে ধৃতরাষ্ট্রাদির নিকট আনয়ন করিলেন, এবং ইঁহারা পাণ্ডুর পুত্র, তোমাদিগের পুত্র, ভ্রাতা, শিষ্য, ও সুহৃদ্, এই বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রস্থান করিলেন। ইহা শুনিয়া সমুদায় কৌরব ও সুশীল ধর্ম্মপরায়ণ পুরবাসিগণ কোলাহল করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কহিল, ইহারা তাঁহার পুত্র নহে, কেহ কেহ বলিল, তাঁহারাই বটে ; কেহ কেহ কহিল, বহু কাল হইল পাণ্ডুর মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার কি রূপে সন্ততি হইতে পারে। অনন্তর সর্ব্বত্র এই বাক্য শ্রুত হইতে লাগিল, অদ্য আমরা ভাগ্যক্রমে পাণ্ডুর সন্ততি দেখিলাম ; হে পাণ্ডবগণ! তোমরা কুশলে আসিয়াছ ? অনন্তর কোলাহল নিবৃত্ত হইলে, মহাশব্দে আকাশবাণী হইল, এবং পুষ্পবৃষ্টি, সৌরভসঞ্চার, ও শঙ্খদুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। পাণ্ডুপুত্রেরা নগর প্রবেশ করিলে এই অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল। উক্ত সমস্ত ব্যাপার দর্শনে হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া পৌরগণ আহ্লাদে কোলাহল করিতে লাগিল।

যে, তোমারও সম্ভোগকালে মৃত্যু হইবেক, তাহাতেই পাণ্ডুর পুত্রোৎপাদনে ব্যাঘাত জন্মে।

পাণ্ডবেরা নিখিল বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরমাদরে ও অকুতোভয়ে বাস করিতে লাগিলেন। সমুদায় লোক যুধিষ্ঠিরের সদাচার, ভীমের ধৈর্য্য, অর্জ্জুনের বিক্রম, এবং নকুল সহদেবের গুরুভক্তি, ক্ষমা, ও বিনয় দর্শনে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনন্তর অর্জ্জুন সমাগত রাজগণ-সমক্ষে দুরূহ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া স্বয়ংবরা কন্যা আনয়ন করিলেন। তদবধি তিনি ভূমণ্ডলে সকল শাস্ত্রবেত্তার পূজ্য হইলেন, এবং সমরকালে প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। তিনি পৃথক্ পৃথক্ ও সমবেত সমুদায় নৃপতিদিগকে পরাজিত করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞ আহরণ করেন। যুধিষ্ঠির, বাসুদেবের পরামর্শে এবং ভীম ও অর্জ্জুনের বাহুবলে, বলগর্ব্বিত জরাসন্ধ ও শিশুপালের বধ সাধন করিয়া, অন্নদান দক্ষিণাপ্রদানাদি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন রাজসূয় মহাযজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপন করিলেন। নানা প্রদেশ হইতে পাণ্ডবদিগের নিকট মণি, কাঞ্চন, রত্ন, গো, হস্তী, অশ্ব, বিচিত্র বস্ত্র, শিবির, কম্বল, অজিন, জবনিকা, রাঙ্কব আস্তরণ (২৩), এই সমস্ত উপঢৌকন উপস্থিত হইতে লাগিল। পাণ্ডবদিগের তাদৃশ ঐশ্বর্য্য দর্শনে দুর্য্যোধনের অন্তঃকরণে অত্যন্ত ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ উপস্থিত হইল। তিনি ময়দানবনির্ম্মিত পরমাশ্চর্য্য সভা দর্শন করিয়া অত্যন্ত পরিতাপ পাইলেন। সেই সভায়

---

(২৩) রঙ্কুরোম-নির্ম্মিত। রঙ্কু মৃগবিশেষ।

তিনি ভ্রমবশে (২৪) স্খলিতগতি হওয়াতে, ভীম কৃষ্ণের সমক্ষে তাঁহাকে গ্রাম্য লোকের ন্যায় উপহাস করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন অশেষবিধ ভোগসুখ ও নানারত্ন-সম্পন্ন হইয়াও মনের অসুখে দিনে দিনে বিবর্ণ ও কৃশ হইতে লাগিলেন। পুত্রবৎসল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের মনঃপীড়ার বিষয় অবগত হইয়া দ্যূতক্রীড়ার অনুজ্ঞা দিলেন। তৎশ্রবণে কৃষ্ণ অত্যন্ত রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইলেন, বিবাদভঞ্জনের চেষ্টা না পাইয়া বরং তদ্বিষয়ে অনুমোদন প্রদর্শন করিলেন, দ্যূত প্রভৃতি অশেষবিধ কুনীতিও সহ্য করিলেন। কারণ, বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, ও কৃপাচার্য্যের অনভিমতে আরব্ধ সেই তুমুল যুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুলধ্বংস হওয়া তাঁহার অভিপ্রেত ছিল।

ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের জয়রূপ অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ এবং দুর্য্যোধন, কর্ণ, ও শকুনির প্রতিজ্ঞা (২৫) স্মরণ করিয়া বহু ক্ষণ চিন্তা পূর্ব্বক সঞ্জয়কে কহিলেন, সঞ্জয়! আমি তোমায় সমুদায় কহিতেছি, শ্রবণ কর; কিন্তু শুনিয়া আমারে অপ্রাজ্ঞ বিবেচনা করিও না। তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, মেধাবী, বুদ্ধিমান্, ও পরম প্রাজ্ঞ। আমি বিবাদেও সম্মত ছিলাম না, এবং কুলক্ষয়দর্শনেও প্রীত হই নাই। আমার স্বপুত্র ও পাণ্ডুপুত্রে বিশেষ ছিল না। পুত্রেরা সদা ক্রোধপরায়ণ, আমারে বৃদ্ধ বলিয়া অবজ্ঞা করিত; আমি

---

(২৪) জলে স্থলভ্রম, স্থলে জলভ্রম, অদ্বারে দ্বারভ্রম, দ্বারে অদ্বারভ্রম ইত্যাদি।

(২৫) জয়ই হউক অথবা মৃত্যুই হউক, পাণ্ডবদিগকে রাজ্যার্দ্ধ-প্রদান করিব না।

অন্ধ, লঘুচিত্ততা প্রযুক্ত পুত্রস্নেহে সকলই সহ্য করিতাম ; অচেতন দুৰ্য্যোধন মোহাভিভূত হইলে আমিও মোহাভিভূত হইতাম। সে রাজসূয় যজ্ঞে মহানুভব যুধিষ্ঠিরের সমৃদ্ধি দেখিয়া, এবং সভাপ্রবেশকালে সেই রূপে উপহসিত হইয়া, অবমানিত বোধে ক্রোধে অন্ধ হইল ; এবং ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও, যুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে জয় করিতে অশক্ত ও রাজলক্ষ্মী আত্মসাৎ করিবার বিষয়ে হতোৎসাহ হইয়া, গান্ধাররাজের সহিত পরামর্শ করিয়া কপট দ্যূতক্রীড়ার মন্ত্রণা করিল। এই সকল বিষয়ে আমি আদ্যোপান্ত যাহা অবগত আছি, কহিতেছি শুন। তুমি আমার বুদ্ধিযুক্ত বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া আমারে প্রজ্ঞাবান্ বলিয়া জানিতে পারিবে।

যখন শুনিলাম, অৰ্জ্জুন বিচিত্র শরাসন সমাকর্ষণ পূৰ্ব্বক লক্ষ্য বিদ্ধ ও ভূতলে পাতিত করিয়া, সমবেত রাজগণ সমক্ষে দ্রৌপদীরে হরণ করিয়া আনিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অৰ্জ্জুন দ্বারকাতে সুভদ্রারে বল পূৰ্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহ করিয়াছে, অথচ বৃষ্ণিকুলাবতংস কৃষ্ণ বলরাম মিত্রভাবে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দেবরাজ ভূরি পরিমাণে বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অৰ্জ্জুন দিব্য শরজাল দ্বারা সেই বারিবর্ষণ নিবারণ করিয়া খাণ্ডবদাহে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, পঞ্চপাণ্ডব কুন্তীসহিত জতুগৃহ

হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, এবং মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর তাহাদের ইষ্টসাধনে যত্নবান্ হইয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন রঙ্গক্ষেত্রে লক্ষ্য ভেদ করিয়া দ্রৌপদী লাভ করিয়াছে, এবং মহাপরাক্রান্ত পাঞ্চাল পাণ্ডব উভয় কুল একত্র হইয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীমসেন বাহুবলে অতি তেজস্বী মগধেশ্বর জরাসন্ধের প্রাণবধ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, পাণ্ডুতনয়েরা দিগ্বিজয়ে বিনির্গত হইয়া পরাক্রম প্রভাবে সমস্ত ভূপতিদিগকে বশীভূত করিয়া রাজসূয় মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্রুমুখী, অতিদুঃখিতা, একবস্ত্রা, রজস্বলা, সনাথা দ্রৌপদীকে অনাথার ন্যায় সভায় লইয়া গিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধূর্ত্ত মন্দবুদ্ধি দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিয়াছে, অথচ বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, শকুনি পাশক্রীড়াতে যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া তাহার রাজ্য হরণ করিয়াছে, অথচ তাহার অপ্রমেয়প্রভাবশালী সহোদরেরা অনুগত আছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন জ্যেষ্ঠভক্তিপরতন্ত্রতা-প্রযুক্ত অশেষ-ক্লেশসহিষ্ণু ধর্ম্মশীল পাণ্ডবদিগের বনপ্রস্থানকালে নানা চেষ্টা শ্রবণ করিলাম, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সহস্র

সহস্র ভিক্ষাজীবী মহানুভাব স্নাতক ব্রাহ্মণ (২৬) বনবাসী যুধিষ্ঠিরের অনুগত হইয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন দেবাদিদেব কিরাতরূপী মহাদেবকে যুদ্ধে প্রসন্ন করিয়া পাশুপত মহাস্ত্র লাভ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সত্যসন্ধ ধনঞ্জয় স্বর্গে গিয়া দেবরাজের নিকট যথাবিধানে অস্ত্রশিক্ষা করিতেছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন বরদানগর্ব্বিত দেবতাদিগের অজেয় পুলোমপুত্র কালকেয়দিগকে (২৭) পরাজিত করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, শত্রুঘাতী অর্জ্জুন অসুরবধার্থে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীম ও অন্যান্য পাণ্ডবেরা সেই মানুষের অগম্য দেশে কুবেরের সহিত সমাগত হইয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণমতানুযায়ী ঘোষযাত্রাপ্রস্থিত মৎপুত্রদিগকে গন্ধর্ব্বেরা বদ্ধ করিয়াছিল, অর্জ্জুন তাহাদিগের উদ্ধার সাধন করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্ম যক্ষরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকটে আসিয়া কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম,

(২৬) ব্রহ্মচর্য্য সমাধান পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট।

(২৭) অতিদুর্দ্দান্ত মহাপরাক্রান্ত ষষ্টি সহস্র অসুর।

আমার পুত্রেরা, বিরাটরাজ্যে দ্রৌপদীসহিত অজ্ঞাতবাসকালে, পাণ্ডবদিগের অনুসন্ধান করিতে পারে নাই, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, উত্তর গোগ্রহে অর্জ্জুন একাকী অস্মৎপক্ষীয় অতি প্রধান বীরদিগকে পরাজিত করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বিরাট রাজা আপন কন্যা উত্তরাকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া অর্জ্জুনকে সম্প্রদান করিয়াছেন, এবং অর্জ্জুন তাহাকে আপন পুত্রের নিমিত্ত প্রতিগ্রহ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যুধিষ্ঠির নির্জ্জিত, নির্ধন, নির্ব্বাসিত, ও স্বজন-বিযোজিত হইয়াও সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যিনি এই পৃথিবীকে এক পদক্ষেপে অধিকৃত করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ বাসুদেব পাণ্ডবদিগের পক্ষ হইয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন নারদমুখে শুনিলাম, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন নরনারায়ণাবতার, তিনি ব্রহ্মলোকে তাঁহাদের দর্শন করেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কৃষ্ণ লোকহিতার্থে কুরুদিগের বিরোধ ভঞ্জন করিতে আসিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া প্রতিগমন করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ ও দুর্য্যোধন কৃষ্ণের নিগ্রহ-চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি বিশ্বরূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে হতদৃষ্টি করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কৃষ্ণের

প্রস্থানকালে কুন্তী নিতান্ত কাতরা হইয়া একাকিনী রথের অগ্রে দণ্ডায়মানা হইলে, তিনি তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাসুদেব ও ভীষ্ম উভয়ে পাণ্ডবদিগের মন্ত্রী হইয়াছেন, এবং দ্রোণাচার্য্য তাহাদের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, তুমি যুদ্ধ করিলে আমি যুদ্ধ করিব না, কর্ণ ভীষ্মকে এই কথা কহিয়া সেনা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাসুদেব, অর্জ্জুন, ও অপ্রমেয় গাণ্ডীব ধনু, এই তিন মহাবীর্য্য একত্র হইয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন রথোপরি মোহাভিভূত ও বিষণ্ণ হইলে, কৃষ্ণ তাহাকে স্বশরীরে চতুর্দ্দশ ভুবন দর্শন করাইয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, শত্রুমর্দ্দন ভীষ্ম, সংগ্রামে প্রতিদিন অযুতঘাতী হইয়াও, পাণ্ডবপক্ষীয় প্রধান এক ব্যক্তিকেও বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের নিকট আপন বধোপায় প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাহারাও হৃষ্ট চিত্তে সে উপায় সাধন করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে স্থাপিত করিয়া অতি দুর্দ্ধর্ষ মহাপরাক্রান্ত ভীষ্মকে হতবীর্য্য করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্ম

কেবল মৎপক্ষীয়দিগকেই অল্পাবশিষ্ট করিয়া শরজালে ক্ষত-কলেবর হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্ম শরশয্যাশয়ান হইয়া পানীয় আহরণার্থে আদেশ করিলে, অর্জ্জুন ভূভেদ করিয়া তাঁহাকে তৃপ্ত করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বায়ু, ইন্দ্র, ও সূর্য্য পাণ্ডবদিগের অনুকূল হইয়াছেন, এবং হিংস্র জন্তুগণ নিরন্তর আমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অদ্ভুত যোদ্ধা দ্রোণাচার্য্য সমরে নানাবিধ অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করিয়াও পাণ্ডবপক্ষীয় প্রধানদিগকে নষ্ট করিতে পারিতেছেন না, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, আমরা অর্জ্জুনবধার্থে যে মহারথ (২৮) সংসপ্তকগণ নিযুক্ত করিয়াছিলাম, অর্জ্জুন তাহাদিগের বিনাশ করিয়াছে তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, মহাবীর অভিমন্যু দ্রোণাচার্য্যরক্ষিত অন্যের অভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে একাকী প্রবেশ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অস্মৎপক্ষীয় মহারথেরা অর্জ্জুনবধে অসমর্থ হইয়া সকলে মিলিয়া শিশুপ্রায় অভিমন্যুকে বধ করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অস্মৎপক্ষীয়েরা অভিমন্যুকে বধ করিয়া

---

(২৮) যে ব্যক্তি অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ও একাকী দশ সহস্র ধনুর্দ্ধারী সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ, তাহাকে মহারথ বলে।

হর্ষে মহাকোলাহল করিতেছে, কিন্তু অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া জয়দ্রথবধ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন জয়দ্রথবধার্থে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, শক্রমণ্ডলীমধ্যে সেই প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুনের অশ্ব সকল একান্ত ক্লান্ত হইলে, বাসুদেব বন্ধন মোচন ও জলোপসেবন পূর্ব্বক তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে আনিয়া পুনর্ব্বার যোজিত করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাহনগণ অক্ষম হইলে, অর্জ্জুন রথোপরি অবস্থিত হইয়া সমুদায় যোদ্ধাদিগকে পরাভূত করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সাত্যকি অতি দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধাসক্ত দ্রোণসৈন্য পরাভূত করিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ কোদণ্ডের অগ্রভাগ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া অশেষ ক্লেশ প্রদান পূর্ব্বক ভীমকে ধরিয়া আনিয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়াছিল, কিন্তু সে কর্ণহস্তে পতিত হইয়াও মৃত্যুগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, ও শল্য প্রতিবিধানে অসমর্থ হইয়া জয়দ্রথবধ সহ্য করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ অর্জ্জুনবধার্থ স্থাপিত দিব্য শক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণ মরণার্থে কৃত-নিশ্চয় ও নিশ্চেষ্ট হইয়া

রথোপরি অবস্থিত হইলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন ধর্ম্মমার্গ অতিক্রম করিয়া তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, নকুল উভয়পক্ষীয় সৈন্য সমক্ষে সমকক্ষ হইয়া অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণবধানন্তর অশ্বত্থামা নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াও পাণ্ডবদিগের প্রাণবধ করিতে পারেন নাই, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীমসেন যুদ্ধে দুঃশাসনের শোণিত পান করিয়াছে, দুর্য্যোধন প্রভৃতি কেহ তাহার নিবারণ করিতে পারে নাই, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম অর্জ্জুন অতি দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রান্ত কর্ণের প্রাণসংহার করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যুধিষ্ঠির পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা, দুঃশাসন ও কৃত-বর্ম্মাকে পরাজিত করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যে শল্য সংগ্রামে কৃষ্ণকে পরাজিত করিব বলিয়া স্পর্দ্ধা করিত, যুধিষ্ঠির সেই পরাক্রান্ত পুরুষের প্রাণসংহার করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সহদেব বিবাদ ও দ্যূতক্রীড়ার মূল মায়াবী পাপিষ্ঠ শকুনির প্রাণবধ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দুর্য্যোধন হতসৈন্য ও নিঃসহায় হইয়া জলস্তম্ভ করিয়া একাকী হ্রদপ্রবেশ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, পাণ্ডবেরা বাসুদেব সমভিব্যাহারে সেই হ্রদের তীরে দণ্ডায়মান হইয়া অসহন দুর্য্যোধনের তিরস্কার করি-

তেছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে অশেষ কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিতেছিল, ভীম কৃষ্ণের পরামর্শে কপট প্রহার দ্বারা তাহার উরুভঙ্গ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা প্রভৃতি সকলে পরামর্শ করিয়া দ্রৌপদীর নিদ্রিত পুত্রপঞ্চকের বধরূপ অতি ঘৃণিত কলঙ্ককর কর্ম্ম করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীম প্রতিফল প্রদানার্থে অশ্বত্থামার পশ্চাৎ ধাবমান হইলে, তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া মহাস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক সুভদ্রার গর্ভ বিনাশ করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন স্বস্তি বলিয়া স্বীয় অস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মশিরঃ (২৯) অস্ত্র নিবারণ করিয়াছে, এবং অশ্বত্থামা মণিরত্ন প্রদান করিয়াছেন (৩০), তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা মহাস্ত্রের দ্বারা উত্তরার গর্ভ নাশ করিলে দ্বৈপায়ন ও বাসুদেব অশ্বত্থামাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। গান্ধারীর পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, পিতৃ, ভ্রাতৃ প্রভৃতি সমুদায় নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহার অতি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত। পাণ্ডবেরা অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়াছে ও পুনর্ব্বার অকণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। কি কষ্ট!

---

(২৯) ব্রহ্মতেজোময় মহাপ্রভাব অস্ত্রবিশেষ। অশ্বথামা অর্জ্জুনবধার্থে ঐ অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করেন।

(৩০) ভীমকে অক্রোধ ও প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত।

শুনিলাম, আমাদের তিন জন ও পাণ্ডবদিগের সাত জন, সমুদায়ে দশজন মাত্র অবশিষ্ট আছে। এই ভয়ঙ্কর সমরে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। সঞ্জয়! আমি চারি দিক্ অন্ধকারময় দেখিতেছি, মোহে অভিভূত হইতেছি, আমার চেতনা লোপ হইতেছে, মন বিহ্বল হইতেছে।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ কহিয়া বহুতর বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। পরে আশ্বাসিত ও চেতনা প্রাপ্ত হইয়া সঞ্জয়কে কহিলেন সঞ্জয়! যখন আমার ভাগ্যে এরূপ ঘটিল, অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ, আর আমি জীবন ধারণের কিছুমাত্র ফল দেখিতেছি না। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ কহিয়া বিলাপ, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ও পুনঃ পুনঃ মোহাবেশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন ধীমান্ সঞ্জয় প্রবোধদানার্থে কহিলেন, মহারাজ! দ্বৈপায়ন ও নারদ-মুখে শ্রবণ করিয়াছ, শৈব্য, সৃঞ্জয়, সুহোত্র, রন্তিদেব, কাক্ষীবান্, ঔশিজ, বাহ্লীক, দমন, শর্য্যাতি, অজিত, নল, বিশ্বামিত্র, অম্বরীষ, মরুত্ত, মনু, ইক্ষ্বাকু, গয়, ভরত, দাশরথি রাম, শশবিন্দু, ভগীরথ, কৃতবীর্য্য, জনমেজয়, শুভকর্ম্মা বহুযজ্ঞানুষ্ঠাতা যযাতি, এই সকল মহোৎসাহ মহাবল দিব্যাস্ত্রবেত্তা শক্রতুল্যতেজস্বী রাজারা সর্ব্বগুণসম্পন্ন প্রধান প্রধান রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ধর্ম্মতঃ পৃথিবী জয়, নানা যজ্ঞানুষ্ঠান, ও যশোলাভ করিয়া পরিশেষে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। পূর্ব্বকালে চৈত্যরাজ পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইলে, দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে এই চতুর্বিংশতি

রাজার উপাখ্যান শ্রবণ করাইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন পুরু, কুরু, যদু, বিশ্বগশ্ব, অণুহ, যুবনাশ্ব, ককুৎস্থ, রঘু, বিজয়, বীতিহোত্র, অঙ্গ, ভব, শ্বেত, বৃহদ্‌গুরু, উশীনর, শতরথ, কঙ্ক, দুলিদুহ, দ্রুম, পর, বেণ, সগর, সঙ্কৃতি, নিমি, অজেয়, পরশু, পুণ্ড্র, শম্ভু, দেবাবৃধ, দেবাহ্বয়, সুপ্রতিম, সুপ্রতীক, বৃহদ্রথ, সুক্রতু, নল, সত্যব্রত, শান্তভয়, সুমিত্র, সুবল, জানুজঙ্ঘ, অনরণ্য, অর্ক, বলবন্ধু, নিরামর্দ্দ, কেতুশৃঙ্গ, বৃহদ্বল, ধৃষ্টকেতু, বৃহৎকেতু, দীপ্ত-কেতু, অবিক্ষিৎ, চপল, ধূর্ত্ত, কৃতবন্ধু, দৃঢ়েষুধি, মহাপুরাণসম্ভাব্য, প্রত্যঙ্গ, পরহা, শ্রুতি, এই সমস্ত ও অন্যান্য শত শত সহস্র সহস্র ও পদ্মসংখ্য নরপতিগণ প্রসিদ্ধ আছেন; ইঁহারা মহাবল পরাক্রান্ত ও বুদ্ধিশালী ছিলেন, এবং অশেষ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া পরিশেষে তোমার পুত্রগণের ন্যায় নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন; বিদ্যাবান্ সৎকবিগণ পুরাণে তাঁহাদিগের অলৌকিক কর্ম্ম, বিক্রম, দান, মাহাত্ম্য, আস্তিক্য, সত্য, শৌচ, দয়া, আর্জব, কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারসমৃদ্ধিসম্পন্ন ও নানাগুণে অলঙ্কৃত হইয়াও নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন; তোমার পুত্রেরা দুরাত্মা, ক্রোধান্ধ, লুব্ধ, অতি দুর্বৃত্ত ছিল, তাহাদিগের নিমিত্ত তোমার শোকাকুল হওয়া উচিত নহে। তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, মেধাবী, বুদ্ধিমান্, ও পরম প্রাজ্ঞ। যাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি শাস্ত্রানুগামিনী হয়, তাঁহারা মোহাভিভূত হয়েন না। দৈব নিগ্রহ ও দৈব অনুগ্রহ তোমার অবিদিত নহে। অতএব, পুত্রগণের নিমিত্ত তোমার এতাবতী মমতা উচিত হয় না। যাহা ভবিতব্য ছিল ঘটিয়াছে, তাহার

অনুশোচনা করা অবিধেয়। কোন্ ব্যক্তি প্রজ্ঞাবলে দৈবকার্য্য অন্যথা করিতে পারে ? বিধাতার নিয়ম অতিক্রম করা কাহার সাধ্য ? ভাব, অভাব, সুখ, অসুখ, সমুদায় কালমূলক। কাল সর্ব্ব জীবের সৃষ্টি করেন, কাল সর্ব্ব জীবের সংহার করেন, কাল সর্ব্ব জীবের দাহ করেন, কাল সর্ব্ব জীবের শান্তি করেন। ইহ লোকে যে সকল শুভাশুভ ঘটনা হয়, সে সমুদায় কালকৃত। কাল সর্ব্বজীবসংহারকারী, কালই পুনর্ব্বার সর্ব্ব জীব সৃষ্টি করেন। সর্ব্ব জগৎ সুপ্ত হইলেও কাল জাগরিত থাকেন। অতএব কাল দুরতিক্রম। কাল অপ্রতিহত প্রভাবে সমভাবে সর্ব্বভূত শাসন করেন। অতীত, অনাগত, সাম্প্রতিক, সমুদায় পদার্থ কালকৃত বোধ করিয়া তোমার ধৈর্য্যাবলম্বন করা উচিত। সঞ্জয় পুত্রশোকার্ত্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া সুস্থচিত্ত করিলেন। পরমকারুণিক ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন লোকহিতার্থে এই বিষয়ে পবিত্র উপনিষৎ কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং বিদ্বান্ সৎকবিগণ পুরাণে সেই উপনিষৎ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

ভারত অধ্যয়নে পুণ্য জন্মে। অধিক কি কহিব, শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্লোকের এক চরণ মাত্র পাঠ করিলেও সকল পাপ নষ্ট হয়। এই গ্রন্থে দেব,দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, যক্ষ, উরগ প্রভৃতির ও সনাতন ভগবান্ বাসুদেবের কীর্ত্তন আছে। তিনি সত্য, পবিত্র, মঙ্গলপ্রদ, পরিচ্ছেদাতীত কালত্রয়ে অবিকৃত, জ্যোতির্ম্ময়, ও সনাতন ; পণ্ডিতেরা তাঁহার অলৌকিক কর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করিয়া থাকেন,

তিনি এই কার্য্য কারণ রূপ বিশ্বের স্থষ্টিকর্ত্তা, তিনি ব্রহ্মাদি দেবতার ও যজ্ঞাদি কার্য্যের স্থষ্টি করেন, তিনি জন্ম মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্মের কারণ, তিনি পাঞ্চভৌতিক দেহের অধিষ্ঠাতা জীব ও নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মস্বরূপ। যতিগণ সমাহিত হইয়া ধ্যান ও যোগবলে দর্পণ-তলগত প্রতিবিম্বের ন্যায় তাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন।

ধর্ম্মপরায়ণ নর শ্রদ্ধা ও নিয়ম পূর্ব্বক এই অধ্যায় পাঠ করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয়। আস্তিক ব্যক্তি ভারতের এই অনুক্রমণিকাধ্যায় প্রথমাবধি সর্ব্বদা শ্রবণ করিলে বিপদে পতিত হয় না। দুই সন্ধ্যা অনুক্রমণিকার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠ করিলে, তৎক্ষণাৎ অহোরাত্রসঞ্চিত সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয়। এই অধ্যায় ভারতের শরীরস্বরূপ, ইহাতে সত্য ও অমৃত উভয় আছে। যেমন গব্যের মধ্যে নবনীত, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বেদের মধ্যে আরণ্যক, ওষধির মধ্যে অমৃত, জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র, চতুষ্পদের মধ্যে ধেনু, সেইরূপ মহাভারত সমস্ত ইতিহাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণদিগকে অন্ততঃ ভারতীয় শ্লোকের এক চরণ শ্রবণ করায়, তাহার পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তি হয়। ইতিহাস পুরাণ দ্বারা বেদের অর্থ সমর্থন করিবেক। বেদ অল্পজ্ঞের নিকট এই ভয় করেন যে, এ আমাকে প্রহার করিবেক। বিদ্বান্ ব্যক্তি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত এই বেদ শ্রবণ করাইয়া অর্থলাভ করেন, এবং নিঃসন্দেহ ভ্রূণহত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হন। যে ব্যক্তি শুচি ও সংযত হইয়া পর্ব্বে পর্ব্বে এই পরমপবিত্র অধ্যায় পাঠ করে, আমার মতে, তাহার সমুদায়-

ভারত অধ্যয়ন করা হয়। যে নর প্রতিদিন শ্রদ্ধাবান্ হইয়া এই ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র শ্রবণ করে, তাহার দীর্ঘ আয়ুঃ, কীর্ত্তি, ও স্বর্গ লাভ হয়।

পূর্ব্বকালে সমুদায় দেবতা একত্র হইয়া তুলাযন্ত্রের এক দিকে চারি বেদ ও অপর দিকে এই ভারত স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারত সরহস্য বেদচতুষ্টয় অপেক্ষা ভারে অধিক হয়, এজন্য তদবধি ইহ লোকে ভারত মহাভারত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পরিমাণকালে ইহার মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্ব উভয়ই অধিক হইল, সেই নিমিত্ত ইহার নাম মহাভারত। যে ব্যক্তি মহাভারত শব্দের ব্যুৎপত্তি জানে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।

তপস্যা পাপজনক নহে, বেদাধ্যয়ন পাপজনক নহে, বর্ণাশ্রমাদিনিয়মিত বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান পাপজনক নহে, অশেষ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করা পাপজনক নহে; এই সমস্ত অসদভিপ্রায়দূষিত হইলেই পাপজনক হয়।





দ্বিতীয় অধ্যায়—পর্ব্বসংগ্রহ।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি যে সমস্তপঞ্চক তীর্থের উল্লেখ করিয়াছ, আমরা তাহার স্বরূপ ও সবিশেষ বিবরণ জানিতে বাঞ্ছা করি। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে সাধু ব্রাহ্মণগণ! আমি সমস্তপঞ্চকবৃত্তান্ত ও অন্যান্য নানা শুভ কথা কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। সকলশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ পরশুরাম ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিতে পিতৃবধক্রোধে অধীর হইয়া ভূয়োভূয়ঃ ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিয়াছিলেন। সেই অনলতুল্য তেজস্বী ঋষি নিজ বীর্য্যে সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন করিয়া সমস্তপঞ্চকে পঞ্চ রুধিরহ্রদ করেন। আমরা শুনিয়াছি, তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া সেই সেই রুধিরহ্রদের রুধির দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ঋচীক প্রভৃতি পিতৃগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ রাম! আমরা তোমার এইরূপ পিতৃভক্তি ও বিক্রমাতিশয় দর্শনে সাতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি, ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর। রাম কহিলেন, হে পিতৃগণ! যদি আপনারা আমার

প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন ও আমাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে এই বর দেন যে, আমি রোষবশে ক্ষত্রিয়কুল সংহার করিয়া যে পাপগ্রস্ত হইয়াছি, যেন তাহা হইতে মুক্ত হই, এবং যেন এই সকল হ্রদ তীর্থরূপে ভূমণ্ডলে বিখ্যাত ও পরিগণিত হয়। পিতৃগণ যথা প্রার্থিত বর প্রদান পূর্ব্বক ক্ষমস্ব বলিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিলেন, তখন তিনি প্রতিজ্ঞাত ক্ষত্রিয়কুলসংহার-ক্রিয়া হইতে বিরত হইলেন।

সেই পঞ্চ রুধিরহ্রদের অদূরে যে পরম পবিত্র দেশ আছে, তাহাকে সমন্তপঞ্চক কহে। পণ্ডিতেরা কহেন, যে দেশ যে চিহ্নে চিহ্নিত, তদ্দ্বারাই সে দেশের নাম নির্দ্দেশ হওয়া উচিত। কলি ও দ্বাপরের অন্তরে সমন্তপঞ্চকে কুরু-পাণ্ডব-সৈন্যের যুদ্ধ হইয়াছিল। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধবাসনায় সেই ভূদোষ (৩৩)-বর্জ্জিত ক্ষেত্রে সমাগত ও নিধন প্রাপ্ত হয়। হে ব্রাহ্মণগণ! সেই দেশের নামের এই ব্যুৎপত্তি। সে দেশ পবিত্র ও রমণীয়। হে ব্রতপরায়ণ মহর্ষিগণ! উক্ত দেশ ত্রিলোকে যেরূপে বিখ্যাত, তৎসমুদায় নিবেদন করিলাম।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি যে অক্ষৌহিণী শব্দ প্রয়োগ করিলে আমরা তাহার যথার্থ অর্থ শ্রবণের বাসনা করি। তোমার অবিদিত কিছুই নাই, অতএব কত পদাতি, কত অশ্ব, কত রথ, ও কত গজে এক অক্ষৌহিণী হয়, তাহার সবিশেষ বর্ণনা কর।

---

(৩৩) হিংসা স্তেয় মিথ্যা প্রতারণা প্রভৃতি।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এক রথ, এক গজ, পাঁচ পদাতি, তিন অশ্ব, ইহাতে এক পত্তি হয়, তিন পত্তিতে এক সেনামুখ, তিন সেনামুখে এক গুল্ম, তিন গুল্মে এক গণ, তিন গণে এক বাহিনী, তিন বাহিনীতে এক পৃতনা, তিন পৃতনাতে এক চমূ, তিন চমূতে এক অনীকিনী, আর দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী হয়। সমুদায়ে এক অক্ষৌহিণীতে ২১৮৭০ একবিংশতি সহস্র অষ্টশত সপ্ততি সংখ্যক রথ, তাবৎ সংখ্যক গজ, ১০৯৩৫০ এক লক্ষ নয় সহস্র তিন শত পঞ্চাশ পদাতি, আর ৬৫৬১০ পঞ্চষষ্টি সহস্র ছয় শত দশ অশ্ব থাকে। আমি আপনাদিগকে যে অক্ষৌহিণীর কথা কহিয়াছিলাম, সংখ্যাতত্ত্ববেত্তারা তাহার এইরূপ সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কৌরব ও পাণ্ডবদিগের সংগ্রামে এইরূপ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সমস্তপঞ্চকে একত্র হইয়াছিল, এবং কৌরবদিগকে উপলক্ষমাত্র করিয়া অদ্ভুতশক্তি কালপ্রভাবে সেই স্থানেই নিধন প্রাপ্ত হয়; পরমাস্ত্রবেত্তা ভীষ্মদেব দশ দিবস যুদ্ধ করেন; তৎপরে দ্রোণাচার্য্য পাঁচদিন কুরুসৈন্য রক্ষা করেন; শত্রুঘাতী কর্ণ দুই দিন যুদ্ধ করেন; শল্য অর্দ্ধ দিবস মাত্র; তৎপরেই ভীম ও দুর্য্যোধনের অর্দ্ধদিনব্যাপী গদাযুদ্ধ; সেই দিবসের নিশাগমে অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য তিন জনে পরামর্শ করিয়া বিশ্বস্ত চিত্তে নিদ্রাগত সমস্ত যুধিষ্ঠিরসৈন্য সংহার করেন।

হে শৌনক! আমি আপনার যজ্ঞে যে ভারত কীর্ত্তন আরম্ভ করিতেছি, ব্যাসশিষ্য ধীমান্ বৈশম্পায়ন জনমেজয় যজ্ঞে তাহার কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই ইতিহাসের আদি-ভাগে মহানুভাব

নরপতিগণের যশঃ ও বীর্য্যের সবিস্তর বর্ণনা নিমিত্ত পৌষ্য, পৌলম, ও আস্তীক এই তিন পর্ব্ব আছে। এই গ্রন্থ বিচিত্র অর্থ, পদ, আখ্যান, ও বহুবিধ আচার নিয়মে পরিপূর্ণ। যেমন মোক্ষার্থীরা একমাত্র উপায় বোধে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রাজ্ঞ নরেরা একমাত্র শ্রেয়ঃ-সাধন বোধ করিয়া এই পরম পবিত্র ইতিহাস গ্রন্থের উপাসনা করেন। যেমন সমুদায় জ্ঞাতব্য-পদার্থ-মধ্যে আত্মা এবং সমস্ত প্রিয়বস্তুমধ্যে জীবন শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ এই পরম পবিত্র ইতিহাস সর্ব্বশাস্ত্রমধ্যে শ্রেষ্ঠ। যেমন আহার ব্যতিরেকে শরীর ধারণের আর উপায় নাই, সেইরূপ এই ইতিহাসগ্রন্থোক্ত কথা ব্যতিরিক্ত ভূমণ্ডলে আর কথা নাই। যেমন অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষী ভৃত্যেরা সৎকুলজাত প্রভুর সেবা করে, সেইরূপ কবিগণ জ্ঞানলাভবাসনায় এই মহাভারতের সেবা করিয়া থাকেন; যেমন সমুদায় লৌকিক ও বৈদিক বাক্য স্বর ও ব্যঞ্জনে অর্পিত, সেইরূপ এই উৎকৃষ্ট ইতিহাসগ্রন্থে শ্রেয়ঃসাধনী বুদ্ধি অর্পিত আছে।

এক্ষণে আপনারা সেই অশেষ প্রজ্ঞার আকর সুচারুরূপে রচিত, অতর্কনীয় বিষয়ের মীমাংসাযুক্ত, বেদার্থভূষিত, ভারতাখ্য ইতিহাসের পর্ব্বসংগ্রহ শ্রবণ করুন। সর্ব্বপ্রথম অনুক্রমণিকা পর্ব্ব, দ্বিতীয় পর্ব্বসংগ্রহপর্ব্ব, তৎপরে পৌষ্য, পৌলোম, আস্তীক, ও আদিবংশাবতরণ পর্ব্ব, তৎপরে পরমাদ্ভুত সম্ভবপর্ব্ব, তৎ-শ্রবণে শরীরে রোমাঞ্চ হয়; তৎপরে জাতুগৃহদাহ, তৎপরে হিড়িম্ববধ, তৎপরে বকবধ, তৎপরে চৈত্ররথ, তৎপরে দ্রৌপদী-

স্বয়ংবর, তৎপরে বৈবাহিক পর্ব্ব, তৎপরে বিদুরাগমণ ও রাজ্যলাভ পর্ব্ব, তৎপরে অর্জ্জুনবনবাস, তৎপরে সুভদ্রাহরণ, সুভদ্রাহরণের পর যৌতুকাহরণ-পর্ব্ব, তৎপরে খাণ্ডবদাহ ও ময়দানবদর্শন-পর্ব্ব, তৎপরে সভাপর্ব্ব, তৎপরে মন্ত্রণাপর্ব্ব, তৎপরে জরাসন্ধবধ, তৎপরে দিগ্বিজয়-পর্ব্ব, দিগ্বিজয়ের পর রাজসূয়-পর্ব্ব, তৎপরে অর্ঘাভিহরণ, তৎপরে শিশুপালবধ, তৎপরে দ্যূতপর্ব্ব, তৎপরে অনুদ্রুত পর্ব্ব, তৎপরে অরণ্যপর্ব্ব, তৎপরে কিম্মীরবধপর্ব্ব, তৎপরে অর্জ্জুনাভিগমনপর্ব্ব, তৎপরে কিরাত পর্ব্ব, এই পর্ব্বে মহাদেবের সাহত অর্জ্জুনের যুদ্ধ বর্ণিত আছে; তৎপরে ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রাপর্ব্ব, তৎপরে জটাসুরবধ-পর্ব্ব, তৎপরে যক্ষযুদ্ধ, তৎপরে ইন্দ্রলোকাভিগমন, তৎপরে নলোপাখ্যান-পর্ব্ব, তৎশ্রবণে ধর্ম্মলাভ ও করুণরসের উদয় হয়; তৎপরে পতিব্রতামাহাত্ম্য, তৎপরে পরমাদ্ভুত সাবিত্রীমাহাত্ম্য, তৎপরে নিবাতকবচযুদ্ধ, তৎপরে অজগর-পর্ব্ব, তৎপরে মার্কণ্ডেয়-সমস্যা, তৎপরে দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদ, তৎপরে ঘোষযাত্রা, তৎপরে মৃগস্বপ্ন, তৎপরে ব্রীহিদ্রৌণিক, তৎপরে ইন্দ্রদ্যুম্ন-পর্ব্ব, তৎপরে জয়দ্রথ কর্ত্তৃক বন হইতে দ্রৌপদীহরণ, তৎপরে রামোপাখ্যান, তৎপরে কুণ্ডলাহরণ, তৎপরে অরণীহরণ-পর্ব্ব, তৎপরে বিরাটপর্ব্ব, তৎপরে পাণ্ডবপ্রবেশ, তৎপরে সময়পালন, তৎপরে কীচকবধ, তৎপরে গোগ্রহণ, তৎপরে অভিমন্যু ও উত্তরার বিবাহ-পর্ব্ব, তৎপরে পরমাদ্ভুত উদ্যোগ-পর্ব্ব, তৎপরে সঞ্জয়যাত্রা, তৎপরে চিন্তাপ্রযুক্ত ধৃতরাষ্ট্রের জাগরণ, তৎপরে পরমগুহ্য সনৎসুজাত-পর্ব্ব,

ইহাতে আত্মজ্ঞানের কথা আছে; তৎপরে যানসন্ধি, তৎপরে ভগবদ্‌যাত্রা, তৎপরে মাতলীয়োপাখ্যান, তৎপরে গালবচরিত, তৎপরে সাবিত্রী-উপাখ্যান, বামদেবোপাখ্যান, বৈণ্যোপাখ্যান, জামদগ্ন্যোপাখ্যান, তৎপরে ষোড়শরাজিক-পর্ব্ব, তৎপরে কৃষ্ণের সভাপ্রবেশ, তৎপরে বিদুলাপুত্র-শাসন, তৎপরে কৃষ্ণ-প্রত্যাখ্যান ও বিদুলাপুত্র দর্শন, তৎপরে সৈন্যোদ্যোগ ও শ্বেতোপাখ্যান, তৎপরে মহাত্মা কর্ণের বিবাদ, তৎপরে মন্ত্র নিশ্চয় পূর্ব্বক কার্য্যচিন্তন, তৎপরে সেনাপতিনিয়োগাখ্যান, তৎপরে শ্বেত-বাসুদেব-সংবাদ, তৎপরে কুরু-পাণ্ডব-সৈন্য-নির্যাণ, তৎপরে সৈন্যসংখ্যা, তৎপরে অমর্ষবর্দ্ধক উলক নামক দূতের আগমন, তৎপরে অম্বোপাখ্যান, তৎপরে অদ্ভুত ভীষ্মাভিষেক পর্ব্ব, তৎপরে জম্বুদ্বীপ-সন্নিবেশ-পর্ব্ব, তৎপরে ভূমিপর্ব্ব, তৎপরে দ্বীপবিস্তার-কথন-পর্ব্ব, তৎপরে ভগবদ্গীতাপর্ব্ব, তৎপরে ভীষ্মবধপর্ব্ব, তৎপরে দ্রোণাভিষেক, তৎপরে সংশপ্তক-সৈন্যবধ, তৎপরে অভিমন্যুবধপর্ব্ব, তৎপরে প্রতিজ্ঞাপর্ব্ব, তৎপরে জয়দ্রথবধ, তৎপরে ঘটোৎকচবধ, তৎপরে পরমাদ্ভুত দ্রোণবধ, তৎপরে নারায়ণাস্ত্রত্যাগ-পর্ব্ব, তৎপরে কর্ণপর্ব্ব, তৎপরে শল্যপর্ব্ব, তৎপরে হ্রদপ্রবেশ, তৎপরে গদাযুদ্ধপর্ব্ব, তৎপরে অতিবীভৎস সৌপ্তিক পর্ব্ব, তৎপরে অতি নিদারুণ ঐষীকপর্ব্ব, তৎপরে জলপ্রদানিকপর্ব্ব, তৎপরে স্ত্রীবিলাপপর্ব্ব, তৎপরে কুরুবংশীয়দিগের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াপর্ব্ব, তৎপরে ব্রাহ্মণবেশধারী চার্ব্বাক রাক্ষসের নিগ্রহপর্ব্ব, তৎপরে শান্তিপর্ব্ব, এই পর্ব্বে রাজধর্ম্মানুশাসন ও আপদ্ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে;

তৎপরে মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্ব, তৎপরে শুকপ্রশ্নাভিগমন, ব্রহ্মপ্রশ্নানুশাসন, দুর্ব্বাসার প্রাদুর্ভাব ও মায়াসংবাদপর্ব্ব, তৎপরে আনুশাসনিক পর্ব্ব, তৎপরে ধীমান্ ভীষ্মের স্বর্গারোহণ-পর্ব্ব, তৎপরে সর্ব্বপাপক্ষয়কারী অশ্বমেধপর্ব্ব, তৎপরে অধ্যাত্মবিদ্যাপ্রতিপাদক অনুগীতাপর্ব্ব, তৎপরে আশ্রমবাসপর্ব্ব, তৎপরে পুত্রদর্শনপর্ব্ব, তৎপরে নারদাগমনপর্ব্ব, তৎপরে অতি দারুণ মৌষল পর্ব্ব, তৎপরে মহাপ্রস্থান, তৎপরে স্বর্গারোহণ-পর্ব্ব, তৎপরে খিলনামক হরিবংশপর্ব্ব, ইহাতে বিষ্ণুপর্ব্ব, শিশুচর্য্যা, কংসবধ, ও পরমাদ্ভুত ভবিষ্যপর্ব্ব উক্ত হইয়াছে। মহাত্মা ব্যাসদেব এই শত পর্ব্ব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; পরে লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবাঃ নৈমিষারণ্যে যথাক্রমে অষ্টাদশ পর্ব্ব কীর্ত্তন করেন। ভারতসংক্ষেপরূপ পর্ব্বসংগ্রহ উক্ত হইল।

পৌষ্য, পৌলোম, আস্তীক, আদিবংশাবতরণ, সম্ভব, জতুগৃহ, হিড়িম্ববধ, বকবধ, চৈত্ররথ, দ্রৌপদীস্বয়ংবর, বৈবাহিক, বিদুরাগমন, রাজ্যলাভ, অর্জ্জুনবনবাস, সুভদ্রাহরণ, যৌতুকানয়ন, খাণ্ডবদাহ, ময়দর্শন, এই সমস্ত আদিপর্ব্বের অন্তর্গত। পৌষ্যপর্ব্বে উতঙ্কের মাহাত্ম্য ও পৌলোমে ভৃগুবংশের বিস্তার বর্ণিত আছে। আস্তীকপর্ব্বে সমুদায় সর্পকুল ও গরুড়ের উৎপত্তি, ক্ষীরসমুদ্রমথন, উচ্চৈঃশ্রবার জন্ম, রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রানুষ্ঠানপ্রতিজ্ঞা ও ভরতবংশীয় মহাত্মাদিগের কীর্ত্তন আছে। সম্ভবপর্ব্বে অশেষ রাজকুল, অন্যান্য বীরপুরুষ, ও মহর্ষি দ্বৈপায়নের উৎপত্তি, দেবতাগণের অংশাবতার, সর্প, গন্ধর্ব্ব, পক্ষী, ও অন্য অন্য নানা জীবের

উদ্ভব, যে ভরতের নামানুসারে লোকে ভারতকুল প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তপঃপরায়ণ কণ্ব মুনির আশ্রমে দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে তাঁহার জন্মগ্রহণ, শান্তনুগৃহে গঙ্গাগর্ভে মহাত্মা বসুদিগের পুনর্জ্জন্ম ও তাঁহাদিগের স্বর্গারোহণ, তদীয় তেজোভাগসমষ্টি, ভীষ্মের জন্ম, তাঁহার রাজ্যপরিত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন, প্রতিজ্ঞাপালন, স্বীয় ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদের রক্ষা, চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের রক্ষা ও তাঁহাকে রাজ্যপ্রতিপাদন, অণীমাণ্ডব্যশাপে ধর্ম্মের নরলোকে উৎপত্তি ও বরদানবলে দ্বৈপায়নের ঔরসে জন্ম, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, ও পাণ্ডবদিগের উৎপত্তি, দুর্য্যোধনের বারণাবতযাত্রামন্ত্রণা, ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের হিতার্থে পথে তাঁহাকে ম্লেচ্ছভাষায় বিদুরের হিতোপদেশ প্রদান, বিদুরের পরামর্শে সুরঙ্গনির্ম্মাণ, জতুগৃহে পঞ্চপুত্র সহিত নিদ্রিতা নিষাদীর ও পুরোচননামক ম্লেচ্ছের দাহ, ঘোর অরণ্যে পাণ্ডবদিগের হিড়িম্বাদর্শন ও সেই স্থানে মহাবল ভীম কর্ত্তৃক হিড়িম্ববধ, ঘটোৎকচের জন্ম, মহাতেজস্বী মহর্ষি ব্যাসদেবের সন্দর্শন, তদীয় আদেশানুসারে একচক্রা নগরে ব্রাহ্মণগৃহে পাণ্ডব-দিগের অজ্ঞাতবাস, বকরাক্ষসবধ ও তদ্দর্শনে নগরবাসী লোকের বিস্ময়, দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম, ব্রাহ্মণমুখে দ্রৌপদীর পরমাদ্ভুত জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ব্যাসের উপ-দেশানুসারে দ্রৌপদীলাভাভিলাষে স্বয়ংবর দর্শনার্থে পাণ্ডবদিগের পাঞ্চাল দেশ যাত্রা, গঙ্গাতীরে গন্ধর্ব্বরাজ অঙ্গারপর্ণকে পরাজিত করিয়া তাহার সহিত মৈত্রী স্থাপন ও তৎসমীপে তপতী, বশিষ্ঠ, ও ঔর্ব্বের উপাখ্যান শ্রবণ পূর্ব্বক ভ্রাতৃসহিত অর্জ্জুনের পাঞ্চালাভি-

মুখে গমন, পাঞ্চাল নগরে সমাগত সর্ব্ব নৃপতিসমক্ষে লক্ষ্যভেদ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের দ্রৌপদীলাভ, তদ্দর্শনে জাতক্রোধ রাজগণের এবং শল্য ও কর্ণের ভীমার্জ্জুন কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজয়, ভীম ও অর্জ্জুনের তাদৃশ অপ্রমেয় অমানুষ বীর্য্য দর্শনে পাণ্ডব বোধ করিয়া কৃষ্ণবলরামের তৎসাক্ষাৎকারার্থ ভার্গবগৃহগমন, পাঁচ জনের এক ভার্য্যা হইবেক এই নিমিত্ত দ্রুপদের বিমর্ষ, তদুপলক্ষে পরমাদ্ভুত পঞ্চেন্দ্রোপাখ্যান কথন, দ্রৌপদীর দেববিহিত অলৌকিক বিবাহ, ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডবসমীপে বিদুর প্রেরণ, বিদুরের উপস্থিতি ও কৃষ্ণ দর্শন, পাণ্ডবদিগের খাণ্ডবপ্রস্থে বাস ও রাজ্যার্দ্ধপ্রাপ্তি, নারদের আজ্ঞায় পঞ্চ ভ্রাতার দ্রৌপদী-বিষয়ে নিয়ম ও প্রতিজ্ঞা, দ্রৌপদী সহিত নির্জনোপবিষ্ট যুধিষ্ঠিরসমীপে গমন ও তথা হইতে অস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক শরণাগত ব্রাহ্মণের অপহৃত গোধন প্রত্যানয়ন করিয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে অর্জ্জুনের বন প্রস্থান, বনবাসকালে উলপী নাম্নী নাগকন্যার সহিত সমাগম, তীর্থপর্য্যটন ও বভ্রুবাহনজন্ম, তপস্বিব্রাহ্মণশাপে গ্রাহযোনিপ্রাপ্ত পঞ্চ অপ্সরার শাপমোক্ষণ, প্রভাসতীর্থে কৃষ্ণের সহিত সমাগম, দ্বারকাতে কৃষ্ণের সম্মতিক্রমে সুভদ্রা প্রাপ্তি, যৌতুক প্রদানার্থে কৃষ্ণের খাণ্ডবপ্রস্থাগমনের পর সুভদ্রাগর্ভে মহাতেজাঃ অভিমন্যুর জন্ম, দ্রৌপদীর পুত্রোৎপত্তি, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন জলবিহারার্থ যমুনা গমন করিলে তথায় উভয়ের চক্র ও ধনুঃপ্রাপ্তি, খাণ্ডবদাহ এবং ময়দানব ও ভুজঙ্গের অগ্নিদাহ হইতে মোক্ষণ, মন্দপালনামক মহর্ষির শার্ঙ্গীগর্ভে তনয়োৎপত্তি। বহুবিস্তৃত আদিপর্ব্বে এই সকল বিষয় বর্ণিত আছে। মহর্ষি

ব্যাসদেব এই পর্ব্ব দুই শত সপ্তবিংশতি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন। মহাত্মা মুনি ইহাতে আট সহস্র আট শত চতুরশীতি শ্লোক কহিয়াছেন।

বহুবৃত্তান্তযুক্ত সভা নামক দ্বিতীয় পর্ব্ব আরম্ভ হইতেছে। পাণ্ডবদিগের সভা নির্ম্মাণ, কিঙ্কর দর্শন, দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক ইন্দ্রাদি-লোকপাল-সভা বর্ণন, রাজসূয়-যজ্ঞারম্ভ, জরাসন্ধবধ, গিরিব্রজনিরুদ্ধ রাজগণের কৃষ্ণ কর্ত্তৃক উদ্ধার, পাণ্ডবদিগের দিগ্বিজয় উপঢৌকন লইয়া রাজাদিগের রাজসূয় মহাযজ্ঞে আগমন, রাজসূয়ের অর্ঘ্য-দান-প্রস্তাবকালে শিশুপালবধ, যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের তাদৃশ ঐশ্বর্য্য দর্শনে দুর্য্যোধনের বিষাদ ও ঈর্ষ্যা, সভামণ্ডপে ভীমকৃত দুর্য্যোধনোপহাস, দুর্য্যোধনের ক্রোধ, দ্যূতক্রীড়ার অনুষ্ঠান, দ্যূতকার শকুনি কর্ত্তৃক দ্যূতে যুধিষ্ঠিরের পরাজয়, দ্যূতার্ণবমগ্না পরম দুঃখিতা স্নুষা দ্রৌপদীর মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক উদ্ধার, পাণ্ডবদিগের উদ্ধার দর্শনে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়ার্থে তাঁহাদিগের আহ্বান ও পরাজয় পূর্ব্বক বনপ্রেরণ। মহাত্মা দ্বৈপায়ন সভাপর্ব্বে এই সমস্ত ব্যাপার কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই পর্ব্বে অষ্ট সপ্ততি অধ্যায় আছে। হে দ্বিজোত্তমগণ! সভাপর্ব্বে দ্বিসহস্র পঞ্চশত একাদশ শ্লোক আছে, জানিবেন।

অতঃপর অরণ্যনামক তৃতীয় পর্ব্ব। মহাত্মা পাণ্ডবেরা বনপ্রস্থান করিলে পুরবাসিগণের যুধিষ্ঠিরানুগমন, অনুগত দ্বিজগণের ভরণপোষণ নির্ব্বাহার্থে ধৌম্যমুনির উপদেশানুসারে মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের সূর্য্যারাধনা, সূর্য্যপ্রসাদাৎ অন্নলাভ, ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক হিতবাদী

বিদুরের পরিত্যাগ,ধৃতরাষ্ট্রপরিত্যক্ত বিদুরের যুধিষ্ঠিরাদিসমীপগমন, ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে তাঁহার পুনরাগমন, কর্ণের পরামর্শক্রমে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের বনস্থ পাণ্ডব বিনাশ মন্ত্রণা, তাঁহার দুষ্ট অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ব্যাসের সত্বর আগমন, ব্যাস কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনাদির বনগমন নিবারণ, সুরভির উপাখ্যান, মৈত্রেয়ের ধৃতরাষ্ট্রসমীপে আগমন, মৈত্রেয়ের ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দান, মৈত্রেয়ের রাজা দুর্য্যোধনকে শাপ প্রদান, ভীমসেন কর্ত্তৃক সংগ্রামে কির্ম্মীর রাক্ষস বধ, শকুনি ছল পূর্ব্বক দ্যূতে পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করিয়াছে শুনিয়া বৃষ্ণিবংশীয় ও পাঞ্চালদিগের আগমন, জাতক্রোধ কৃষ্ণের অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সান্ত্বনা, কৃষ্ণের নিকট দ্রৌপদীর বিলাপ ও পরিতাপ, দুঃখার্ত্তা দ্রৌপদীকে কৃষ্ণের আশ্বাস প্রদান, সৌভপতি শাল্বের বধ কীর্ত্তন, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক সপুত্রা সুভদ্রার দ্বারকানয়ন, ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক দ্রৌপদীতনয়দিগের পাঞ্চাল নগরানয়ন, পাণ্ডবদিগের রমণীয় দ্বৈতবনে প্রবেশ, তথায় দ্রৌপদী ও ভীমের সহিত যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন, ব্যাসদেবের পাণ্ডবসমীপে আগমন ও যুধিষ্ঠিরকে প্রতিস্মৃতিনামক বিদ্যা দান, ব্যাসের অন্তর্ধানের পর পাণ্ডবদিগের কাম্যকবন প্রস্থান, অস্ত্রলাভার্থে মহাবীর্য্য অর্জ্জুনের প্রবাস গমন, কিরাতরূপী মহাদেবের সহিত যুদ্ধ, ইন্দ্রাদি লোকপাল দর্শন, অস্ত্রলাভ, অস্ত্রশিক্ষার্থে ইন্দ্রলোক গমন, পাণ্ডববৃত্তান্ত শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তা, পাণ্ডবদিগের পরম জ্ঞানী মহর্ষি বৃহদশ্বের দর্শন, দুঃখার্ত্ত যুধিষ্ঠিরের বিলাপ ও পরিতাপ, ধর্ম্ম ও করুণরসজনক নলোপাখ্যান, দময়ন্তী ও নলের চরিতকীর্ত্তন, যুধিষ্ঠিরের বৃহদশ্ব

হইতে অক্ষহৃদয়নামক বিদ্যাপ্রাপ্তি, স্বর্গ হইতে লোমশ ঋষির পাণ্ডবদিগের নিকটে আগমন, বনবাসগত মহাত্মা পাণ্ডবদিগের নিকটে লোমশ কর্ত্তৃক স্বর্গবাসী অর্জ্জুনের বৃত্তান্তকথন, অর্জ্জুন-বাক্যানুসারে পাণ্ডবদিগের তীর্থাভিগমন, তীর্থের ফল ও পবিত্রত্ব কীর্ত্তন, মহর্ষি নারদের পুলস্ত্যতীর্থ যাত্রা, মহাত্মা পাণ্ডবদিগের তীর্থযাত্রা, কুণ্ডলদ্বয় দান দ্বারা কর্ণের ইন্দ্রহস্ত হইতে মুক্তি, গয়াসুরের যজ্ঞবর্ণন, অগস্ত্যোপাখ্যান ও বাতাপিভক্ষণ, সন্তান লাভার্থে অগস্ত্য মুনির লোপামুদ্রাপরিগ্রহ, কৌমারব্রহ্মচারী ঋষ্যশৃঙ্গের চরিতকীর্ত্তন, অতিতেজস্বী জামদগ্ন্য রামের চরিতকীর্ত্তন, কার্ত্তবীর্য্য ও হৈহয়দিগের বধবর্ণন, প্রভাসতীর্থে যদুবংশীয়দিগের সহিত পাণ্ডবদিগের সমাগম, সুকন্যার উপাখ্যান, শর্য্যাতি রাজার যজ্ঞে চ্যবনমুনি কর্ত্তৃক অশ্বিনীকুমার যুগলের সোমপীথিকার্য্যে বরণ, অশ্বিনীকুমার যুগলের অনুগ্রহে চ্যবনের যৌবনপ্রাপ্তি, মান্ধাতার উপাখ্যান, জন্তুনামক রাজপুত্রের উপাখ্যান, সমধিক পুত্রলাভ বাসনায় সোমক রাজার জন্তুনামক পুত্রের প্রাণবধ পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান ও শতপুত্রপ্রাপ্তি, অত্যুৎকৃষ্ট শ্যেনকপোতো-পাখ্যান, ইন্দ্র ও অগ্নির শিবি রাজাকে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা, অষ্টাবক্রো-পাখ্যান, জনকযজ্ঞে নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ বরুণপুত্র বন্দির সহিত অষ্টাবক্র মুনির বিবাদ, অষ্টাবক্রের বন্দি পরাজয় পূর্ব্বক সাগরজলমগ্ন পিতার উদ্ধার, যবক্রীত ও মহাত্মা রৈভ্যের উপাখ্যান, পাণ্ডবদিগের গন্ধমাদন যাত্রা ও নারায়ণাশ্রমে বাস, গন্ধমাদনে অবস্থানকালে পুষ্পাহরণার্থে দ্রৌপদীর ভীমপ্রেরণ,

গমনকালে ভীমকর্ত্তৃক কদলীবনমধ্যস্থ মহাবল হনুমানের দর্শন, পুষ্পাহরণার্থে ভীমের সরোবরাবগাহন, মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসগণের ও মণিমান্ প্রভৃতি মহাবীর্য্য যক্ষদিগের সহিত ভীমের যুদ্ধ, ভীমকর্ত্তৃক জটাসুর নামক রাক্ষসের বধ, রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার অভিগমন, পাণ্ডবদিগের আষ্টিষেণের আশ্রমে গমন ও বাস, দ্রৌপদীর মহাত্মা ভীমসেনকে উৎসাহপ্রদান, ভীমের কৈলাসারোহণ, তথায় মণিমান্ প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত যক্ষগণের সহিত যুদ্ধ, পাণ্ডবদিগের কুবেরের সহিত সমাগম, দিব্যাস্ত্র লাভানন্তর অর্জ্জুনের সহিত সমাগম, হিরণ্যপুরবাসী নিবাতকবচগণের ও পুলোমপুত্র কালকেয়দিগেব সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক তাহাদিগের রাজার প্রাণবধ, যুধিষ্ঠিরসমীপে অর্জ্জুনের অস্ত্র সন্দর্শনের উপক্রম, দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক তৎপ্রতিষেধ, গন্ধমাদন হইতে পাণ্ডবদিগের অবতরণ, গহনবনে পর্ব্বততুল্য প্রকাণ্ডকায় মহাবল ভুজগেন্দ্র কর্ত্তৃক ভীমগ্রহণ, প্রশ্ন কথন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের ভীমোদ্ধার, মহাত্মা পাণ্ডবদিগের পুনর্ব্বার কাম্যকবনে আগমন, কাম্যকস্থিত নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবদিগের পুনর্দ্দর্শনার্থে কৃষ্ণের আগমন, মার্কণ্ডেয় সমস্যা, মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক বেণপুত্র পৃথুরাজার উপাখ্যান-কীর্ত্তন, সরস্বতী ও তার্ক্ষ্য মুনি সংবাদ, তদনন্তর মৎস্যোপাখ্যান, কথন, ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান, ধুন্ধুমারোপাখ্যান, পতিব্রতার উপাখ্যান, অঙ্গিরার উপাখ্যান, দ্রৌপদী সত্যভামা সংবাদ, পাণ্ডবদিগের দ্বৈতবনে পুনরাগমন, ঘোষযাত্রা, গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের বন্ধন, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক গন্ধর্ব্ববন্ধন হইতে দুর্য্যোধনের মোচন,

যুধিষ্ঠিরের মৃগস্বপ্নদর্শন, কাম্যকবনে পুনর্গমন, বহুবিস্তৃত ব্রীহি দ্রৌণিক উপাখ্যান, দুর্ব্বাসার উপাখ্যান, আশ্রম মধ্য হইতে জয়দ্রথ কর্ত্তৃক দ্রৌপদী হরণ, মহাবল মহাবেগ ভীম কর্ত্তৃক জয়দ্রথের পঞ্চশিখীকরণ, বহুবিস্তৃত রামায়ণোপাখ্যান, যুদ্ধে রাম কর্ত্তৃক রাবণবধ, সাবিত্রীর উপাখ্যান, কুণ্ডলদ্বয় দান দ্বারা ইন্দ্র হইতে কর্ণের মুক্তি, সন্তুষ্ট ইন্দ্রের কর্ণকে এক পুরুষঘাতিনী শক্তি দান, আরণেয় উপাখ্যান, ধর্ম্মের স্বপুত্রানুশাসন, বরপ্রাপ্তি পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের পশ্চিম দিক্ প্রস্থান। আরণ্যকপর্ব্বে এই সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তিত আছে। এই পর্ব্বে দুই শত একোনসপ্ততি অধ্যায় ও একাদশ সহস্র ছয় শত চৌষট্টি শ্লোক আছে।

হে মুনিগণ! অতঃপর বহুবিস্তৃত বিরাটপর্ব্ব শ্রবণ করুন। পাণ্ডবেরা বিরাটনগরে গমন পূর্ব্বক শ্মশানে অতি প্রকাণ্ড শমীতরু দৃষ্টিগোচর করিয়া তাহাতে স্ব স্ব অস্ত্র স্থাপন করিলেন, এবং নগরে প্রবেশ করিয়া ছদ্মবেশে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় ভীমসেন দ্রৌপদীসম্ভোগাভিলাষী কামান্ধ দুরাত্মা কীচকের প্রাণদণ্ড করেন। রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে সুচতুর চরমণ্ডলী প্রেরণ করেন; তাঁহারা মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সন্ধান করিতে পারিল না। প্রথমতঃ ত্রিগর্ত্তেরা বিরাট রাজার গোধন হরণ করে। তাহাদিগের সহিত বিরাটের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ত্রিগর্ত্তেরা বিরাটকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছিল, ভীম তাঁহাকে মুক্ত করেন। পাণ্ডবেরা ত্রিগর্ত্তদিগকে পরাভূত করিয়া বিরাটের অপহৃত গোধন উদ্ধার করিলেন। তৎপরে কৌরবেরা তাঁহার

গোধন হরণ করেন। অর্জ্জুন নিজ বিক্রমে সমস্ত কৌরবদিগকে রণে পরাজিত করিয়া গোধন প্রত্যাহরণ করিলেন। বিরাট রাজা সুভদ্রাগর্ভসম্ভূত শত্রুঘাতী অভিমন্যুকে উদ্দেশ করিয়া অর্জ্জুনকে নিজ কন্যা উত্তরা সম্প্রদান করিলেন। অতি বিস্তৃত বিরাটনামক চতুর্থ পর্ব্ব বর্ণিত হইল। এই পর্ব্বে মহর্ষি সপ্তষষ্টি অধ্যায় গণনা করিয়াছেন। এক্ষণে শ্লোকসংখ্যা নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ করুন; এই পর্ব্বে বেদবেত্তা মহর্ষি দ্বিসহস্র পঞ্চাশৎ শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অতঃপর উদ্যোগনামক পঞ্চম পর্ব্ব শ্রবণ করুন। পাণ্ডবেরা বিপক্ষ জয়ার্থ উৎসুক হইয়া উপপ্লব্যনামক স্থানে অবস্থিত হইলে দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন বাসুদেবসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং উভয়েই প্রার্থনা করিলেন, তুমি এই যুদ্ধে আমার সহায়তা কর। মহামতি কৃষ্ণ উত্তর করিলেন, এক পক্ষে এক অক্ষৌহিণী সেনা, পক্ষান্তরে আমি একাকী, আমি যুদ্ধ করিব না, কেবল মন্ত্রিস্বরূপ থাকিব; তোমরা ইহার কে কি প্রার্থনা কর, বল। হিতাহিতবিবেকানভিজ্ঞ দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন সৈন্য প্রার্থনা করিলেন, অর্জ্জুন যুদ্ধবিমুখ কৃষ্ণকে মন্ত্রিত্বে বরণ করিলেন। মদ্ররাজ শল্য পাণ্ডবদিগের সাহায্যার্থ যাইতেছিলেন, দুর্য্যোধন পথে তাঁহার দর্শন পাইয়া উপহার প্রদান দ্বারা বশীভূত করিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, তুমি আমায় সাহায্য কর। শল্য অঙ্গীকার করিয়া পাণ্ডবদিগের নিকট প্রস্থান করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া শান্ত বাক্যে রাজা যুধিষ্ঠিরকে ইন্দ্রের বৃত্রাসুর জয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন। পাণ্ডবেরা

কৌরবসমীপে পুরোহিত প্রেরণ করিলেন। প্রতাপবান মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবপ্রেরিত পুরোহিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া শান্তিস্থাপন বাসনায় সঞ্জয়কে পাণ্ডবদিগের নিকট দূতস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। বাসুদেবের ও পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চিন্তায় ধৃতরাষ্ট্রের নিদ্রা ত্যাগ হইল। বিদুর মহাপ্রাজ্ঞ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বহুতর অদ্ভুত হিতবাক্য শ্রবণ করাইলেন। মহর্ষি সনৎসুজাতও রাজাকে মনস্তাপান্বিত ও শোকবিহ্বল দেখিয়া পরমোৎকৃষ্ট অধ্যাত্ম শাস্ত্র শুনাইলেন। সঞ্জয় প্রভাতে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন একাত্মা বলিয়া বর্ণনা করিলেন। মহামতি কৃষ্ণ কৃপা-পরতন্ত্র হইয়া বিরোধভঞ্জন ও শান্তিস্থাপনার্থে হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন উভয়পক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। এই স্থলে দম্ভোদ্ভব রাজার উপাখ্যান, মহাত্মা মাতলির নিজ কন্যার্থে বরান্বেষণ, মহর্ষি গালবের চরিত ও বিদুলার স্বপুত্রানুশাসন কীর্ত্তিত আছে। কৃষ্ণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতির দুষ্ট মন্ত্রণা জ্ঞাত হইয়া সমস্ত রাজাদিগকে স্বীয় যোগেশ্বরত্ব প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর কর্ণকে নিজ রথে আরোহণ করাইয়া তাঁহার সহিত অশেষবিধ পরামর্শ করিলেন। কর্ণ গর্ব্বান্ধতা প্রযুক্ত তদীয় পরামর্শ গ্রাহ্য করিলেন না। শত্রুঘাতী কৃষ্ণ হস্তিনা হইতে উপপ্লব্যে প্রত্যাগমন করিয়া পাণ্ডব-দিগের নিকট আদ্যোপান্ত অবিকল বর্ণনা করিলেন। তাঁহারা তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া হিতাহিত মন্ত্রণা পূর্ব্বক সংগ্রামের সমুদায় সজ্জা করিলেন। তদনন্তর সমুদায় পদাতি, অশ্ব, রথ, গজ,

যুদ্ধার্থে হস্তিনানগর হইতে নির্গত হইল। রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্ব দিবসে উলূকনামক এক ব্যক্তিকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। তৎপরে সৈন্যসংখ্যা ও কাশিরাজদুহিতা অম্বার উপাখ্যান। বহুবৃত্তান্তযুক্ত সন্ধিবিগ্রহবিশিষ্ট উদ্যোগনামক ভারতীয় পঞ্চম পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। মহর্ষি উদ্যোগপর্ব্বে এক শত ষড়শীতি অধ্যায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে তপোধনগণ! উদারমতি মহাত্মা ব্যাসদেব এই পর্ব্বে ষট্‌সহস্র ষট্‌শত অষ্টনবতি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

অতঃপর অদ্ভুত ভীষ্মপর্ব্ব বর্ণিত হইতেছে। এই পর্ব্বে সঞ্জয় জম্বুখণ্ড নির্ম্মাণ বর্ণনা করেন। যুধিষ্ঠিরসৈন্য অত্যন্ত বিষাদ প্রাপ্ত হয়। দশাহ ঘোরতর যুদ্ধ হয়। মহামতি বাসুদেব অধ্যাত্ম-বিদ্যা-সম্বন্ধ হেতুবাদ দ্বারা অর্জ্জুনের মায়ামোহজনিত বিষাদ নিরাকরণ করেন। যুধিষ্ঠিরহিতাকাঙ্ক্ষী উদারমতি কৃষ্ণ বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া সত্বর রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অতি দ্রুত গমনে প্রতোদহস্তে নির্ভয়চিত্তে ভীষ্মকে সংহার করিতে যান, এবং সকলশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে বাক্যরূপ দণ্ড দ্বারা তাড়না করেন। অর্জ্জুন শিখণ্ডিকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া তীক্ষ্ণতর শর প্রহার দ্বারা ভীষ্মকে রথ হইতে ভূতলে পাতিত করেন। ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিলেন। বহুবিস্তৃত ভারতীয় ষষ্ঠ পর্ব্ব কথিত হইল। বেদবেত্তা ব্যাস ভীষ্মপর্ব্বে এক শত সপ্তদশ অধ্যায় ও পঞ্চ সহস্র অষ্ট শত চতুরশীতি শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন।

তদনন্তর বহুবৃত্তান্তযুক্ত বিচিত্র দ্রোণপর্ব্ব আরব্ধ হইতেছে। প্রতাপবান্ মহাস্ত্রবেত্তা দ্রোণাচার্য্য সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া দুর্য্যোধনের প্রীত্যর্থে প্রতিজ্ঞা করিলেন, ধীমান্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে বদ্ধ করিয়া আনিব। সংশপ্তকেরা অর্জ্জুনকে রণক্ষেত্র হইতে অপসারিত করে। সংগ্রামে শক্রতুল্য মহারাজ ভগদত্ত সুপ্রতীক নামক স্বীয় হস্তীর পরাক্রমে যুদ্ধে অতি দুর্দ্ধর্ষ ও ভয়ানক হইয়া উঠেন। অর্জ্জুন সুপ্রতীকের প্রাণ সংহার করেন। জয়দ্রথ প্রভৃতি অনেক মহারথেরা একত্র হইয়া অতি পরাক্রান্ত অপ্রাপ্তযৌবন শিশুপ্রায় অভিমন্যুর প্রাণবধ করেন। অভিমন্যু হত হইলে অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া সমরে সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সংহার পূর্ব্বক জয়দ্রথের জীবন নাশ করেন। মহাবাহু ভীম ও মহারথ সাত্যকি রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে অর্জ্জুনের অন্বেষণার্থ দেবতাদিগেরও দুর্দ্ধর্ষ কৌরবসৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করেন। হতাবশিষ্ট সংশপ্তকেরা সংগ্রামে নিঃশেষ হয়। দ্রোণপর্ব্বে অলম্বুষ, শ্রুতায়ুঃ, বীর্য্যবান্ জলসন্ধ, সোমদত্ত, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ঘটোৎকচ, ও অন্যান্য বীরপুরুষেরা নিহত হয়েন। দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে নিপাতিত হইলে অশ্বত্থামা অমর্ষপরবশ হইয়া অতি ভয়ঙ্কর নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করেন। এই পর্ব্বে উৎকৃষ্ট রুদ্রমাহাত্ম্য, ব্যাসদেবের আগমন, এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতের সপ্তম পর্ব্ব উদাহৃত হইল। দ্রোণপর্ব্বে যে সকল পরাক্রান্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ পৃথিবীপাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, প্রায় সকলেই নিধন প্রাপ্ত হয়েন। তত্ত্বদর্শী মহর্ষি পরাশরসূনু সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দ্রোণপর্ব্বে

এক শত সপ্ততি অধ্যায় ও অষ্ট সহস্র নব শত নব শ্লোক সংখ্যা করিয়াছেন।

অতঃপর পরমাদ্ভুত কর্ণপর্ব্ব উক্ত হইতেছে। ধীমান্ শল্যের সারথিকার্য্যে নিয়োগ, ত্রিপুরনিপাত বর্ণন, প্রস্থানকালে কর্ণ ও শল্যের পরস্পর কলহ, কর্ণ-তিরস্কারার্থ শল্যের হংসকাকীয় উপাখ্যান কথন, মহাত্মা অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক পাণ্ড্যরাজার বধ, তৎপরে দণ্ডসেন ও দণ্ডের বধ, সর্ব্বধনুর্দ্ধর সমক্ষে কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রাণসংশয়, যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কোপ। কৃষ্ণ অনুনয় দ্বারা অর্জ্জুনের কোপ শান্তি করিলেন। ভীম প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে দুঃশাসনের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া তদীয় শোণিত পান করেন। অর্জ্জুন দ্বৈরথ সমরে মহারথ কর্ণের প্রাণসংহার করেন। মহাভারতের অষ্টম পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। কর্ণপর্ব্বে একোনসপ্ততি অধ্যায় ও চারি সহস্র নয় শত চতুঃষষ্টি শ্লোক কীর্ত্তিত হইয়াছে।

অতঃপর বিচিত্র শল্যপর্ব্ব আরব্ধ হইতেছে। কৌরবসৈন্য বীরশূন্য হইলে মদ্রেশ্বর শল্য সেনাপতি হইলেন। শল্যপর্ব্বে যাবতীয় রথযুদ্ধ ও কৌরবপক্ষীয় প্রধান বীরদিগের বিনাশ কীর্ত্তিত হইয়াছে। মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের হস্তে শল্যের ও সহদেব-হস্তে শকুনির প্রাণবধ হয়। দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্য অল্পমাত্রাবশিষ্ট দেখিয়া হ্রদপ্রবেশ পূর্ব্বক জলস্তম্ভ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ব্যাধেরা ভীমকে তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিল। অত্যন্ত অভিমানী দুর্য্যোধন ধীমান্ ধর্ম্মরাজের তিরস্কারবাক্য সহ্য

করিতে না পারিয়া হ্রদ হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভীমসেনের সহিত গদাযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। গদাযুদ্ধকালে বলরাম তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎপরে সরস্বতী দেবীর ও অশেষ তীর্থের পবিত্রত্ব কীর্ত্তন ও তুমুল গদাযুদ্ধ বর্ণন। ভীম অতি প্রচণ্ড গদাঘাতে যুদ্ধে রাজা দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিলেন। অদ্ভুত নবম পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। এই পর্ব্বে বহু-বৃত্তান্ত-সম্বলিত ঊনষষ্টি অধ্যায় সংখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে শ্লোকসংখ্যা কথিত হইতেছে. কৌরবদিগের কীর্ত্তিকীর্ত্তক মুনি নবম পর্ব্বে তিন সহস্র দুই শত বিংশতি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

অতঃপর অতি দারুণ সৌপ্তিকপর্ব্ব বর্ণন করিব। পাণ্ডবেরা রণক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিলে পর, কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা এই তিন মহারথ সায়ংকালে রুধিরাক্তসর্ব্বাঙ্গ ভগ্নোরু অভিমান রাজা দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজা রণক্ষেত্রে পতিত আছেন। দৃঢ়ক্রোধ মহারথ অশ্বত্থামা প্রতিজ্ঞা করিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সমুদায় পাঞ্চাল অমাত্য সহিত সমস্ত পাণ্ডবদিগের প্রাণ সংহার না করিয়া গাত্র হইতে তনুত্রাণ উদঘাটন করিব না। রাজাকে এইরূপ কহিয়া তিন মহারথই তথা হইতে অপক্রান্ত হইয়া সূর্য্যাস্ত-সময়ে বনমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অতি প্রকাণ্ড বটবিটপিতলে উপস্থিত হইলেন। অশ্বত্থামা তথায় রাত্রিকালে এক পেচককে অনেক কাকের প্রাণ-সংহার করিতে দেখিয়া পিতৃবধ স্মরণে কোপাবিষ্ট হইয়া নিদ্রান্বিত পাঞ্চালদিগের প্রাণবধ সংকল্প করিলেন। তদনুসারে শিবিরদ্বারে

উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, এক বিকটাকার অতি প্রকাণ্ড ভয়ানক রাক্ষস আকাশ পর্য্যন্ত রোধ করিয়া তথায় অবস্থিত আছে। অশ্বত্থামা যত অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, রাক্ষস সমুদায় ব্যর্থ করিল। তখন তিনি সত্বর মহাদেবের আরাধনা করিয়া কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহযোগে নিদ্রাগত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চাল ও দ্রৌপদী-নন্দনদিগের প্রাণবধ করিলেন। কৃষ্ণের বলাশ্রয়-প্রভাবে কেবল পঞ্চ পাণ্ডব ও সাত্যকি রক্ষা পাইলেন; অবশিষ্ট সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি পাণ্ডবদিগকে সংবাদ দিল, অশ্বত্থামা নিদ্রাভিভূত পাঞ্চালদিগের প্রাণবধ করিয়াছে। দ্রৌপদী পুত্রশোকে আর্ত্তা ও পিতৃ-ভ্রাতৃ-বধ শ্রবণে কাতরা হইয়া অনশন সংকল্প করিয়া ভর্ত্তৃগণসন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন। মহাপরাক্রান্ত বীর্য্যবান্ ভীমসেন দ্রৌপদীর মনস্তুষ্টি সম্পাদনার্থে তদীয় বচনানুসারে গদাগ্রহণ পূর্ব্বক কুপিত চিত্তে গুরুপুত্রের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অশ্বত্থামা ভীমভয়ে অভিভূত, রোষপরবশ ও দৈবপ্রেরিত হইয়া, পৃথিবী অপাণ্ডবা হউক, এই বলিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণ, এরূপ করিও না, বলিয়া অশ্বত্থামাকে নিষেধ করিলেন। পাপমতি অশ্বত্থামার অনিষ্টাচরণে এইরূপ অভিনিবেশ দেখিয়া অর্জ্জুন অস্ত্র দ্বারা সেই অস্ত্রের নিবারণ করিলেন। অশ্বত্থামা দ্বৈপায়ন প্রভৃতি পরস্পর শাপ প্রদান করিলেন। পাণ্ডবেরা মহারথ দ্রোণপুত্রের নিকট হইতে মণিগ্রহণ করিয়া হৃষ্ট চিত্তে দ্রৌপদীহস্তে সমর্পিলেন। সৌপ্তিকনামক দশম পর্ব্ব উদাহৃত হইল। উত্তমতেজা ব্রহ্মবাদী মহাত্মা মুনি

সৌপ্তিকপর্ব্বে অষ্টাদশ অধ্যায় ও অষ্ট শত সপ্ততি শ্লোক সংখ্যা করিয়াছেন। ঐষীকপর্ব্ব এই পর্ব্বের অন্তর্গত।

অতঃপর করুণরসোদ্বোধক স্ত্রীপর্ব্ব আরব্ধ হইতেছে। এই পর্ব্বে পুত্রশোকসন্তপ্ত প্রজ্ঞাচক্ষুঃ রাজা ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে ভীমসেনের প্রাণবধ সংকল্প করিয়া কৃষ্ণানীত লৌহময়ী ভীমপ্রতিমূর্ত্তি ভগ্ন করেন। বিদুর অধ্যাত্মবিদ্যা সম্বন্ধ হেতুবাদ দ্বারা শোকাভিভূত ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের সাংসারিক মায়া মোহ নিরাকরণ ও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করেন। শোকার্ত্ত ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুরিকাগণের সহিত রণক্ষেত্র দর্শনার্থ গমন করেন। বীরপত্নীদিগের অতি করুণ বিলাপ এবং গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের কোপাবেশ ও মোহ। ক্ষত্রিয়নারীগণ যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত পিতা ভ্রাতা ও পুত্রদিগকে দেখিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ পুত্রপৌত্রশোককাতরা গান্ধারীর কোপ শান্তি করিলেন। পরমধার্ম্মিক মহাপ্রাজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির যথাশাস্ত্র রাজাদিগের শরীরদাহ করিলেন। প্রেততর্পণ আরব্ধ হইলে কুন্তী কর্ণকে স্বীয় গূঢ়োৎপন্ন পুত্র বলিয়া অঙ্গীকার ও প্রকাশ করিলেন। মহর্ষি ব্যাস এই একাদশ পর্ব্ব রচনা করিয়াছেন। এই পর্ব্ব শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিলে সজ্জনদিগকে শোকে অভিভূত ও অশ্রুজলে আকুলিত হইতে হয়। ধীমান্ ব্যাসদেব স্ত্রীপর্ব্বে সপ্তবিংশতি অধ্যায় ও সপ্ত শত পঞ্চসপ্ততি শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অতঃপর শান্তিপর্ব্ব ; ইহার অধ্যয়নে বুদ্ধিবৃদ্ধি হয়। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতৃ ভ্রাতৃ পুত্র মাতুল প্রভৃতির সংহার করাইয়া

যৎপরোনাস্তি নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়েন। শরশয্যারূঢ় ভীষ্মদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম্ম শ্রবণ করান। ঐ সমুদায় ধর্ম্মজ্ঞানাভিলাষী রাজগণের অবশ্যজ্ঞেয়। ভীষ্মদেব কাল ও কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক আপদ্ধর্ম্ম কীর্ত্তন করেন। ঐ সকল ধর্ম্ম অবগত হইলে নর সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হয়। অনন্তর বিচিত্র মোক্ষধর্ম্মও সবিস্তর ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রাজ্ঞজনপ্রীতিপ্রদ দ্বাদশ পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। হে তপোধনগণ! শান্তিপর্ব্বে ত্রিশত ঊনচত্বারিংশৎ অধ্যায় আছে জানিবেন। ধীমান্ পরাশরনন্দন এই পর্ব্বে চতুর্দ্দশ সহস্র সপ্ত শত সপ্ত শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

হে মহর্ষিগণ! ইহার পরেই অতি প্রশস্ত অনুশাসনপর্ব্ব। কুরুরাজ যুধিষ্ঠির ভাগীরথীপুত্র ভীষ্মের নিকট ধর্ম্মনির্ণয় শ্রবণ করিয়া হতশোক ও স্থিরচিত্ত হইলেন। এই পর্ব্বে ধর্ম্ম ও অর্থের অনুকূল যাবতীয় ব্যবহার প্রদর্শন, অশেষবিধ দানের পৃথক্ পৃথক্ ফল নির্দ্দেশ, সদসৎ পাত্র বিবেক, দানবিধি কথন, আচারবিধি নির্ণয়, সত্যস্বরূপ নিরূপণ, গো-ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, দেশকালানুসারে ধর্ম্মরহস্য মীমাংসা, ও ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ কীর্ত্তিত আছে। ধর্ম্মনির্ণয়যুক্ত বহুবৃত্তান্তালঙ্কৃত অনুশাসন নামক ত্রয়োদশ পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। এই পর্ব্বে এক শত ষট্‌চত্বারিংশৎ অধ্যায় ও অষ্ট সহস্র শ্লোক সংখ্যাত আছে।

তৎপরে আশ্বমেধিক নামক চতুর্দ্দশ পর্ব্ব। সংবর্ত্তমুনি ও মরুত্তরাজার উপাখ্যান, যুধিষ্ঠিরের হিমালয়স্থিত সুবর্ণরাশি প্রাপ্তি ও পরীক্ষিতের জন্ম। পরীক্ষিৎ অশ্বত্থামার অস্ত্রানলে দগ্ধ

হইয়াছিলেন; কৃষ্ণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে জীবন দান করেন। উৎকৃষ্ট যজ্ঞীয় অশ্ব রক্ষার্থ তদনুগামী অর্জ্জুনের নানা স্থানে কুপিত রাজপুত্রগণের সহিত যুদ্ধ। চিত্রাঙ্গদাগর্ভসম্ভূত নিজপুত্র বভ্রুবাহনের সহিত সংগ্রামে অর্জ্জুনের প্রাণসংশয় ঘটে। অশ্বমেধযজ্ঞে নকুলবৃত্তান্ত কীর্ত্তন। পরমাদ্ভুত আশ্বমেধিকপর্ব্ব উক্ত হইল। তত্ত্বদর্শী মহর্ষি এই পর্ব্বে এক শত তিন অধ্যায় ও তিন সহস্র তিন শত বিংশতি শ্লোক নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তৎপরে আশ্রমবাস নামক পঞ্চদশ পর্ব্ব। রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বিদুর ও গান্ধারী সমভিব্যাহারে অরণ্য প্রবেশ পূর্ব্বক ঋষিদিগের আশ্রমে বাস করেন। গুরুশুশ্রূষা-পরায়ণা কুন্তী তাঁহাকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া পুত্ররাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদনুগামিনী হইলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধহত লোকান্তরগত পুত্রপৌত্রগণ ও অন্যান্য পার্থিবদিগকে জীবিত পুনরাগত অবলোকন করিলেন। তিনি মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের প্রসাদাৎ এইরূপ অত্যুৎকৃষ্ট আশ্চর্য্য সন্দর্শন করিয়া শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক সস্ত্রীক পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। বিদুর ও মহামাত্য বিদ্বান্ জিতেন্দ্রিয় সঞ্জয় ধর্ম্মপথ আশ্রয় করিয়া সদ্গতি পাইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নারদের সন্দর্শন পাইয়া তাঁহার প্রমুখাৎ যদুবংশীয়দিগের কুলক্ষয়বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন। অত্যদ্ভুত আশ্রমবাসাখ্য পর্ব্ব উক্ত হইল। তত্ত্বদর্শী ব্যাস এই পর্ব্বে দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায় ও এক সহস্র পাঁচ শত ছয় শ্লোক গণনা করিয়াছেন।

হে মহর্ষিগণ! অতঃপর অতি দারুণ মৌষলপর্ব্ব জানিবেন। এই পর্ব্বে ব্রহ্মশাপনিগৃহীত পুরুষশ্রেষ্ঠ যাদবেরা আপানে (৩৪) সুরাপানে মত্ত ও দৈবপ্রেরিত হইয়া এরকারূপী (৩৫) বজ্র দ্বারা পরস্পর প্রহার করেন। রাম ও কেশব কুলক্ষয় করিয়া পরিশেষে উভয়ে সর্ব্বসংহারকারী উপস্থিত কালকে অতিক্রম করিলেন না। নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন আসিয়া দ্বারকা যাদবশূন্য নিরীক্ষণ করিয়া যৎপরোনাস্তি বিষাদ ও মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইলেন। তিনি আত্মমাতুল নরশ্রেষ্ঠ বসুদেবের সংস্কার করিয়া কৃষ্ণ, বলরাম, ও অন্যান্য প্রধান প্রধান যাদবদিগেরও সংস্কার করিলেন। অনন্তর দ্বারকা হইতে বালক ও বৃদ্ধদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে যাইতে বিপৎকালে গাণ্ডীবের পরাক্রমক্ষয় ও দিব্যাস্ত্র সমুদায়ের স্ফূর্ত্তি অবলোকন করিলেন, এবং যাদব-রমণীদিগের অপহরণ এবং প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্যের অনিত্যতা দর্শনে সাতিশয় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মরাজসন্নিধানে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সন্ন্যাসাবলম্বনের বাসনা করিলেন। মৌষল নামক ষোড়শ পর্ব্ব পরিকীর্ত্তিত হইল। তত্ত্বদর্শী দ্বৈপায়ন এই পর্ব্বে আট অধ্যায় ও তিন শত বিংশতি শ্লোক সংখ্যা করিয়াছেন।

তৎপরে মহাপ্রস্থানিক নামক সপ্তদশ পর্ব্ব। এই পর্ব্বে পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দ্রৌপদী সমভি-ব্যাহারে মহাপ্রস্থান গমন করেন। তাঁহারা লৌহিত্যসাগরতীরে

(৩৪) যে স্থানে উপবিষ্ট হইয়া সুরাপান করে।

(৩৫) এরকা তৃণবিশেষ, খড়ী।

উত্তীর্ণ হইয়া অগ্নির সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। অর্জ্জুন মহাত্মা অগ্নির আদেশানুসারে পূজা পূর্ব্বক তাঁহাকে সর্ব্ব-ধনুঃশ্রেষ্ঠ দিব্য গাণ্ডীব প্রদান করিলেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীকে ক্রমে ক্রমে নিপতিত ও নিধনপ্রাপ্ত দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। মহাপ্রস্থানিক নামক সপ্তদশ পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। তত্ত্বদর্শী ঋষি এই পর্ব্বে তিন অধ্যায় ও তিন শত বিংশতি শ্লোক নিরূপণ করিয়াছেন (৩৬)।

তৎপরে অলৌকিক অত্যাশ্চর্য্য স্বর্গপর্ব্ব। মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্ম-রাজ দয়ার্দ্রহৃদয়তা প্রযুক্ত স্বসমভিব্যাহারী কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকাগত দিব্য রথে আরোহণ করিতে সম্মত হইলেন না। ধর্ম্ম, মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের এইরূপ অবিচলিত ধর্ম্মনিষ্ঠা দর্শনে পরম প্রীত হইয়া, কুক্কুররূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন দিলেন. যুধিষ্ঠির তৎসমভিব্যাহারে স্বর্গারোহণ করিলেন। দেবদূত ছলক্রমে তাঁহাকে নরক দর্শন করাইল। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সেই স্থানে অবস্থিত আজ্ঞানুবর্ত্তী ভ্রাতৃগণের কাতর শব্দ শ্রবণ করিলেন। ধর্ম্ম ও ইন্দ্র

---

(৩৬) শ্লোকানাঞ্চ শতত্রয়ম্। বিংশতিশ্চ তথা শ্লোকাঃ সংখ্যাতা-স্তত্ত্বদর্শিনা। এই স্থলে যথাশ্রুত অর্থ লিখিত হইল। কিন্তু মহাপ্রস্থান পর্ব্বে এক শত ত্রয়োবিংশতি শ্লোকের অধিক নাই। এই নিমিত্ত টীকাকার নীলকণ্ঠ সমাসবলে শতত্রয়ম্ এই শব্দে এক শত তিন এই অর্থ করিয়া বিংশতি সহযোগে এক শত ত্রয়োবিংশতি এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তাঁহার ক্ষোভ নিরাকরণ করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধি আকাশগঙ্গায় অবগাহন করিয়া মানবদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গে স্বধর্ম্মার্জ্জিত স্থান প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ সমভিব্যাহারে পরমাদরে ও পরমানন্দে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ব্যাসদেব-প্রোক্ত স্বর্গারোহণ নামক অষ্টাদশ পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। মহাত্মা ঋষি এই পর্ব্বে পাঁচ অধ্যায় ও দুই শত নয় শ্লোক সংখ্যা করিয়াছেন।

এইরূপে অষ্টাদশ পর্ব্ব সবিস্তর উক্ত হইল। তৎপরে হরিবংশ ও ভবিষ্যপর্ব্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। মহর্ষি হরিবংশে দ্বাদশ সহস্র শ্লোক গণনা করিয়াছেন।

মহাভারতীয় পর্ব্বসংগ্রহ কীর্ত্তিত হইল (৩৭)।

যুদ্ধাভিলাষে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী একত্র সমাগত হইয়াছিল। অষ্টাদশ দিবস ঐ মহাদারুণ যুদ্ধ হয়।

যে দ্বিজ অঙ্গ (৩৮) ও উপনিষদ্ সহিত চারি বেদ জানেন,

---

(৩৭) পর্ব্বসংগ্রহে যেরূপ অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা লিখিত হইল, প্রতিপর্ব্বেই তাহার ন্যূনাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বনপর্ব্বে ও হরিবংশে অত্যন্ত অসঙ্গত। প্রতিজ্ঞাত সংখ্যা অপেক্ষা বনপর্ব্বে প্রায় ছয় সহস্র শ্লোক অধিক, হরিবংশে ন্যূনাধিক চারি সহস্র। পণ্ডিতেরা মীমাংসা করেন, লিপিকরপ্রমাদবশতঃ এইরূপ সংখ্যাগত ন্যূনাধিক্য ঘটিয়াছে।

(৩৮) শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ছন্দঃ, এই ছয়, বেদের উচ্চারণনিয়মবোধক শাস্ত্রের নাম শিক্ষা, যে শাস্ত্রে বৈদিক

কিন্তু এই আখ্যান গ্রন্থ জানেন না, তিনি কখনই বিচক্ষণ নহেন। অমিতবুদ্ধি ব্যাসদেব এই গ্রন্থকে অর্থশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, ও কামশাস্ত্র স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন পুংস্কোকিলের কলরব শ্রবণ করিয়া কর্কশ কাকশব্দ শ্রবণে অনুরাগ হয় না, সেইরূপ এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রান্তর শ্রবণে অভিরুচি থাকে না। যেমন পঞ্চভূত হইতে ত্রিবিধ লোকসৃষ্টি নিষ্পন্ন হয়, সেইরূপ এই সর্ব্বোত্তম ইতিহাস গ্রন্থ হইতে কবিগণের বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। যেমন চতুর্ব্বিধ (৩৯) প্রজা অন্তরীক্ষের অন্তর্গত, হে দ্বিজগণ! সেইরূপ যাবতীয় পুরাণ এই উপাখ্যানের অন্তর্ব্বর্ত্তী। যেমন মনের ক্রিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়, সেইরূপ এই আখ্যানশাস্ত্র অশেষবিধ ক্রিয়া (৪০) ও গুণের (৪১) আশ্রয়। যেমন আহার ব্যতিরেকে শরীরধারণের অন্য উপায় নাই, সেইরূপ এই উপাখ্যানের অন্তর্গত কথা ব্যতিরিক্ত ভূমণ্ডলে আর কথা নাই। যেমন অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষী ভৃত্যেরা সৎকুলজাত প্রভুর সেবা করিয়া থাকে, সেইরূপ, সমস্ত কবিগণ এই উপাখ্যানের উপাসনা করেন। যেমন গৃহস্থাশ্রম অন্যান্য সমস্ত আশ্রম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সেইরূপ এই কাব্য অন্যান্য কবিকৃত যাবতীয় কাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

ক্রিয়ার বিবরণ আছে, তাহাকে কল্প কহে, আর বেদান্তর্গত দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যাকারক শাস্ত্রের নাম নিরুক্ত।

(৩৯) জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ।

(৪০) অধ্যয়ন, দান, যজন প্রভৃতি।

(৪১) শম, দম, ধৈর্য্য, ক্ষমা, সত্য প্রভৃতি।

তোমাদিগের সর্ব্বদা ধর্ম্মে মতি হউক, পরলোকগত ব্যক্তির ধর্ম্মই একমাত্র বন্ধু। অর্থ ও স্ত্রী সাতিশয় নৈপুণ্য সহকারে উপাসিত হইলেও কোনকালে আত্মীয় ও স্থায়ী হয় না।

যে ব্যক্তি দ্বৈপায়নের ওষ্ঠপুটবিগলিত অপ্রমেয় পরম পবিত্র পাপহর মঙ্গলকর ভারতপাঠ শ্রবণ করে, তাহার পুষ্কর (৪২) জলাভিষেকের প্রয়োজন কি? ব্রাহ্মণ দিবাভাগে ইন্দ্রিয়সেবা দ্বারা যে পাপ সঞ্চয় করেন, মহাভারত কীর্ত্তন করিলে সায়ংকালে সেই পাপ মুক্ত হয়েন। আর রাত্রিকালে কায়মনোবাক্যে যে পাপানুষ্ঠান করেন, ভারত কীর্ত্তন করিলে প্রাতঃকালে তাহা হইতে মুক্ত হয়েন। যে ব্যক্তি বহুশ্রুত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে স্বর্ণশৃঙ্গ-সমন্বিত গোশত দান করে, আর যে ব্যক্তি পরম পবিত্র ভারতকথা নিত্য শ্রবণ করে, সেই দুই জনের তুল্য ফল লাভ হয়। যেমন বিস্তীর্ণ সমুদ্র তরণীযোগে অনায়াসগম্য হয়, সেইরূপ অগ্রে পর্ব্বসংগ্রহ শ্রবণ করিলে এই অত্যুৎকৃষ্ট মহৎ আখ্যানশাস্ত্র মনুষ্যের পক্ষে সুগম হয়।

(৪২) পরম পবিত্র তীর্থ বিশেষ।





মহাভারত।

আদিপর্ব্ব।



প্রথম অধ্যায়—অনুক্রমণিকা।

১। "আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তুনির্দ্দেশোবাপি তন্মুখম্" এই শাস্ত্রবাক্য অনুসারে কাব্যের আরম্ভে নারায়ণ, নর এবং সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করিয়া গ্রন্থারম্ভ করা হইয়াছে। নর সম্বন্ধে পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২। কুলপতি—"মুনীনাং দশ সাহস্রং যোঽন্নদানাদি পোষণাৎ। অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিরসৌ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥" অর্থাৎ যে বিপ্রর্ষি দশ সহস্র মুনিকে অন্নাদি দান করিয়া অধ্যাপনা করেন, তিনি কুলপতি-বাচ্য। শৌনক—পুরাণ-বক্তা মুনিবিশেষ। নৈমিষারণ্য—এই অরণ্য গোমতী নদীর তীরে, পাঞ্চাল এবং উত্তর কোশল রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান লক্ষ্মৌ নগর হইতে প্রায় ২২ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে ইহার অবস্থিতি নির্ণয় করা হয়। সূত—এই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন

অর্থসমূহ যথা,—সারথি, সূর্য্য; সূত্রধর জাতি, ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে উৎপন্ন প্রতিলোমজ সঙ্কীর্ণ জাতি; স্তুতিপাঠক, বন্দী, পুরাণ-বক্তাবিশেষ। পদ্মপলাশলোচন—পদ্মপত্রের ন্যায় শ্যামবর্ণ চক্ষু বিশিষ্ট।

৩। জনমেজয়—পরীক্ষিতের পুত্র; ইনি বৈশম্পায়নের নিকট সমগ্র মহাভারত শ্রবণ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু, তৎপুত্র পরীক্ষিৎ। পরীক্ষিতের সর্পদংশনে মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া তৎ-প্রতীকারার্থে সর্পকুলধ্বংসের নিমিত্ত জনমেজয় এক যজ্ঞ করেন। যজ্ঞের মন্ত্রবলে যাবতীয় সর্পগণ উপস্থিত হইয়া অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিল, কেবল কয়েকটী প্রধান সর্প জীবিত ছিল। বৈশম্পায়ন—মহাভারত-বক্তা ব্যাসশিষ্য মুনিবিশেষ। সমন্তপঞ্চকতীর্থ—ইহার ইতিবৃত্ত মূলের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে দ্রষ্টব্য। অগ্নিহোত্র—সাগ্নিকের প্রাত্যহিক হোম; সাগ্নিকগণ প্রত্যহ প্রাতে ও সায়ংকালে এই হোম করিয়া থাকেন; ইহা দুই প্রকার,—মাস-সাধ্য ও যাবজ্জীবন-সাধ্য; যাবজ্জীবন-সাধ্য হোমের রক্ষিত অগ্নিদ্বারা অন্তিমে দাহ কার্য্য হয়।

৪। ব্রহ্মর্ষি—বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণ-ঋষি। ভারতাখ্য—ভারত (মহা-ভারত) আখ্যা যার, বহুব্রীহি। বেদ চতুষ্টয়—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ। শাস্ত্রান্তর—অন্য শাস্ত্র শাস্ত্রান্তর, নিত্য সমাস। আত্মতত্ত্ব—আপনার স্বরূপ, আপনার যথার্থ অবস্থা। বেদানুসারে তত্ত্বভাসক নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্য-স্বভাব প্রত্যক্-চৈতন্য।

৫। স্থূল—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। সূক্ষ্ম—অতীন্দ্রিয় বা অধ্যাত্ম বস্তু। স্থাবর—স্থিতিশীল বস্তু। জঙ্গম—গমনশীল বস্তু; গম্ (যঙ্ লুগন্ত) অন্ কর্ত্তরি। হুতাশন—হুতং অশ্নাতি ইতি হুত শব্দ-অশ্ + অনট্ কর্ত্তরি। যে অনাদ...করেন—যাঁহার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেন। সামগ—

সামবেদী। প্রত্যক্ষ—অক্ষির প্রতি প্রত্যক্ষ, অব্যয়ীভাব সমাস : সাক্ষাৎ। মায়াপ্রপঞ্চরূপ—মায়ার ভ্রমস্বরূপ। অতাত্ত্বিক বিশ্ব—যে বিশ্বের মধ্যে তত্ত্বের সম্বন্ধ নাই ; মায়াবাদীদিগের মতে এই বিরাট্ সংসার কেবল মায়াপ্রপঞ্চস্বরূপ; ইহার যাথার্থ্য কিছুই নাই। সাঙ্খ্যের মতে মূল প্রকৃতি,মহৎ,অহঙ্কার, মনঃ, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চমহাভূত এই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার তত্ত্ব। এই বিশ্ব কেবল অনাদিমধ্যান্ত অজ অবৃদ্ধিক্ষয় অচ্যুত বিশ্বনাথের মূর্ত্তিমাত্র. তাঁহার মূর্ত্তিরূপে কল্পনা না করিলে ইহাতে সত্য কিছুই নাই। পুরুষার্থ—পুরুষের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষরূপ প্রয়োজন। মুক্তি—মোক্ষলাভ ; আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ; ন্যায়ের মতে, প্রমাণ, প্রমেয়, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয় ; বৈশেষিকের মতে দ্রব্যাদি সপ্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের নাম মুক্তি ; মীমাংসার মতে বেদের কর্ম্মকাণ্ড অবলম্বনে যজ্ঞানুষ্ঠান মুক্তির উপায়, সাঙ্খ্যের মতে প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক বা ভেদজ্ঞান হইলে মুক্তি হয় ; পাতঞ্জলের মতে ষড়্বিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানলাভে মুক্তি হয় এবং বেদান্তের মতে ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির উপায়। এখানে বেদান্তের মতই গৃহীত হইয়াছে। ব্যাসদেব বেদান্তপ্রণেতা ছিলেন বলিয়া তাঁহার মহাভারতে বেদান্তমতের প্রাধান্য দেখা যায়। বেদান্তের মতে এই বিশ্ব সংসারের সকল পদার্থই পরব্রহ্মমূর্ত্তিস্বরূপ এবং তাঁহার উপাসনা করিয়া তাঁহার স্বরূপ অবগত হইলেই মুক্তিলাভ হয়। কালত্রয়ে—ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে। নিদান—কারণ। চরাচর—চর (জঙ্গম) অচর (স্থাবর)—যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম পদার্থের সমবায়। চরণারবিন্দ—চরণ অরবিন্দ ইব উপমিত সমাস।

৬। দ্বিজাতিরা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতীয় দ্বিজেরা। সংক্ষেপে ও বাহুল্যে—কেহ সংক্ষেপে, কেহ বা বাহুল্যে।

লৌকিক সময়ে—লোকব্যবহারিক আচারে, অথবা ব্যবহারিক ভাষা সঙ্কেতে।

৭। নিরাকার অথচ সর্ব্বত্রসম কিরূপে হইতে পারে? সনাতন-নিত্য, শাশ্বত। লোকপিতামহ—মূলে পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৮। রুদ্র—অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিণাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর, ঈশ্বর এই একাদশবিধ গণ-দেবতাবিশেষ। স্বায়ম্ভুব মনু —স্বয়ম্ভুপুত্র, প্রথম মনু; স্বয়ম্ভু—সৃষ্টি বিষয়ে রজোগুণময় ব্রহ্মা, পালন বিষয়ে সত্ত্বগুণময় বিষ্ণু, সংহার বিষয়ে তমোগুণময় মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তি। প্রাচেতস—বরুণপুত্র, পক্ষান্তরে বাল্মীকি। দক্ষ—ব্রহ্মার পুত্র, প্রজাপতিবিশেষ। অপ্রমেয়—যাঁহার পরিমাণ করা যায় না; অবিজ্ঞেয়; বেদান্তমতে দেহেন্দ্রিয় বুদ্ধি প্রভৃতির অগোচর। বিশ্বদেব—গণদেবতা-বিশেষ। একাদশ আদিত্য—অদিতি শব্দ+ষ্ণ্য অপত্যার্থে, অথবা, অ (অভাব) আদি+ত্য (ভাবার্থে), যিনি অভাবাদি বিপদ্‌সমূহে আবির্ভূত হন। আদিত্য-সংখ্যা একাদশের পরিবর্ত্তে দ্বাদশই প্রায় দৃষ্ট হয়; নাম যথা—বিবস্বান্, অর্য্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা (কালিকা পুরাণের মতে সোম), বরুণ, মিত্র শক্র, অতিতেজা বা উরুক্রম। এই দ্বাদশ আদিত্যের, কশ্যপের ঔরসে ও অদিতির গর্ভে জন্ম হয়। ঋগ্বেদে আদিত্য সংখ্যা ছয়;—মিত্র, অর্য্যমা, ভগ,বরুণ, দক্ষ ও অংশ। অন্যত্র সাত বা আট। তৈত্তিরিয়ে মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, অংশু, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান্ এই অষ্ট আদিত্যের নাম পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ আছে। অষ্টবসু—ভব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভব। অশ্বিনীকুমারযুগল—সূর্য্যের ঔরসে ও তৎপত্নী অশ্বিনীরূপিণী সংজ্ঞার গর্ভে ইঁহারা যমজপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা সর্ব্বদাই একত্রে থাকিতেন; স্বর্গবৈদ্য।

যক্ষ—কুবেরের অনুচর দেবযোনিবিশেষ। সাধ্যগণ—মনঃ, মন্তা, প্রাণ, নর, প্রাণ, বীর্য্যবান্, বিনির্ভয়, নয়, দংস, নারায়ণ, বৃষ ও প্রভু এই দ্বাদশবিধ গণদবতা-বিশেষ। গুহ্যগণ—গুহ্যকগণ হইবে—দেবযোনি-বিশেষ পিতৃগণ—অগ্নিষাত্ত, বর্হির্ষদ্, সুভাস্বর, আজ্যপ, উপহূত, ক্রব্যাদ, সুকালিন,—এই সপ্ত পিতৃলোক।

৯। স্বাধিষ্ঠানভূত—স্বাধিষ্ঠান শব্দের অর্থ লিঙ্গমূলস্থ সুষুম্না নাড়ীর অন্তর্গত ষড়্দল পদ্মবিশেষ; যিনি সেই ষট্চক্র মধ্যে অবস্থান করেন, তিনি স্বাধিষ্ঠানভূত। প্রলয়কালে এই সাক্ষাৎদৃষ্ট জগৎ ষট্ চক্রান্তবর্ত্তী ভগবানে বিলীন হইয়া যাইবে।

১০। অর্জ্জুনমিশ্র-মতে দিবের অর্থ অদিতি হইলে, দিবের অত্রোল্লিখিত একাদশ পুত্রের নামের সহিত ৮ম অনুচ্ছেদ টীকোল্লিখিত দ্বাদশ আদিত্যের নাম তুলনা করিয়া দ্রষ্টব্য।

১১। ব্যাখ্যা—অপরের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া; ধারণা—আপনার হৃদয়ঙ্গম করা।

১২। সত্যবতী-নন্দন—মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস; পরাশর মুনির ঔরসে মৎস্যগন্ধা বা সত্যবতীর গর্ভে ইহার জন্ম। ভূতভাবন স্থষ্টিকর্ত্তা। হিরণ্যগর্ভ—ব্রহ্মা; এতস্ম অণ্ডং হিরণ্যবর্ণমভবৎ।” তথাচ স্মৃতিঃ। “হিরণ্যবর্ণমভবত্তদণ্ডমুদকেশয়ং। তত্র যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুরিতি বিশ্রুতঃ॥” বেদাঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয় প্রকার বেদের অবয়ব গ্রন্থ। উপনিষৎ—বেদের যে অংশে ঈশ্বর-নিরূপণ আছে; জ্ঞানকাণ্ড, বেদান্ত; উপনিষৎ বিদ্যা আর্য্যগণের শ্রেষ্ঠ বিদ্যা; ইহার প্রভাবে পরব্রহ্মকে পাওয়া যায়; ইহার দ্বারা ব্রহ্মের আত্মভাব পাওয়া যায়, এইজন্য ইহাকে উপনিষদ্ বলে। চাতুর্ব্বণ্য—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণ সম্বন্ধীয়। চতুর্যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি।

১৩। রহস্যজ্ঞানশালিতা প্রযুক্ত—গূঢ় তত্ত্ব জানার জন্য। বিতথ—অসত্য, অলীক, বিফল। অন্যান্য সমস্ত আশ্রম—ব্রহ্মচর্য্য, বাণপ্রস্থ ও যতী।

১৪। গণনায়ক—গণেশ। বিঘ্নরাজ—বিঘ্নবিনাশ করিয়া সিদ্ধি দান করেন বলিয়া এই নাম। অর্থগ্রহ—অর্থবোধ। গ্রন্থগ্রন্থি—জটিল বিষয়। শুক (দেব)—ব্যাসদেবের পুত্র। অস্ফুটার্থতা—কূটার্থতা, দুরূহতা। ব্যাসকূট—ব্যাসদেবের রচিত গ্রন্থগ্রন্থিস্বরূপ দুর্ব্বোধ ও অস্পষ্ট শ্লোক। মন্থর—ধীর।

১৫। "অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥" জীবলোক···আলোকময় করিয়াছে—রূপক অলঙ্কার। চন্দ্রোদয়ে কুমুদ প্রস্ফুটিত হয়। নিরুক্ত—নিশ্চয়রূপে কথিত, মীমাংসিত।

১৬। নিয়োগানুসারে—আদেশানুসারে। বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে—অর্থাৎ তাঁহার পত্নীর ঔরসে।

১৭। গান্ধারী—ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী,দুর্য্যোধনাদির মাতা এবং গান্ধার-রাজকন্যা। কুন্তী—যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনের জননী, পাণ্ডুপত্নী। ধার্ত্তরাষ্ট্র—দুর্য্যোধনাদি। সংহিতা—ধর্ম্মশাস্ত্র।

১৮। প্রতিষ্ঠিত—প্রখ্যাত। আসিত দেবল—ব্যাস-শিষ্যদ্বয়। দুর্য্যোধন অধর্ম্মময় ইত্যাদি—বিপরীত কথন যত্ন পূর্ব্বক লক্ষিতব্য। মহাভারতে পাপ ও পুণ্য, অধর্ম্ম ও ধর্ম্মের ফলাফলের সুন্দর দৃশ্য অঙ্কিত-আছে ; দুর্য্যোধনের পক্ষ অধর্ম্মপক্ষ, পাপপক্ষ ; যুধিষ্ঠিরের পক্ষ ধর্ম্মপক্ষ ; দুর্য্যোধনের প্রধান সহায় কর্ণ শকুনি এবং দুঃশাসন ও তাঁহার প্রশ্রয়দাতা ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং। যুধিষ্ঠিরের প্রধান সহায় ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব, এবং তাঁহার উৎসাহদাতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ; পরন্তু তিনি বেদ ও ব্রাহ্মণে ভক্তিপরায়ণ।

১৯।২০। পাণ্ডুর প্রতি অভিশাপ ও যুধিষ্ঠিরাদির জন্মবিবরণ মহাভারতের যথাস্থানে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে; এই বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য। কুন্তী—যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনের মাতা; মাদ্রী—নকুল ও সহদেবের গর্ভধারিণী। স্ত্রীসম্ভোগকালে মৃত্যু হইবে, পাণ্ডুর প্রতি এইরূপ অভিশাপ ছিল। বহুকাল ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া রাখিয়া পুত্রগণের জন্মের কিছু দিন পরে তিনি মাদ্রীকে সঙ্গে লইয়া বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে যান ও তথায় কামাসক্ত হইয়া তাঁহার সম্ভোগাভিলাষ করেন। সম্ভোগকালেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং মাদ্রী সহমৃতা হন।

২১। সমাগত রাজগণ সমক্ষে দুরূহ কর্ম্ম করিয়া—অদ্ভুত উপায়ে লক্ষ্যভেদ করিয়া। আহরণ—আয়োজন। বাসুদেব—কৃষ্ণ। জরাসন্ধ—বৃহদ্রথের পুত্র. দুই মাতার গর্ভে অর্দ্ধ অর্দ্ধ কলেবর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। জরানাম্নী রাক্ষসী সেই দুই খণ্ড সন্ধিত করিয়া লালন পালন করিয়াছিল, সেই জন্য এই নাম। ভীম জরাসন্ধকে বধ করিয়াছিলেন। শিশুপাল—চেদিরাজ; কংসের ভ্রাতা।

অজিন—মৃগচর্ম্ম। জবনিকা—পরদা, তিরস্করিণী। ময়দানব—দৈত্যগণের শিল্পী। দ্যূতক্রীড়া—অক্ষক্রীড়া। ভীষ্ম—ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠতাত। দ্রোণ—কুরু-পাণ্ডবদিগের অস্ত্রগুরু। কৃপাচার্য্য—শরদ্বান্ মুনির পুত্র।

২২। মোহাভিভূত—বুদ্ধিভ্রষ্ট। গান্ধার রাজ—এখানে, শকুনি, দুর্য্যোধনের মাতুল।

২৩। দ্রৌপদী—পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা; যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতার পত্নী। সুভদ্রা—শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী, অর্জ্জুনের পত্নী। ইন্দ্রপ্রস্থ—যুধিষ্ঠিরের রাজধানী; উত্তরকালে দিল্লীনামে খ্যাত হয়। এই অনুচ্ছেদে কৌশলক্রমে ধৃতরাষ্ট্রের মুখে সমগ্র মহাভারতের সার সংক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মহাভারতের প্রধান প্রধান ঘটনা-

সমূহ এখানে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, সুভদ্রা-হরণ, খাণ্ডবদাহ, যতুগৃহ দাহ, জরাসন্ধ বধ, রাজসূয় যজ্ঞ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, অক্ষক্রীড়ায় পাণ্ডবদিগের পরাজয়, পাণ্ডবদিগের বনগমন, অর্জ্জুনের পাশুপত অস্ত্রলাভ, অর্জ্জুনের স্বর্গে গমন ও কালকেয়দিগের পরাজয়, ঘোষযাত্রা, যক্ষরূপী ধর্ম্মের যুধিষ্ঠির সমীপে আগমন, উত্তরা-সম্প্রদান, ভীষ্মের শরশয্যা, অভিমন্যু বধ, জয়দ্রথ বধ, দ্রোণাচার্য্য বধ, দুঃশাসনের রক্তপান প্রভৃতি মহাভারতীয় ঘটনাসমূহের আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল ঘটনা মহাভারতের যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থানে তাহার বিবরণ দিলে পুস্তকের কলেবর বর্দ্ধিত হইবে মাত্র। সত্যসন্ধ—সফলপ্রতিজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ। ধনঞ্জয়—অর্জ্জুন। কুবের—ধনাধি-পতি। ঘোষযাত্রা—ঘোষপল্লীতে যাত্রা, পূর্ব্বে রাজগণ স্বীয় অধীনস্থ ঘোষপল্লীতে গমন করিয়া গো সমুদায়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধন এই ঘোষযাত্রার ছলে পাণ্ডবদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া ছিলেন। উত্তরার সহিত অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুর বিবাহ হইয়া-ছিল। অক্ষৌহিনী—(অক্ষ—গজাদি সমূহ, উহিনী [উহ্-তর্ককরা, পাওয়া+ইন্ কর্ত্তরি]—১০৯৩৫০ পদাতি, ৬৫৬১০ অশ্ব, ২১৮৭০ হস্তী, এবং ২১৮৭০ রথ, সমুদায়ে ২১৮৭০০ সংখ্যক সৈন্য। গাণ্ডীব—অর্জ্জুনের ধনু। অর্জ্জুন রথোপরি মোহাবিষ্ট হইতে ইত্যাদি—এস্থলে গীতা দ্রষ্টব্য। শিখণ্ডী—দ্রুপদ্‌রাজার পুত্র, নপুংসক; ভীষ্ম যুদ্ধযাত্রাকালে অযাত্রা দর্শন করিলে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতেন, "শিখণ্ডী দ্রুপদ্‌পুত্র নপুংসক জাতি। তার মুখ দেখি ধনু থু'লা মহামতি॥" কাশীরাম দাস। ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিলে পর তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া বারি প্রার্থনা করেন। কেহই তাঁহার পিপাসা শান্ত করিতে পারিলেন না, পরে অর্জ্জুন শর-দ্বারা পৃথিবী ভেদ করিয়া তাঁহার জন্য জল বাহির করিয়া দিলেন। জয়দ্রথ—সিন্ধুদেশের রাজা, দুর্য্যোধনের ভগিনী দুঃশলার স্বামী।

সাত্যকি—যদুবংশীয় ক্ষত্রিয় বিশেষ, কৃষ্ণের সারথি। কোদণ্ড—ধনুক। কৃতবর্ম্মা—হৃদিকার পুত্র যাদব বিশেষ। কৃপ—পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য। ঘটোৎকচ—হিড়িম্বারাক্ষসীর গর্ভে ভীমের ঔরসজাত পুত্র। ধৃষ্টদ্যুম্ন—দ্রুপদ—পুত্র। শৈব্য—নৃপতি বিশেষ। সৃঞ্জয়—নৃপতি বিশেষ। সুহোত্র—চন্দ্র-বংশীয় বৃহদিষু রাজপুত্র। রন্তিদেব—চন্দ্রবংশীয় রাজা বিশেষ, সাঙ্কৃতির পুত্র। কাক্ষীবান্—দীর্ঘতমা নামক ঋষির শূদ্রা-গর্ভজাত পুত্রবিশেষ। অপরপক্ষে গৌতমের পুত্র, চণ্ডকৌশিকের পিতা। বাহ্লীক—গন্ধর্ব্ব-বিশেষ। দমন—মুনি বিশেষ। শর্য্যাতি—বৈবস্বত মুনির পুত্র। নল—প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ নিষধাধিপতি; ইনি দময়ন্তীর স্বামী। বিশ্বামিত্র—গাধিরাজপুত্র মহাতেজোময় রাজর্ষি। অম্বরিষ—(১) সূর্য্যবংশীয় নাভাগের পুত্র রাজা বিশেষ; (২) মান্ধাতার পুত্র, বিন্দুমতীর গর্ভজাত; (৩) পুলহ নামক ব্রহ্মর্ষির পুত্র ঋষি বিশেষ; (৪) বৃষাগির রাজার পুত্র রাজর্ষি বিশেষ; (৫)প্রসুশ্রুতের পুত্র। মরুত্ত—চন্দ্রবংশীয় জনৈক যাজ্ঞিক রাজা। মনু—(১) ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা মুনি বিশেষ; প্রতিকল্পে স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষ-সাবর্ণি, ব্রহ্ম-সাবর্ণি, ধর্ম্ম-সাবর্ণি, রুদ্র-সাবর্ণি, দেব-সাবর্ণি, ও ইন্দ্র-সাবর্ণি এই চতুর্দ্দশ মনু হইয়া থাকেন; এক্ষণে বৈবস্বত মনু; (২) সূর্য্যপুত্র, পৃথিবীর প্রথম রাজা। ইক্ষ্বাকু—বৈবস্বত মনুর পুত্র, সূর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা। গয়—(১) গয়াসুর, ইনি গয়াতে নিহত হন; (২) অমূর্ত্তরাজার পুত্র নৃপতি বিশেষ; ইনি গয়াপুরী স্থাপন করেন। ভরত—দুষ্মন্তরাজার ঔরসে শকুন্তলার গর্ভজাত পুত্র, চন্দ্রবংশীয় রাজা; ইহাঁর নামানুসারে আর্য্যভূমির "ভারত" নাম হয়। শশবিন্দু—চিত্ররথপুত্র নৃপতি বিশেষ। ভগীরথ—সূর্য্যবংশীয় রাজা দিলীপের পুত্র; ইনিই পৃথিবীতে গঙ্গা আনয়ন করিয়া ছিলেন।

কৃতবীর্য্য—কার্ত্তবীর্য্যের পিতা রাজাবিশেষ। জনমেজয়—পরীক্ষি-

তের পুত্র (ইনি ধৃতরাষ্ট্রের পরকালীয়; সুতরাং ইহাঁর নামোল্লেখ কিরূপে হইল বুঝা গেল না)। যযাতি—নহুষ রাজার পুত্র, ইনি শুক্রশাপে জরাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। চৈদ্যরাজ—শিশুপালের পিতা বা শিশুপাল স্বয়ং। পুরু - যযাতিরাজার কনিষ্ঠ পুত্র; শর্ম্মিষ্ঠা গর্ভসম্ভূত; ইনি পিতার জরা গ্রহণ করিয়া রাজ্যাধিকারী হইয়াছিলেন। কুরু-পাণ্ডব বংশ ইঁহা হইতে উদ্ভূত। পরবর্ত্তীকালে পুরু নামে অন্য একজন রাজা ছিলেন, তাঁহার সহিত আলেক্‌জন্দারের যুদ্ধ হইয়া ছিল। কুরু—চন্দ্রবংশীয় নৃপতি বিশেষ, সূর্য্যকন্যা তপতীর গর্ভে সম্বরণের ঔরস-জাত পুত্র। যদু—দেবযানির গর্ভজাত যযাতিরাজার জ্যেষ্ঠপুত্র, কৃষ্ণের পূর্ব্বপুরুষ। যুবনাশ্ব—সূর্য্যবংশীয় রাজা বিশেষ, মান্ধাতার পিতা! ককুৎস্থ—রামায়ণে বর্ণিত আছে যে ইনি ভগীরথের পুত্র; কিন্তু ভাগবতে ইঁহার পিতার নাম রিপুঞ্জয়; রিপুঞ্জয়ের অপর নাম শশাদ। ত্রেতাযুগে ইহাঁর রাজত্বকালে দেবাসুরের ভীষণ সংগ্রাম হয়; তখন ইনি বৃষভরূপী ইন্দ্রের ককুদে আরোহনপূর্ব্বক সেই সংগ্রামে গমন করিয়া জয়লাভ করেন, তজ্জন্য ইহাঁর নাম ককুৎস্থ। রঘু—সূর্য্যবংশীয় রাজা দিলীপের পুত্র, অজের পিতা। আস্তিক্য—ঈশ্বরপরায়ণতা। আর্জ্জব—সরলতা, ঋজু শব্দ+ষ্ণ ভাবে। ভবিতব্য—অবশ্যম্ভাবী। অনাগত- ভবিষ্যৎ। সাম্প্রতিক—বর্ত্তমান।

২৫। পরিচ্ছেদাতীত—অসীম, অনন্ত। পাঞ্চভৌতিক—পঞ্চভূত সম্বন্ধীয়। পঞ্চভূত যথা—ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম। যতিগণ—ব্রহ্ম-[illegible] সন্ন্যাসিগণ

২৬। আস্তিক—ঈশ্বরে বিশ্বাসী। আরণ্যক—উপনিষৎ বিশেষ। বেদ অল্পজ্ঞের...প্রহার করিবেক—অর্থাৎ অল্পজ্ঞের নিকট বেদের যথাযথ ব্যবহার হয় না। ভ্রূণ হত্যা—গর্ভস্থসন্তানের বিনাশ।

২৭। সরহস্য—গূঢ়তত্ত্বসমন্বিত।

২৮। বর্ণাশ্রমাদি নিয়মিত—অর্থাৎ ব্রাহ্মণের শাস্ত্রালোচনা, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ, বৈশ্যের কৃষিবাণিজ্য, শূদ্রের দাসত্ব।

দ্বিতীয় অধ্যায়—পর্ব্বসংগ্রহ।

১। পরশুরাম—মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন তাঁহার পিতাকে বধ করায় সেই ক্রোধে তিনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ছিলেন। ঋচিক—ভৃগুবংশীয় ঋষিবিশেষ; ঔর্ব্বের পুত্র; ইনি গাধিতনয়া সত্যবতীকে বিবাহ করেন। ইঁহার একশত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম জমদগ্নি; আর এক পুত্র শুনশেফ।

২। স্তেয়—চৌর্য্য। ব্যুৎপত্তি—প্রকৃতিপ্রত্যয় জনিত অর্থ।

৪। মোক্ষার্থী—মুক্তিলাভেচ্ছু; মুক্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বে প্রথম অধ্যায়-টীকা দ্রষ্টব্য। আত্মা—স্বয়ং, স্বরূপ, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, জীবাত্মা। অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষী—উন্নতিকাম। শ্রেয়ঃসাধনী—মঙ্গলদায়িনী।

৫। এই অনুচ্ছেদ হইতে আরম্ভ করিয়া এই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত অংশকে মহাভারতের সূচীপত্র বলা যাইতে পারে। হিড়িম্ব—রাক্ষস, ভীম কর্ত্তৃক নিহত হয়। বক—বক রাক্ষসকেও ভীম বধ করিয়া ছিলেন। বিদুরাগমন—মূলগ্রন্থে মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ 'বিদুরাগমণ' এরূপ মুদ্রিত হইয়াছে। খাণ্ডবদাহ—অর্জ্জুন অগ্নির প্রীত্যর্থে এই বন দগ্ধ করিয়া ছিলেন। অনুদ্রুত—'অনুদ্যূত' হইবে। কির্ম্মীর—বক রাক্ষসের ভ্রাতা। সাবিত্রী—অশ্বপতি রাজার কন্যা। ইনি দ্যুমৎসেন-পুত্র সত্যবান্‌কে বিবাহ করেন, কিন্তু বিবাহের এক বৎসর পরেই সত্যবানের মৃত্যু হয়। যম সত্যবানের আত্মাকে লইতে আসিলে ইনি

তাঁহার নিকট পুত্রলাভের বর প্রার্থনা করেন ও সত্যবান্‌কে পুনর্জীবিত করেন। সাবিত্রী উপাখ্যান সকলেই জ্ঞাত আছে। নিবাত কবচ—অতি দুর্দ্দান্ত তিন কোটী অসুর, হিরণ্যকশিপুর পুত্র সংহ্লাদের তনয়। মার্কণ্ডেয়—কল্পান্তজীবী মুনি বিশেষ। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার উপাখ্যান মহাভারত বনপর্ব্বে দ্রষ্টব্য। অরণী—অগ্নি। গুহ্য—দুর্ব্বোধ্য, অপ্রকাশ্য। গালব—মুনি বিশেষ। বামদেব—জনৈক মুনি। বৈণ্য—বেণ্‌ রাজার পুত্র পৃথুরাজ। শ্বেত—রাজা বিশেষ। নির্যাণ—বহির্গমন, নির্গমন। অমর্ষ—ক্রোধ। সৌপ্তিকপর্ব্ব—সুপ্তপাণ্ডবপক্ষীয়দিগের বধ বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এই নাম। দুর্ব্বাসা—অনসূয়ার গর্ভজাত অত্রিমুনির পুত্র, অতি কোপনস্বভাব ঋষি বিশেষ। অধ্যাত্মবিদ্যা—যে বিদ্যায় পরমাত্মাবিষয়ক জ্ঞান লাভ করা যায়।

৬। উতঙ্ক—বেদ নামক মহর্ষির শিষ্য। ইনি গুরুদক্ষিণাস্বরূপ গুরুপত্নীর জন্য পৌষ্যরাজের মহিষীর নিকট হইতে কুণ্ডল আহরণ করিতে গিয়া নাগলোকে গমন করিয়া ছিলেন এবং নাগদিগকে বশীভূত করিয়া তাহা আনয়ন করিয়াছিলেন। ভরত—দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে ইহাঁর জন্ম। "শকুন্তলা" দ্রষ্টব্য। বসু—গণদেবতাগণ। অষ্টবসু শাপপ্রভাবে শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গঙ্গা জন্মমাত্র তাঁহাদিগকে জলে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া শাপমুক্ত করেন, ভীষ্ম—অষ্টম বসু, কেবল ইনিই গঙ্গাকর্ত্তৃক জলে নিক্ষিপ্ত হন নাই। ভীষ্ম বিমাতা সত্যবতীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিবেন ও রাজ্যগ্রহণ করিবেন না। ধর্ম্ম—অণীমাণ্ডব্যের শাপে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করেন। দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন—যজ্ঞানল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। দ্রৌপদী পূর্ব্বজন্মে এক মুনিকন্যা ছিলেন। অনুরূপ পতি লাভের জন্য মহাদেবের তপস্যা করায় শিব পঞ্চ স্বামী লাভের বর দিয়াছিলেন। তপতী—সূর্য্যকন্যা;

মহারাজ সম্বরণের সহধর্ম্মিণী, মহারাজ কুরু ইহাঁরই পুত্র। ঔর্ব্ব—ভৃগুবংশীয় জনৈক মুনি। ইহাঁর মাতা ক্ষত্রিয়ভয়ে উরুদেশে গর্ভস্থিত শিশুকে লুকায়িত রাখিয়া ছিলেন, বলিয়া ইহাঁর নাম ঔর্ব্ব। পাঞ্চাল—পঞ্জাবস্থিত প্রদেশ বিশেষ। পঞ্চেন্দ্র—পঞ্চইন্দ্র শাপপ্রভাবে পঞ্চপাণ্ডবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিয়ম ও প্রতিজ্ঞা—দ্রৌপদী যখন এক ভ্রাতার নিকট থাকিবেন, তখন অপর কোন ভ্রাতা তথায় গমন করিলে তাঁহাকে দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিতে হইবে। বভ্রুবাহন—মনিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভে অর্জ্জুনের ঔরসে জাত। মন্দপাল—বহু তপস্যা করিয়া পিতৃলোকে গমন করিলে, তথায় অপুত্রতা নিবন্ধন স্থান প্রাপ্ত না হওয়ায় এক শার্ঙ্গীর গর্ভে সন্তান চতুষ্টয় উৎপাদন করেন।

৭। গিরিব্রজ—গিরিশঙ্কট, পাশ। স্নুষা—পুত্রবধূ।

৮। ধৌম্য—পাণ্ডবদিগের পুরোহিত। কর্ণ—কুন্তীর কানীন পুত্র। সুরভি—স্বর্গীয়া কামধেনু। প্রতিস্মৃতি—স্মৃতিশাস্ত্র বিশেষ। নল ও দময়ন্তী—নিষধরাজ নলের সহিত বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা দময়ন্তীর বিবাহ হইয়াছিল। ইহাঁদিগের উপাখ্যান অনেকেরই জানা আছে। হৈহয়—কার্ত্তবীর্য্য রাজার দেশস্থ অধিবাসিবৃন্দ। লোপামুদ্রা—বিদর্ভরাজকন্যা; অগস্ত্য ঋষি পুত্রোৎপাদন মানসে ইহাঁকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সুকন্যা—রাজা শর্য্যাতির কন্যা; মহর্ষি ভৃগুর পুত্র চ্যবন ঋষির সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। সোমপীথি—যজ্ঞে সোমরস পায়ী। অষ্টাবক্র—মহর্ষি উদ্দালকের শিষ্য কহোড় মুনির ঔরসে উদ্দালককন্যা সুজাতার গর্ভে ইহাঁর জন্ম হয়। গর্ভবাসকালেই তিনি সমগ্র বেদ-বেদাঙ্গ আয়ত্ত করিয়াছিলেন বলিয়া পিতৃশাপে ইহাঁর অষ্টাঙ্গ বক্র হইয়াছিল। যবক্রীত—ভরদ্বাজের পুত্র। রৈভ্য—ভরদ্বাজের সখা। ৪৫ পৃঃ ৭ পংক্তি 'পরাক্রান্ত'—স্থলে 'পরাক্রান্ত' হইবে। মার্কণ্ডেয়

—কল্পান্তজীবী মুনিবিশেষ। পতিব্রতার উপাখ্যান—সাবিত্রীর উপাখ্যান। ব্রীহিদ্রৌনিকপর্ব্ব—মহর্ষি মুদ্গল কিরূপে এক দ্রোণ ব্রীহি প্রদান করিয়া সশরীরে স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন, তাহা এই পর্ব্বাধ্যায়ে বিস্তৃত আছে। দুইশত একোনসপ্ততি অধ্যায়—এসিয়াটিক সোসায়িটীর ব্যয়ে মুদ্রিত মূল মহাভারতে বনপর্ব্বে চতুর্দ্দিশাধিক ত্রিশত অধ্যায় দৃষ্ট হয়।

৯। পাণ্ডবেরা একবৎসর অজ্ঞাতভাবে বিরাটরাজের ভবনে বাস করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ এই ঘটনা অবলম্বনে বিরাটপর্ব্ব লিখিত।

১০। উপপ্লব্য—বিরাট নগরের নিকটবর্ত্তী স্থান বিশেষ। অক্ষৌহিনী—প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ইন্দ্রের বৃত্রাসুর জয়—হেমচন্দ্রের "বৃত্রসংহার" দ্রষ্টব্য।

১১। মহামতি বাসুদেব...নিরাকরণ করেন—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা দ্রষ্টব্য। প্রতোদ—অশ্বাদির তাড়ন দণ্ড, চাবুক। ৪৯ পৃঃ, ১৭ পংক্তি 'সন্মুখে' স্থলে 'সম্মুখে' হইবে।

১২। শক্র—ইন্দ্র। ভগদত্ত—কামরূপেশ্বর নৃপতি বিশেষ, প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি, নরকরাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র। অলম্বুষ—রাক্ষস বিশেষ, অভিমন্যুর সহিত কুরুক্ষেত্রে নানারূপ মায়াযুদ্ধ করিয়া অবশেষে পরাজিত হয়। শ্রুতায়ুঃ—সূর্য্যবংশীয় নৃপতি বিশেষ। জলসন্ধ—[illegible] পুত্রবিশেষ, ইনি সাত্যকির হস্তে নিহত হন। অমর্ষ—অসহিষ্ণুতা, অক্ষমা। পরাশর সূনু—পরাশর পুত্র ব্যাসদেব।

১৩। দ্বৈরথ যুদ্ধ—যুদ্ধ বিশেষ, যে যুদ্ধে দুইরথ বিদ্যমান আছে।

১৪। জলস্তম্ভ—স্তম্ভাকারে উৎক্ষিপ্ত জলরাশি।

১৫। অপক্রান্ত—বহির্গত। ভর্ত্তৃগণসন্নিধানে—স্বামীদিগের নিকট।

১৬। স্বীয় গূঢ়োৎপন্ন পুত্র—কুন্তী কন্যকাবস্থায় পিতৃগৃহে অবস্থান-

কালে জনৈক ব্রাহ্মণ অতিথিকে পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট অথর্ব্ববেদের মন্ত্রলাভ করিয়াছিলেন। সেই মন্ত্র স্মরণ করিয়া যে দেবতাকে আহ্বান করিবেন, সকামভাবেই হউক বা নিষ্কামভাবেই হউক, সেই দেবতা তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেন এরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল। কুন্তী একদা বিবাহের পূর্ব্বেই ঋতুমতী হইয়া মন্ত্র পরীক্ষা করিবার জন্য সূর্য্যকে স্মরণ করেন এবং তাঁহারই ঔরসে কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম হয়। কন্যকাবস্থায় জাতপুত্রকে তিনি মঞ্জুষামধ্যে রাখিয়া নদীতে নিক্ষেপ করেন। পরে ধৃতরাষ্ট্র-সখা অধিরথ নামক সূতের পত্নী রাধা নদী হইতে মঞ্জুষা উত্তোলন করিয়া কর্ণকে প্রতিপালন করেন।

১৭। নির্ব্বেদ—শোক, কষ্ট।

১৮। ধর্ম্মরহস্য—ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব।

১৯। চিত্রাঙ্গদা—মনিপুর রাজকন্যা; অর্জ্জুন স্বকীয়বনবাসকালে ইহাঁর সহিত বিবাহ করিয়াছিলেন। চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহনকে মনিপুররাজ পুত্রিকাপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২০। পার্থিব—জীব। জিতেন্দ্রিয়—সংযতেন্দ্রিয়।

২১। কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের "প্রভাস" পঠিতব্য। দুর্ব্বাসার অভিশাপে যদুবংশ ধ্বংস হয়। দ্বারকানগরীতে শ্রীকৃষ্ণ রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ৫৭পৃঃ, ১২ পংক্তি 'স্ফূর্ত্তি' স্থলে 'স্ফূর্ত্তি' হইবে।

২৩। কুকুর—কুকুররূপী ধর্ম্ম। নরকদর্শন—জীবনের মধ্যে কেবল একটী সামান্য পাপের জন্য একবার যুধিষ্ঠিরকে নরকদর্শন করিতে হইয়াছিল।

২৭। অমিতবুদ্ধি—অপরিমেয় বুদ্ধি বিশিষ্ট। পঞ্চভূত—ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম। প্রজা—সৃষ্টজীব। অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষী—উন্নতি লাভেচ্ছু।

২৯। ওষ্ঠপুটবিগলিত—বদনবিনিঃসৃত। বহুশ্রুত—শ্রুতি বা বেদে সবিশেষ অভিজ্ঞ।